বিভা

বিভার মুখের লাবণ্য বেশ উচ্চজাতীয়। সচরাচর এ-রকম সৌন্দর্য চোখে পড়ে না। খুব অবর্ণীয় সৌন্দর্য নয়—কিন্তু এর বিশেষ ধরনটা আমার কাছে বড্ড চিত্তাকর্ষক।

অনেক নারীই তো দেখেছি, কিন্তু একটা মেয়ের কথা মনে পড়ে, যার মুখ অনেকটা এই বিভার মত। সেই মেয়েটি ষোল সতের বছরে মারা যায়, মৃত্যু বড় করুণ। তার মৃত্যুর পর আমার মনে হয়েছিল যুবাবয়সের সৌন্দর্যের একটা বিশেষ বিকাশ পৃথিবীর থেকে মুছেই গেল বুঝি বা।

তারপর এই বিভাকে দেখলাম! মনে পড়ে প্রায় সাত বছর আগে বায়োস্কোপে (চার আনার সিটে) বসে রুথ চ্যাটার টমকে দেখেছিলাম। আজ মনে হচ্ছে গঙ্গাসাগরের মেলা দেখতে গিয়ে মৃত সেই পাড়াগাঁর মেয়েটি, বিভা, আর রুথ, এই তিনজনের মুখে একই আদল লেগে রয়েছে যেন। একটা ছিপছিপে নিমীলিত চাঁপাফুল, কিংবা শীর্ণ একটা উন্মুখ চাঁপার কলির মত নারীর আঙুলের দিকে তাকালে এ সৌন্দর্য উপলব্ধি করতে পারা যায় যেন।

একদিন সকালবেলা খুব দেরিতে ঘুমের থেকে উঠে দেখলাম বিভা তার সোফার সামনে একটা তেপয়ের ওপর চায়ের সরঞ্জাম দিয়ে বসেছে।

আমার ঠিক পেছন ফিরে বসে নি। একটু তেরছা হয়ে ঘুরে বসেছে। আমি যে আমার ঘরের জানালার কাছে এসে দাঁড়িয়েছি, এ তার চোখে পড়েও যেতে পারে।

কিন্তু এদিকে সে তাকাচ্ছে না। তাকালেও আমি যে এসে দাঁড়িয়েছি এতে তার বিশেষ কিছু এসে যেত না। সে যেমন খাচ্ছে তেমনি নিজের মনে নিশ্চিন্তে সে চা খেয়ে যেত। আমার সম্বন্ধে হয়তো ভাবত এইটুকু যে, নিজেরই জানালার কাছে এসে দাঁড়াবার অধিকার এ-ভদ্রলোকের আছে, তা সে দাঁড়াক, রহস্যের বিশেষ কিছু নেই এ ঘরের ভেতর। যদিও বা থাকে ত আমি নারীই হয়তো সেই রহস্য কৌতুকের জিনিস।

এইটুকু ভেবে সে হয়তো আড়চোখে একবার ফিরে তাকাত। কিন্তু তক্ষুণি দেখতে পেত যে আমি জানালার থেকে সরে গেছি। আমিই বরং আগে জানালা বন্ধ করব—বিভা নয়। আমিই বরং আমার ঘর থেকে বেরিয়ে চলে যাব। কিন্তু মেসের জানালার থেকে (একদৃষ্টে) বিভার দিকে তাকাচ্ছি বলে সে যে তার ঘর থেকে উঠে চলে যাবে একরকম স্থূলতা যেন আমাদের দু'জনার ভিতর না থাকে। আশা করি তাকাবে না। কিন্তু আশা বা স্বপ্নের চেয়ে বাস্তব নিয়েই আমাদের ঢের বেশি কাজ। কাজেই বিভা যতক্ষণ না বোঝে যে জানালার কাছে আমি ডেক চেয়ারে বসে আছি—ততক্ষণই নিরাপদ। ভাবি, দেখি, কল্পনা করি। চুরুট জ্বালাই-বেশ কাটে সময় আমার। তারপর হঠাৎ দেখি সে সোফার থেকে উঠে দাঁড়াল, কিংবা কাগজ ছিঁড়ছে, বা চুলের ভিতর দিয়ে চিরুনিটা টেনে টেনে একগোছা ঝরা চুল হাতে নিয়ে পশ্চিমের জানালার দিকে এগিয়ে আসছে, তখন তাড়াতাড়ি উঠে পড়ি আমি। মেসের বারান্দায় চলে যাই। নিরিবিলি আমার জানালাটার মুখোমুখি তার নিজের পশ্চিমের জানালার কাছে এসে দাঁড়িয়ে কী করে যেন ভাবে, কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে।

এই সব আমার কাছে রহস্য। কিছু টের পাই না আমি। কিন্তু খুব গভীরভাবে চিন্তা করে দেখেছি তা না টের পাওয়াই ভাল।

একদিন দেখলাম আমার জানালার রেলিঙে কতকগুলো চুল উড়ে এসে লেগে রয়েছে। ধীরে-ধীরে গোছাটা তুললাম। বিভার চুল নিশ্চয়ই। রেশমের ডিমের মত যেন একটা, রোদের ভিতর দেখায় সোনালি। ছায়ায় কালো। শীতের বাতাসে কেমন ভীরু নিঃসহায়তাকে গড়তে থাকে। কেমন একটা করুণ গন্ধ চার—দিকে যেন জমতে থাকে তার। গঙ্গাসাগরের মেলা দেখতে গিয়ে সেই মৃত মেয়েটির মুখখানা মনে পড়ে যায় আমার।

একা বসে থেকে উত্তরের দরজার দিকে তাকিয়ে অনেক কথা ভাবি আমি। তারপর হঠাৎ তাকিয়ে দেখি চুলের গুটিটাকে কোথায় যেন হারিয়ে ফেলেছি।

এমনি করেই হারিয়ে যায়!

ক্ষোভ হয় একটু সাবধানে রাখলে পারতাম না?

কিন্তু হতই বা কি রেখে? বড় জোর বিভার মাথার কয়েকগাছা চুল তো! মানুষের পায়ের নখ বা মাথার চুলে বা পরনের শাড়ি সিঁদুরের কৌটা বা চিঠি শ্রদ্ধা করে ভালবাসায় জমিয়ে রাখবার একটা সময় ছিল অবিশ্যি আমার জীবনে। কিন্তু সে সময় এখন আর নেই। একটা কথা ভেবে ভারি কৌতুক বোধ হয়। বিভার চুল তো? না, তার মানে? না, পায়রাগুলো কার চুল কোত্থেকে এনে ফেলেছে?

শেষ পর্যন্ত চুল নিয়ে আমাদের জীবনের কারবার নয়। তুচ্ছ একগাছা চুলের মত জিনিস মাঝে-মাঝে উড়ে এসে আমাদের হৃদয়টাকে পরিমাপ করে যায়? এই অব্দি-আর-কিছু নয়।

স্লিপারশুদ্ধ ডান পাটা তুলে বাঁ পায়ের হাঁটুর ওপর রাখি। তাকিয়ে দেখি চুলের গুটিটা এতক্ষণ স্লিপারের নিচে পড়েছিল। থাক। উড়িয়ে দেই। জানালার গরাদের ভিতর দিয়ে উড়ে একেবারে একতলার নর্দমার ভিতর পড়ে গিয়ে।

বিভা বা খাচ্ছিল। সঙ্গে একটা টোস্ট আর গোটা দুই ডিম খেলে।

এক পেয়ালা চা ফুরিয়ে গেছে। টিপয়ের থেকে আর-এক পেয়ালা আন্দাজ ঢেলে বিভা চিনি দুধ মিশিয়ে নিচ্ছিল। এমন সময় একজন বুড়া মতন ভদ্রলোক দুটো খাঁচা নিয়ে ঢুকলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছোট খাঁচায় একটা ময়না। বড় খাঁচায় বেশ রঙচঙা একটা কাকাতুয়া। বিভা চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতে গিয়ে বিস্মিত হয়ে চমকে বললে—'বা!'

চায়ের পেয়ালাটা তেপয়ের ওপর রেখে দিল সে।

বুড়ো বললে—'খান খান, আপনি চা খান।'

না, চা সে খেল না।

উঠে দাঁড়িয়ে বললে—'এ পাখি কোথায় পেলেন?'

—'আমি কিনে এনেছি।'

—'কোত্থেকে?'

—'ও সেই টেরিটি বাজার'—

—'তা, ভারি সুন্দর পাখি তো-আপনি পুষবেন বুঝি?'

বুড়ো চোখ কপালে তুলে বললে—'আরে বাপ রে! আমি পুষব পখি!' একটু কেশে বললে—'এই যে দেখছেন ময়না ইনি হচ্ছেন রানীমা।'

—'রানীমা? কোথাকার?'

—আর এই যে দেখছেন কাকাতুয়া ইনি হচ্ছেন চিনের রাজা।'

বিভা হাসছিল।

বুড়ো বললে—'ছ-সাতশ বছর রাজা হয়েছে-এখন দেশ বেড়াবার সময়।'

—'তাহলে পাখিগুলো বুড়ো?'

—'একটুও না। এদের সাত হাজার বছর পরমায়ু।'

—'বিক্রি করবেন?'

—'চিনের রাজাকে বিক্রি!'

বুড়া খ্যা খ্যা করে হাসতে লাগল। বললে,—'কিন্তু এদের কপালে কর্মভোগ আছে। না হলে টেরিটি বাজারে এসে জোটে?'

খানিকক্ষণ হেসে বুড়ো বললে—'কিন্তু যার তার কাছে মাল ছাড়ি না। পথে এমন বিশ পঁচিশ হাজার লোক শুধিয়েছে আমাকে! ধেতরি তার! তাদের কাছে বেচব এই জিনিস? হ্যাঁ, বেঁচে থাকলে কত রঙ্গই হবে। পাখি চোখে দেখেছে কোনোদিন তারা?' একটু হেসে বললে—'সেই জন্যেই আপনার কাছে এসেছি।'

বিভা উৎসুক হয়ে বললে—'তা, বাবার কাছে যান না।'

—'তিনি রাখতে চান না।'

—'কী বললেন?'

—'আপনার কাছে পাঠিয়ে দিলেন।'

—'এই কাকাতুয়াটার কত দাম?'

—'আপনাকে খুব শস্তায় দেব।'

বিভা বুড়োর দিকে তাকালে।

—'এই চিনের রাজাও আপনার কাছে থাকতে চায়।'

—'আমার কাছে?'

—'খুব।' বললে—'আপনি যদিও ইরানের রানী'—একটু কেশে বললে—'কিন্তু সেকালে চিনে ইরানে বিয়ে চলত। এক-একজন জাপানি মেয়ে দেখেছেন বেশ লম্বা ছাঁদের মুখ—নাক টিকলো—সেই সব বিবাহের সন্তান।'

বিভা ঘাড় হেঁট করে ছিল। মুখ তুলে বললে—'আপনি মুসলমান?'

—হ্যাঁ, মা।'

—'কলকাতায়ই বরাবর?'

—'না, মা, কলকাতায় আমি এই টেরিটি বাজারের সম্পর্কে। সিঙ্গাপুরে কত জায়গায় ঘুরি।'

—'সিঙ্গাপুরে কী?'

—'সেইখানেই তো পাখি। এই তো উজাড় করে ময়না ধরে নিয়ে এলাম।'

—'আপনি?'

—'হ্যাঁ। সেই সিঙ্গাপুর থেকে।'

—'পাখি ধরেন কেন?'

—'চেনা ব্যবসা। বড্ড ফিটফাট। তবে আগে যে-রকম সুবিধা ছিল, এখন তার তা নেই। পাখি মরেও-বা কত।'

—'কীসে মরে?'

—'জাহাজে না-চড়তেই ঝুর ঝুর করে মরে যায়। চড়লে তো কথাই নেই। যে-কটাও-বা বাঁচে টেরিটি বাজারে সাফ করতে গিয়ে দেখি ঠ্যাং উঁচু করে হাঁ করে পড়ে আছে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'মরে?'

—'মরে কেলিয়ে।'

—'ছি!'

—'তবে আপনার চামড়ার কারবার থেকে ঢের ভাল।'

—'সে আবার কী রকম?'

—'আস্ত-আস্ত গোসাপ ধরে চামড়া খসিয়ে নেয়া হয়ই—'

—'আস্ত আস্ত?'

—'ত আপনি জানেন না বুঝি? সে দেখলে বড় দুঃখ হয়। জ্যান্ত গো-সাপটাকে-প্রাণের ভেতর কৃষ্ণ ছিল বাঁশি বাজাত'—একটু কেশে বললে—'হিঃ হিঃ!' খানিকটা শিকনি ঝেড়ে নিয়ে বললে—'কিন্তু জীবনটা এই রকমই। শুধু গোসাপের বলেই তো নয়। গোসাপের, টিকটিকির, কুমিরের, ঢোড়া, গোখুরো, দুধরাজ, পাঙরাজ, আপনার গিয়ে উট, গরু, মানুষ, ছাগল। আমাদের মানুষের পিঠের চামড়া নিয়েও মানুষে কত ডুগডুগি বাজায় মা। আমাদের জীবনের কথা ভবাতে গেলে, দুর্নীতির আর শেষ নেই মা।'

—'এ কাকাতুয়াটার দাম কত বললে?'

—'ব্যবসা আমাদের বেশ দয়ামায়ার, কিসে পাখিটা বাঁচে, সেই দিকেই হচ্ছে, আমাদের নজর। কৃষ্ণকে আমরা মারতে চাই না। তিনি থাকুন। তাকে তেল দেই, জল দেই, বাঁশি দেই।' ময়নার দিকে ফিরে—'বল তা ময়না রাধে প্রাণেশ্বরী!'

—'রাধে প্রাণেশ্বরী।'

—'দেখলেন—'দেখলেন তো বাঁশি কেমন বাজে।'

বাঁশি শুনে বিভা বিশেষ সুখী হল না।

মুসলমান ভদ্রলোকটি বুঝলেন, বললেন—'সব রকম বুলি করতে পারে—'হেলো'।

—'হেলো।'

–Kissing sweet heart'.

_Kissing sweet heart'.

_'Idiot! To bother a girl like that'.

_'Idiot! To bother a girl like that'.

বিভা হেসে উঠল।

–'You Northumberland rascal'.

–'You Northumberland rascal'.

—'বড়সাহেব তো আতা হ্যায়।'

—'মেরা দিল ঘাবড়াতা হ্যায়।'

—'দেখলেন, না বলতে কতখানি বলে ফেলল।'

ময়নাটার দিকে তাকিয়ে,— 'এই চিনেটাকে ডাক তো—ডাক—হেলো।'

—'হেলো।'

—'তারপর? হেলো।'

—'হেলো।'

—'হেলো বয়!'

—'হেলো বয়!'

—'দেখলেন তো মুখ থেকে কথা কেড়ে নিলে।'

—'এত কথা কোত্থেকে শিখলে!'

—'কেষ্টধন শেখাই? এর খাঁচায় কি আর থাকে মা। খাঁচায় খাঁচায় ঘোরো।' বললে—'একটা গোরা রেখে ছিল কদ্দিন। যেই বিলেতের দিকে উড়াল দিলে ওমনি পাখিটাকে গেল ফেলে।' একটু কেশে বললে—'তারপর ছিল একটা চোরের আড্ডায়—' বললে 'সেখান থেকে এক মদ্রাজী বাবুর্চি মুসলমান বাটপাড়ি করে নিয়ে যায়। চোর কি মুসলমান জেতের ভিতরেও নেই? তা আছে।' মাথা নেড়ে বললে—'তা সেটা মদ্রাজী-চেট্টির থেকে মুসলমান হয়েছে। খাঁটি আরবি মুসলমান চুরিও করে না, গোলামিও করে না, ও ভারি কায়দার জাত। একেবারে পয়গম্বরের নিজের জিনিস কিনা।' হাত ঘুরিয়ে বললে—'এটা ছিল চেট্টি-চুরি করে মরে তার জন্যে এক বাঙালি ভদ্রলোকের বাড়ি এল, সেখানে একটি বিধবা এই ময়নাটাকে কিনল।'

—'একটা বাঙালি বিধবা?'

—'হ্যাঁ, তার কাছ থেকেই এই রাধা বুলি শিখেছে। রাধাকৃষ্ণ। আপনার গিয়ে একশ আট নাম-তারপর মানভঞ্জন—নিমাই সন্ন্যাস—'

—'এত সব?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'সব শিখেছে। পড়িয়েই দেখুন না।'

—'থাক এখন, পরে হবে।'

—'আমার মনে হয় বিধবা ঠাকরুনের কাছে থেকে থেকে পাখিটা জাতে উঠেছে।'

'—এর আগের জাত?'

—'হ্যাঁ, ময়না তো হিন্দুই।'

—'হিন্দু?'

—'হিন্দু বৈ কি। হিন্দু শুধু নয়—বোষ্টম। ময়নার জাতধর্ম হয়েছে রাধা কিষ্টো বুলি শেখা।'

একটু হেসে বললেন—'সে একটা মজা দেখছেন কি-ময়নার জীবনে ভারি একটা মজা আছে!—'জন্মায় তো সিঙ্গাপুরে। তারপর আপনার সিঙ্গাপুরেই পেনাঙি, চেট্টি, গোরা, মগ, তুর্কমান, ইহুদি, মেড়ো, সব ঘুরে তারপর বাঙালি বোষ্টমির কাছে আসবেই।'

বিভা চুপ করেছিল।

—'এ একেবারে ধরাবাঁধা-এ আসতেই হবে।'

—'কেন?'

—'ধর্মচক্রের এই নিয়ম।'

বিভা একটু বিস্মিত হয়ে বললে—'আপনি মুসলমান?'

—'হ্যাঁ, মা।'

একটু থেমে বললে—'এই পাখিগুলো হচ্ছে জাতবোষ্টম। যৌবনে যতই গোল-মাল করুক না কেন, গোস্ত রুটি, মালাই কারি আর বর্মাই ভাপ্পি যতই খান না কেন আখেরে মতিগতি স্থির হলে বোষ্টমের ঘরে আসবে। নাম শিখবে, নাকে রসকলি আঁকবে-মালপো খাবে—'

বিভা কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ থেকে বললে—'আপনি আবার সিঙ্গাপুর যাবেন নাকি?'

'হ্যাঁ।'

—'এই পাখি ধরতে?'

—'হ্যাঁ।'

—'কি করে ধরেন?'

—'সে বড্ড মস্ত গল্প সিঙ্গাপুরেই কি ধরা শুধু?'

—'তবে?'

—'ধরবার ঢের জায়গা আছে।'

—'আপনাদের জালে আটকা পড়েই তো অনেক পাখি মারা যায়।'

—'না, জালেই কি ধরে শুধু?'

—'তবে?'

—'ধরবার রকম আছে ঢের। এ তো আর পাখির চামড়া খসাবার জন্য পাখি ধরি না, মরবেই—বা কেন বলুন?'

—'কিন্তু জাহাজে উঠে তো অনেক মরে।'

—'সে যাদের কর্মভোগ আছে।'

—'কর্মভোগ থাকে না।'

—'তা থাকে।'

—'কী রকম?'

—'যারা পূর্বজন্মে পাপ করেছিল সে-সব পাখ সিঙ্গাপুরের জাহাজেই মরে যায়। মানুষ যেমন হাত জোড়া করে প্রার্থনা করে না, তেমনি ঠ্যাং দুটো উঁচু করে ঠোঁটটা আকাশের দিকে ফিরিয়ে ভগবানের কাছে অপরাধের মাপ চায়। মাপ করেন, বোধ করি করেন না। সব কথা আমরা ভাবতে যাই না। সমুদ্রের ভেতর দেই টি করে ছুঁড়ে ফেলে। হাঙরে সকরে খেয়ে ফেলে। তাই তো 'খায়। খায় না? না হলে যায় কোথায় বলুন? সমুদ্রে নোনাজলে হেজে যায়? তা আশ্চর্য কি? নুনের যা ঝাঁঝ! একটা ময়নাকে বোধ করি এক পাকে সালুন বানিয়ে ফেলতে পারে। এক-একটা টোণ্ডা থাকে জাহাজে, মরা ময়নার মাংস খায়। সে চিনে বলুন আর গোরা বলুন আর মন রসুল আর মুসলমান বলুন এইসব মরা ময়নার মাংস খায়। খায় তারা হারাম ছাড়া কি? জেতে যাই হোক, কাজে তারা টোণ্ডা মুণ্ডাদের চেয়ে হারামী!'

—'সমুদ্রের ভেতর ফেলে দেন?'

—'হ্যাঁ।'

—'আহা।'

—'কী করব তাহলে?'

—'বেশ গাছে-গাছে পহাড়ে-খেতে তো চরত, খাঁচায় ভরবারই-বা দরকার ছিল কি?'

—'ও, আপনার হচ্ছে সেই হিসেব?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বুড়ো একটু হেসে বললে—'কিন্তু বুনোর মত বোকা হয়ে চরে বেড়ালেই তো হয় না-(খুব সুন্দর তো হয় তাহলে) রাধাকৃষ্ণ গান শিখতে হবে তো'।

—না শিখবার এমনই-বা কি দরকার।'

—'বাঃ বাংলাদেশে আসতে হবে না?'

—'কী হবে এদেশে এসে?'

—'এদেশটা হচ্ছে ময়নাদের ধর্মের আখড়া।'

—'আপনি তাই বলছেন।'

—'জিজ্ঞেস করুন গিয়ে গোঁসাইবাবুকে।'

—'কেন গোঁসাইবাবু?'

—'শ্রীধর গোঁসাই এই তো আপনাদের ইমারতের পর। তিনখানা বাসা ছেড়ে।'

—'না হয় হলই-বা এটা গোঁসাইর মত। কিন্তু পাখিদের নিজেদের মত অবিশ্যি আলাদা' একটু থেমে বললে-—'দুঃখের বিষয় এরা খুবই সুন্দর আর নিরপরাধ বলে এদের মতামতের কোনো মূল্য নেই।'

—'আছে?'

—'মায়ের কাছে সন্তানের মতামতের কোনো মূল্য থাকে না?'

—'তা তো নেই।'

—'এরও তো ভগবানের সন্তান, ভগবান এদের ডালর জন্যই আমাদের হাত পালটে দেন। এক-একটা বোষ্টম বাড়িতে গিয়ে দেখবেন ময়নাকে কত আদর করে।'

—'কিন্তু তাতে তো বেচারির প্রাণ শুকিয়ে যাবে।'

—'তা শুকোলে কি আর এত বুলি ধরতে পারে।' বুড়ো বললে—'দেখুন তো কেমন মনের আনন্দের সঙ্গে পড়ে। (দেখলেন ত?)— প্রাণে ফুর্তি না থাকলে এরা পড়া শিখতেই-বা পারত কী করে।'

—'কিন্তু শুনেছি যত তাড়াতাড়ি পড়া শেখে তত তাড়াতাড়ি মরে যায়।'

—'লোকে বলে। তা কি আর হয়! তা হয় না!'

—'কিন্তু খাঁচার ভেতর এদের পরমায়ু ঢের কম, যদি বাইরে থাকতে—'

—'আমরা তো এদের বাঁচাতেই চাই; একটা পাখির একটু আণ্ডার মত প্রাণের জন্য যা শিক্ষা দিনরাত। কিন্তু তবুও যদি মরে যায় আমাদের অপরাধ কি? এই সময় হাঁস-মুরগির ব্যবসা করতাম। শতকরা একশটা পাখিই মরে। নিজে মারব, না হয় অন্যকে দেব মারতে। তার চেয়ে এ ব্যবসা ঢের ভাল। কী বলেন? আপনিই ভেবে বলুন না। ধরেছিলেম আণ্ডার ব্যবসা, হাঁসের আণ্ডা, মুরগির আণ্ডা, কিন্তু আণ্ডার ভেতর যে কেষ্ট আছেন তাকে গরম জলে সেদ্ধ করে কিংবা কড়াইয়ে দগ্ধে মারবার জন্যই তো।'

বিভা তেপয়ের ওপর একটা প্লেটের দিকে তাকিয়ে বুড়ো বললে 'এই তো দেখুন আপনিই ডিম খাচ্ছিলেন, বোধ করি হাঁসের ডিম?'

বিভা মাথা নেড়ে বললে—'না।

—'মুরগির তাহলে?' বুড়ো একটু কেশে বললে—'ভেবে দেখুন তো এ ভ্রূণ নষ্ট নয়?'

বিভা অধোমুখে নিরুত্তর হয়ে রইল।

—'টিয়া চন্দনা ময়নার ব্যবসা ঢের ভাল। মানুষের মনটা বেশ। পরিষ্কার থাকে থাকবেই না বা কেন? কোনো জীবকে তো হত্যা করতে যাচ্ছি না। ময়না চন্দনার যা বুলি, যা ধর্ম, রাধাকৃষ্ণের নামের জন্য যে-আকুলতা তার মনের ভিতর আছে সেইটেকে সন্তুষ্ট করবার জন্য সমুদ্র পাড়ি দিয়ে সিঙ্গাপুরে যাচ্ছি। ফের কলকাতায় আসছি। জানেন মা, আমি পাঠশালায় পড়েছিলাম অনেকদিন।'

—'পাঠশালায়?'

—'হ্যাঁ।'

বিভা চুপ করে রইল।

—'তারপর মাদ্রাসায় পড়েছিলাম। গরু আমি খাই বটে কিন্তু নিজে কাটি না। যে-সব ব্যবসার মধ্যে হিংসা আছে, তা আমি করি না। কাজেই এই পাখির ব্যবসা ধরেছি।'

বিভা তার ম্রিয়মাণ চোখ তুলে বললে—'কীই বা বলব আপনাকে? আমার থেকে শুরু করে ভগবান অবদি অপরাধ তো সকলের। কতদিন আমার মনে হয়েছে এই যে ডিম ভেঙে-ভেঙে খাই এত বড় মর্মান্তিক জিনিস, কিন্তু তবু তো খেয়েছি, এই রকম সব কত অপরাধ আমার। এক-এক সময় মনে হয়েছে জীবনটা যেন, আমার জীবনই শুধু নয়, অনেকের জীবনের কথা ভেবে দেখেছি আমি। জীবনটা যেন আমাদের সকলের খাঁচার পাখির মতো। কিন্তু তাবুও ভগবান নিস্তার দেননি, অনেকে এই আবদ্ধ অবস্থায় মরে গেলেও তো-আরো কত মরবে, যতদিন জীবন আছে, এই রকম তো হবে। এক—এক সময় মনে হয় এ যেন ভগবানের কেমন একটা অপরাধ। তারপর দেখুন এই পাখিগুলো, এদের কি অপরাধ নেই? কত সুন্দর সুন্দর প্রজাপতি ফড়িং খেয়ে এরা বেঁচে থাকে? জীবনের নিয়মটাই এই রকম।' বলে সে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাসে কাকাতুয়ার সাতরঙা পালকের নিরবচ্ছিন্ন ঐশ্বর্যের দিকে তাকিয়ে এক মুহূর্তেই বিমুগ্ধ হয়ে পড়ল। বললে—'সত্যি কি যে সুন্দর।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এ-সব পাখি যার ঘরে থাকে তারপর কোনোদিন নষ্ট হয় না। মানুষের জীবনটাকে হয় সাজাতে। ভগবান আমাদের জীবন দিয়েছেন—কি সুন্দর! আর এই পাখিগুলো এই কাকাতুয়াটার থেকে চোখ ফিরিয়ে নিতে ইচ্ছা করে! আমি অনেক ভেবে দেখেছি এইই হচ্ছে বিধি, সৌন্দর্য আর শান্তি। কিন্তু সকলেই তা মনে রাখে কি? কাজেই হয়ে দাঁড়ায় গোলমাল। কিন্তু গোলমালটা পাখি দুটো বিভাব কিনতে চাইল, উদ্দেশ্য যে, না-জীবনের না-বিধাতার। বললে, 'এ পৃথিবীর চারদিককার মানুষদের আমি বেশ চিনি মৌলবিসাহেব। তাদের নিষ্ঠুরতার কথা থাক। কিন্তু আমাদের অদ্ভুত বিধিও এ পাখিগুলো হজম করতে পারবে না। এদের দেহেও তা সইবে না। আমার কাছে থাক, যতদূর সম্ভব শান্তিতে এদের রাখতে চেষ্টা করব আমি।'

বিভা পাখিদুটোর দাম ঠিক না করেই আগেই নিজেকে এ-রকম ভাবে ব্যক্ত করে দিলে!

বোধ করি তার চোখ দুটো খুব বিস্ফারিত, উচ্ছ্বাসিত হয়ে উঠে ছিল, চোখে এক-আধফোঁটা জলও জমে ছিল হয়তো।

কাজেই বুড়ো চেপে দাম চাইলে, এ তার বড় চমৎকার পড়তার সময়। এমন একটা সুন্দর খদ্দের [?] সে ছাড়বে-বা কেন?

পাঁচশ টাকার থেকে দাম কমতে-কমতে সাড়ে তিনশ অবদি নামল। এর চেয়ে নিচে ভদ্রলোক নামকে কিছুতেই রাজি হলেন না। কাজেই কিনলে সাড়ে তিনশতে।

তাকিয়ে দেখলাম পাখিদুটো বুড়ো হয়ে গেছে। খুব শিগগিরই মরে যাবে, খুব শখের মানুষ এ—রকম দুটো পাখির জন্য আশি-নব্বই টাকার বেশি দেয় না। দায়ে পড়ে এ-রকম দুটো পাখি অনেক দশ-পনের টাকায় বিক্রি করে ফেলে। কলকাতার চোট্টারা সে চোট্টিই হোক বা চিনেই হোক বা গোয়ানি বাঙালি মালাঙ যাই হোক না কেন এ-রকম পাখি বিস্তর চুরি করে চালান দেয়। তখন তাদের কে পয়সাও মূলধন লাগে না। কিন্তু বিভা কিনলে সাড়ে তিনশ টাকা দিয়ে। অবিশ্যি টাকা দিয়ে আমাদের জীবনের হিসেব হয় না। বিশেষত সুন্দর-সুন্দর পাখি-গুলোকে অমূল্য বলেই বোধ হয়। লক্ষ—লক্ষ টাকা খরচ করেও মানুষ রামধনু-দার কাকাতুয়া তৈরি করতে পারে?

কিন্তু এ-সব হল ভাবজগতের কথা! কিংবা বিভা বুড়ো মুসলমানটিকে যা বলেছে; 'এ পৃথিবীর চারদিককার মানুষদের...আমি।' এও হচ্ছে সেই ভাব-প্রবণ হৃদয়ের সুন্দর স্বপ্ন। কুড়বন্তি-তুমি-আমি সকলের অগোচর এ এক অপূর্ব জিনিস। চারদিককার ছিন্নবিচ্ছিন্ন চূর্ণবিচূর্ণ পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই। কিন্তু বিভা সেখানে চীনের রাজা ও রানীমার শ্রদ্ধাপ্রীতি মাখা মহারানী।

কিন্তু ভাবের চেয়ে বাস্তব যে বিচ্ছিন্ন আমার মত বত্রিশ বছর বয়সের দরিদ্র, সন্দিগ্ধ, জীবনের দুয়ারে-দুয়ারে প্রবঞ্চিত পুরুষ মানুষ তা বিশ্বাস করলেও বিভার মত মেয়েরা তা করে না।

বেশ আশার কথা। জীবন তাহলে আমার মত পুরুষ মানুষ দিয়েই তৈরি নয়। বিভার মত একদল প্রাণী রয়েছে তাহলে। এদের কথা শুনলে কাজ দেখলে, এদের দিকে তাকালেও একটা নতুন রচনা পরিকল্পনার ইশারা পাওয়া যায় যেন। মানুষের জীবনের একান্ত পরিসর ও নিঃসঙ্কোচ বিচিত্রতা বোধ করতে পারি—'বেশ ভাল লাগে।'

ময়নাটার খাঁচা কোন জায়গায় রাখা যায়, কাকাতুয়াটাই-বা কোথায়, কী হলে মানায়, ঘরের শোভা কী করে বাড়ে-দেখলাম এই সব নিয়ে ব্যস্ত।

পুবের জানালাটা খুব বড়। জানালার কপাট আর কাচের শার্সি খুলে দিলে কোনো গরাদের বাধাও থাকে না আর। রোদ আলো অবাধে এসে পড়ে। কলকাতার আধখানা আকাশ ধরা পড়ে যায় যেন। কাকাতুয়ার মস্ত বড় লম্বা খাঁচাটা বিভা ঘরে পুবের জানালার কাছে টাঙিয়ে রাখলে, শীতের সকালে গরম দুধের ফেনার মতন রোদের ভিতর দিয়ে কাকাতুয়াটার চোখে দেখলাম খানিকটা আমেজ এসেছে।

নীল লাল সবজে সোনালি পালকগুলোও ভারি সুন্দর দেখাচ্ছিল পাখিটার। তাকিয়ে-তাকিয়ে মনে হল বিভার এই চমৎকার সাজানো কোণটাকে এই পাখি তাহলে বেশ একটু বিশেষত্ব দিল।

দক্ষিণ দিকের জানালার কাছে ছোট্ট তেপয়ের ওপর একটা ভেলভেট গদি ছিল। ময়নার খাঁচাটা সেই গদির ওপর বসিয়ে রেখে দিল বিভা।

কিন্তু ময়নাটার গায়ে শীতের বাতাস লাগছিল বড়।

বিভা তাড়াতাড়ি নিজের ভুল শুধরে নিল। ময়নাটাকেও সে পুবের জানলার গায়ে রোদের মধ্যে টাঙিয়ে রাখল। তারপর বই খুলে পড়তে বসল। মিনিট দুই পড়ে কী যেন কী ভেবে ময়নার খাঁচাটাকে সে নিজের সোফার ওপর এনে বসাল। তারপর খাঁচার দরজা খুলে পাখিটাকে কোলে নিয়ে খুব করুণভাবে তার দিকে তাকিয়ে রইল। পাখিটার দু'পায়ের পিতলের ঘুঙুর খুলে ফেলবার ব্যর্থ চেষ্টা খানিকক্ষণ করলে বিভা। কিন্তু তাতে পাখিটা ব্যথাই পেতে লাগল শুধু, আঙুল বোধ করি মচকে গেছে একবার। ময়নাটা ক্যাঁক করে উঠল। কিন্তু ঘুঙুর খসানো গেল না।

বিভার ইচ্ছে ছিল ময়নাটাকে এই ঘুঙুরের অস্বস্তি ও বেদনার থেকে মুক্ত করে দেবে।

কিন্তু তা হল না। খুব খানিকটা জোর করে সাহস করে টানলে হয়তো বা হয়। কিন্তু ছুঁতে গেলেই পাখিটার পা যেন ভেঙে অবশ হয়ে আসে। পাখিটার কোনো ব্যারাম আছে নাকি! পায়ে হাত দিতে গেলেই পাখিটা যেন কেমন ব্যথা পায়, মুহূর্তেই সমস্ত আঙুলগুলো কেমন কুঁকড়ে যায়, (ময়নাটার) চিড়িক দিয়ে ওঠে। সমস্ত শরীর (ময়নাটার) থর থর কাঁপতে থাকে। যদ্দিন বেঁচে আছে পাখিটা এ-রকম কুঁকড়ে থাকবে? যতদিন বেঁচে আছে ততদিন আর উপায় নেই। বিভা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাখিটা ধীরে-ধীরে একটা ডানা তুলে দিলে। সেই ডানার নিচে নরম মাংস ও চোখের মধ্যে বিভা অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে তাকিয়ে কী যেন দেখতে লাগল।

তারপর ডাক দিল—'সুদর্শন।'

চারকটি এল।

—'আচ্ছা দেখ তো সুদর্শন, কী হল ময়নাটার?'

—'ফোঁড়া হয়েছে।'

—'কী করা যায়!'

—'যেই ফেটে যাবে, অমিন টিস করে মারা পড়বে।'

বিভা নিস্তব্ধ হয়ে রইল।

সুদর্শন—'এটা কোত্থেকে এল দিদিমণি?'

—'কিনেছি।'

—'কত দিয়ে? চার আনা?'

বিভা বললে—'হ্যাঁ চার আনা! চার আনায় চড়াই পাওয়া যায়। ময়না চন্দা কি আর চার আনায় হয়রে?'

—'এ- যে বুড়ো পাখি দিদিমণি।'

—'এই ময়নাটার—'

—'বুড়োর বাবা যে!'

—'তা কী করে বুঝলি তুই?'

—'সেই কাজলপারা রং নেই আর, রঙে ঠিক নেই, কেমন টসকে গেছে দেখুন না। লোম গেছে মরে, তো পালকে পাক ধরেছে। এই দেখুন পাখানার রং কেমন বুড়ো মানুষের গোঁফের মত হয়ে যাচ্ছে।'

—'যাক, ফোঁড়াটা কী করে সারানো যায় সুদর্শন?'

—'ময়নার ফোঁড়া গালতে জানতেন আমার কাকার বেয়াই, যে-কটাই ময়নার ফোঁড়া লেগেছে একটা ভি মরে নি।'

—'সে বেয়াই কোথায়?'

—'সেভি মরে গেছে।'

—'একটা মলম দিলে হয় না?'

সুদর্শন মাথা নেড়ে বললে—'উহু!'

—'কেন হবে না।'

—'মানুষের মলম তো।'

—'হ্যাঁ, বেশ ভাল, সুন্দর ননীর মত, খুব ঠাণ্ডা, পাখিটা আরাম পাবে বেশ।'

—'ও সব পাখির গায় লাগবে না; রক্ত সাঁ করে বিষ মরিচের মত কাল হয়ে যাবে।'

—'একবার টিরিক করে লাফাবে তো!'

—'না কিছু করবার নেই।'

—'ডাক্তার দেখালে হয় না?'

—'পাখির কি ডাক্তার থাকে আর?'

—'তা থাকে। কিন্তু কোথায় আছে তা তো জানি না।'

সুদর্শন উপলব্ধি করে বলে—'তা, কোথায় পাওয়া যায়। সকলেই নিজের ফুর্তি নিয়ে আছে, পাখি ভি আছে পাখির ডাক্তার ভি আছে। কিন্তু একজনের এলাকার থেকে এমন বিশ পনের মাইল দূরে আর-একজনের এলাকা।'

—'একটা বেলের কাঁটা দিয়ে ফুঁড়ে দিলে হয় না?'

—'তা দেবেন না'

বিভার বাবা ঢুকলেন।

চারদিকে তাকিয়ে বললেন, 'পাখি দুটো কিনেছ তুমি তাহলে?'

—'হ্যাঁ।'

—'কত নিলে?'

বিভা ঈষৎ আড়ষ্ট হবে—'সাড়ে তিনশ টাকা।'

—'সাড়ে তিনশ?' ভদ্রলোক বিরক্ত হয়ে বললেন—'কাঁচা টাকা দাও নি তো?'

—'না।'

—'চেক?'

—'হ্যাঁ।'

—'বেশ। ভালই করেছ। টাকা পাওয়াচ্ছি আমি রাসকেলটাকে। 'বিভা উৎসাহিত হয়ে বললে—'কেন, কী করবে তুমি?'

—'আমি এক্ষুণি ব্যাঙ্কে ফোন করে দিচ্ছি, পেমেন্ট বন্ধ করে দিতে। মকবুল?' নিচের থেকে জবাব এল-হুজুর!'

—'গাড়ি বের কর্‌রো।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিচের থেকে জবাব এল-'হুজুর!'

বিভার দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন—'ফোন করেই আমি ব্যাঙ্কে যাচ্ছি। ভাগ্যিস ব্যাঙ্ক এখনো খোলে নি। না হলে এতক্ষণে টাকা নিয়ে কোথায় সটকে পড়ত হারামজাদা।'

বিভা—'বাবা।'

ভদ্রলোক হাঁটতে হাঁটতে থামলেন।

—'ফোন তুমি করো না।'

—'কেন?'

—'ব্যাঙ্কেও যেও না।'

—'যাব না?'

—'নিক! সাড়ে তিনশ টাকা নিয়েছে। কিন্তু ভেবে দেখো এ বেচারা পাখি দুটো যদি আমার কাছে না আসত তাহলে এদের কী রকম বিপদ হত।'

—'বিপদ? কাদের?'

—'পাখিদের।'

—'কী রকম?'

—'এই দেখো, ময়নাটার ডানার নিচে কেমন একটা ফোঁড়া হয়েছে।' বিভা খুব আগ্রহে বেদনায় তার বাবাকে দেখতে লাগল।

ভদ্রলোক একবার তাকিয়ে বললেন—'মরুক সে! ফোঁড়া হয়েছে তো আমার কোন মহাভারত হয়েছে!'

ফোঁড়াটার দিকে তাকিয়ে বিভা—'এতে তোমার কষ্ট হয় না?'

—'এই ময়নার ফোঁড়ার জন্য?'

—'হ্যাঁ?'

ভদ্রলোক একটা সোফায় বসে পড়ে বললেন—'জীবন আমার অতটা শৌখিন এখনো হয়ে ওঠে নি।'

—'এ-রকম করে বিচার করো না বাবা?'

—'আমি জানি এই পাখি দুটো আমার কাছে না থাকলে বড্ড কষ্ট পেত। এই রকম ফোঁড়া নিয়ে শীতের ভিতর পথে-পথে ঘোরা!'

ভদ্রলোক কোনো উত্তর দিলেন না।

কাকাতুয়াটাকে দেখে মনে হয় কতদিন খায় নি যেন।

বিভার বাবা চুপ করে রইলেন।

—'জীবনের নানা কাজেই আমি ভগবানের হাত দেখি। এ দুটো পাখিকে তিনি আমার কাছেই পাঠাতে চেয়েছেন। কেন জানো? তিনি জানেন যে আমি এদের খুব পরিচর্যা করব। যত্ন নেব। বেশ শান্তিতে রাখব এ দুটো পাখিকে।'

—'এই পাখি দুটোর বেলাই তিনি এত কথা ভাবেন! আর কারুর বেলা ভাবনে না কেন?'

—'তা ভাবেন।'

—'কই নমুনা তো দেখি না কিছু!'

বিভা উত্তর দিতে যাচ্ছিল, কিন্তু একটা কাণ্ড হয়ে গেল। ময়নাটা কোন ফাঁকে বিভার কোল থেকে লাফিয়ে কার্পেটের ওপর গিয়ে বসেছে। সকলেই হঠাৎ তটস্থ হয়ে দেখল একটা বিড়াল এসে এক মুহূর্তের ভেতর পাখিটার ঘাড় মটকে সেটাকে নিয়ে ছুট দিল।

সুদর্শন বিড়ালটাকে তাড়া দিতেই ময়না পাখিটাকে কার্পেটের মাঝপথে ফেলে চলে গেল বিড়ালটা।

বিভার বাবা একটু মুচকি হেসে উঠে দাঁড়িয়ে বললে—'ভগবানের বিশেষ প্রিয় ভেবে পাখিটাকে যে ঈর্ষা করেছিলাম সে ঈর্ষার পাত্র তারা নয় শেষ পর্যন্ত?'

বিভা স্তব্ধ হয়ে বসে রইল।

—'পাখি হোক মানুষ হোক, আমাদের সকলের জীবনই সেই ছাঁচে ঢালা। আমরা কেউ কাউকেই ঠকাতে পারি না। পারি কি!'

বিভার মা অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হয়ে ঘরের ভেতর ঢুকে বললেন—'শুনছ?'

বিভার বাবা বললেন—'কী হল আবার?'

—'সুদর্শনটা কী!'

—'কেন, কী করল?'

—'পাশের বাড়ির সেই কেঁদো বিড়ালটা, সেই সোহাগিটাকে এমনি করে মাথায় লোহার ডাণ্ডা মারলে যে সেটা কাতরাতে-কাতরাতে গেল মরে।'

বিভার বাবা বিভার দিকে তাকিয়ে বললেন—'তা আমি এখন হয়তো সুদর্শনকে মারব। তারপর বিভা মারবে আমাকে। এই রকমই।' একটা চুরুট জ্বালিয়ে বললেন—'যাই কাজে যাওয়া যাক। যাক গে, ও-চেকটা ফিরিয়ে এনে কী আর হবে? এই সাড়ে তিনশ টাকা খরচ করে আমি অবিশ্যি বিশেষ কিছু শিখি নি, কিন্তু তুমি বিভা অনেক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিছু শিখলে, এখন থেকে যেখানে-সেখানে ভগবানের হাত বা মঙ্গল-উদ্দেশ্য দেখতে যেও না, নিজে যদি শান্তিতে থাকতে পার তাই যথেষ্ট। পরকে আশ্বাস বা সান্ত্বনা দেবার মতন শক্তি আমাদের কারুরই নেই। কারণ, এদের পরম শান্তি কীসে হবে তার ব্যবস্থা একমাত্র ভগবানই করতে পারেন। ময়নাটাকে, বিড়ালটাকে খুব সুন্দর নিখুঁত শান্তি দিয়ে দিলেন তিনি তাই। এই ময়নাটার ফোঁড়ার শুশ্রূষা করে কতটুকুই-বা শান্তি তাকে তুমি দিতে পারবে বিভা? ভেবে দেখো, তুমি যা দিতে পারতে তার তুলনায় যে গভীর শান্তি পাখিটা এখন পাচ্ছে তা কত বৃহৎ, তা কত মহৎ।'

কাকাতুয়াটার ইতিহাস এই রকম।

ময়নাটাকে বিড়ালে মেরে ফেলবার পর—বিভার আগ্রহ অনেকটা কমে গেল। পাখি দিয়ে ঘর সাজানো, পাখিকে বুলি শেখানো, একটা পাখি পরিচর্যা শুশ্রূষা, তাকে শান্তির ভেতর রাখা, এইসব উদ্দেশ্য নিয়ে বিভার যে সুন্দর ঐকান্তিকতাটুকু ফুটে উঠেছিল-মেসের জানালা দিয়ে তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখছিলাম আমি, তা যেন কেমন এলোমেলো হয়ে গেল। ময়নাটা মরে কার্পেটের ওপর পড়েছিল; বিভা সেটাকে আস্তে-আস্তে তুলে এনে নিজের কোলের ওপর রাখাল। পালকে পালকে যেখানে যেখানে রক্ত লেগেছিল নিজের হাত দিলে, কুঁজোর ভেতর থেকে একটা কাচের গেলাসে খানিকটা জল গড়িয়ে নিয়ে জমাট রক্তের চাঙড়গুলো ধুয়ে ফেললে, তারপর তার পূর্বদিকের জানালার কাছে গিয়ে গেলাসের বাকিটুকু জলে পাখিটার সমস্ত শরীর খুব আস্তে আস্তে ধুয়ে নিজের গরদের শাড়ির আঁচল দিয়ে খুব মমতার সঙ্গে মুছল। তেপয়ের ওপর ভেলভেটের গদিতে পাখিটাকে রেখে খানিকক্ষণ চুপচাপ তার দিকে তাকিয়ে রইল।

তারপর টেবিলের ওপর একটা প্যাড নিয়ে অনেকক্ষণ বসে কী যেন লিখল।

এই অবসরে আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

জেগে উঠে দেখলাম সোফার উপর বিভা ঘুমুচ্ছে আর ময়নাকে তেপয়ের থেকে কার্পেটের ওপর নামিয়ে নিয়ে একটা বিড়াল চুপচাপ বসে আছে।

দেখলাম পাখিটার মাথা নেই, যতদূর চোখ যায় ময়নার মাথাটা কোথাও আবিষ্কার করতে পারলাম না।

জানি না কী হয়েছে, ঐ বিড়ালটাই খেয়ে ফেলল নাকি? এটা সেই সোহার্গি বিড়ালটা নয়। খুব সম্ভব রাস্তার বিড়াল। সারা শরীর নোংরা, লিকলিকে, মুখে হাঁড়ির কালি লেগে রয়েছে। আমাকে দেখেই বিড়ালটা সন্ত্রস্ত হল, ঝপ করে পাখিটাকে মুখে বাগিয়ে নিয়ে মুহূর্তের ভেতর অদৃশ্য হয়ে গেল।

খুব শীত পড়েছিল, বড্ড বাতাস। ই বি রেলওয়েতে কিছুদিন কেরানির কাজ করেছিলাম একবার। সে প্রায় ছ-সাত বছর আগের কথা। তখন বেশ সস্তায় একটা ওভারকোট কিনেছিলাম চোরাবাজার থেকে। কোটটা গায় দেবার সময় অনেক সময়ই অবাক হয়ে ভাবতাম এ কুষ্ঠরোগীর গায়ের কোট না যক্ষ্মারোগীর। কিন্তু যখনই শীত পড়েছে, বা বাদলের বাতাস বড্ড কনকনে হয়ে উঠেছে, তখনই এই কোটটা গায় দেই আমি। বেশ উপকার পাই। যক্ষ্মা বা কুষ্ঠ আপাতত হয় নি, কোনোদিন হবে না বলেই আশা করি।

দেয়ালের গায়ে একটা কাঠের র‍্যাকের থেকে ওভারকোটটা তুলে নিয়ে গায় দিলাম। চুল আঁচড়ে জুতো পায় দিয়ে জানালার ভেতর দিয়ে একবার তাকালাম। সন্ধ্যা হয়ে গেছে। কিন্তু বিভা তখনো ঘুমে। বেরিয়ে পড়লাম আমি।

অনেক রাতে ফিরে এসে দেখি বিভা আলো জ্বালিয়ে একটা বই হাতে করে বসে আছে। কিছু প্রায়ই বই-র থেকে চোখ তুলে তেপয়ের দিকে তাকায়। ময়নাটা যেখানে মরেছিল কার্পেটের সেই জায়গাটুকু নজর করে দেখে, সমস্ত ঘরের আনাচেকানাচে বিমূঢ় হয়ে চোখ বুলিয়ে নেয়। তারপর ময়নার শূন্য খাঁচাটার দিকে তাকিয়ে থাকে।

তারপর আবার বই-এর দিকে মন দেয়।

এ চার-পাঁচ ঘণ্টা আমি এখানে ছিলাম না। ঘুমের থেকে উঠে বিভা যখন দেখল ময়নাটা নেই তখন সে কী করল! সুদর্শনকে ডেকেছিল বোধ করি? বিভার বাবাও এসেছিলেন হয়তো। এসে নতুন কিছু উপদেশ দিয়ে গেছেন মনে হয়। বিভার মার সঙ্গে এ বিষয়ে কথা হয়েছিল কি? বিভার? তিনিই বা কী বললেন? মেয়েটি এখনই-বা ঘাড় হেঁট করে ভাবছে কী?

একটা চুরুট জ্বালালাম।

জানালার পাশে আমার ডেকচেয়ারটা টেনে নিয়ে বসা গেল। অবাক হয়ে ভাবলাম কী করে আজ দুপুরবেলা সেই হাঁড়িপানা নেড়ি বিড়ালটা এসে বিভার মরা পাখিটাকে চুরি করে নিয়ে গেছে, বিভাকে বলব কি তা? থাক।

যদি বলতে যাই-বিভা হয়তো মনে করবে বিধাতার মত অলক্ষ্যে থেকে আমিও তার সমস্ত জীবনের খুঁটিনাটি লক্ষ্য করছি। এ তার ভাল লাগবে না। তার ওদিককার জানালাটাকে হয়তো তাহলে এরপর থেকে সে বন্ধ করেই রাখবে। কিংবা একটু ভেলভেটের পর্দা দেবে টেনে। এতে আমাদের জীবনেরই খুব ক্ষতি হবে। বিভার ক্ষতি হবে এই যে তার সম্বন্ধে ডায়েরি লেখা আমার আর সম্ভব হবে না। এতে সে ক্রমে-ক্রমে অজ্ঞেয়ের অন্ধকার চলে যাবে। পৃথিবীর কাছে হয়ে থাকবে সে মৃত, অসাড়। তার মূল্যবান জীবনের গল্প পড়ে কিছু চিন্তা করবার আনন্দ পাবার সুযোগটুকু কেউ আর লাভ করতে পারবে না। আমার নিজেরও আরো একটা বিশেষ ব্যক্তিগত ক্ষতি হবে। সমস্ত দিন, সমস্ত রাতের ব্যর্থতা ও গ্লানির ফাঁকে-ফাঁকে এই মেয়েটির দিকে আমি তাকাই, তার কথা শুনি। কাজ দেখি। ঐকান্তিকতা ও আগ্রহ লক্ষ্য করি, যে-সব জীবনের আশ চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেছে, স্বপ্ন ভস্মসাৎ, যাদের বেদনার কূলকিনারা নেই, এক সময় ভগবান তাদের অমানুষিক অস্তিত্ব দিয়ে মানজীবনের মেরুদণ্ড তৈরি করে। (তা তৈরি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করে হয়তো) আমার জীবনের গত পঁচিশ বছর বয়সের মধ্যে বিভার মত মেয়ের সংস্পর্শে আমি আসি নি। একদিনের জন্যও না। কিন্তু এই তিন-চার মাস হল এর সম্পর্কে এসে অব্দি মানবজীবনের মেরুদণ্ডের কথা আমি ভাববার অবসর পাই না আর। জীবন দেবতার অন্ধ খেলা মাঝে-মাঝে মনের ভেতর উঁকি দেয় মাত্র। প্রশ্ন কমে এসেছে, সন্দেহ কমে এসেছে, তিক্ততা তত নেই আর; যে-সব জিনিস জীবনকে কষ্ট দেয়। পীড়িত করে মনকে, ম্রিয়মাণ করে রাখে, এক এক মুহূর্তে সেগুলোকে বড্ড অসত্য বলে মনে হয়। খুব অন্ধকারের ভেতর গভীর শীতের মধ্যে নিজের বিছানায় শুয়ে-শুয়ে ভাবি পাশের বাড়িতে খুব কাছেই বিভাও শুয়ে রয়েছে। একজন ভুঁড়ো মোটা মাড়োয়ারিও তো এখানে শুয়ে থাকতে পারত, কিংবা আর-একটা বুভুক্ষু মেস পারত এখানে আড্ডা গাড়তে। কিন্তু তা করে নি। সে-সবের বদলে এ মেয়েটির দৈনন্দিন জীবন দিনের পর দিন ওখানে গড়ে উঠছে ময়না নিয়ে, কাকাতুয়া নিয়ে, নানারকম ভরসার কথা, আশার কথা, হিশাবহীন হৃদয়াবেগ, অকুণ্ঠিত বিশ্বাস নিয়ে। একদিন পৃথিবীর সমস্ত বস্তি যদি ক্ষয় হয়ে যায় তাহলে নতুনতর জীবন গড়বার মত পরিকল্পনাকে বিভার মত মেয়েরা খুব সাহায্য করতে পারবে, অন্তত তাদের আগ্রহ ও আশা দিয়ে। এই সব কথা ভাবি আমি, আগে কোনোদিন ভাবি নি। দেখেছি, এরকম চিন্তার খুব প্রয়োজন ছিল আমার জীবনে। এই রকম সব চিন্তা ও কল্পনা ও বিভার মত নারীর নিভৃত পরিচয়, এই সবের খুব প্রয়োজন ছিল।

বিভা অনেক রাত অব্দি আলো জ্বেলে পড়ছিল, সারা দুপুর ঘুমিয়েছে বলেই হয়তো রাতে ঘুমের আর দায় নেই বেশি তার। আমিও সমস্ত দিন ঘুমিয়েছি। ঘুম পাচ্ছিল না, নিচের থেকে গিয়ে ভাত খেয়ে এলাম। ঠাণ্ডা বালাম চালের ভাত, ঠাণ্ডা কড়ায়ের ডাল, পানসে কনকনে ট্যাংরা মাছের ঝোল। কাজেই চুরুটের গরমের দরকার ছিল। জ্বালিয়ে জানালার পাশে ডেকচেয়ারে বসলাম।

সুদর্শন বিভার জন্য গরম কফি নিয়ে এল। আমারও এই জিনিসের দরকার, এমন শীতের রাতে কফি এখন বেশ লাগত, কফির পেয়ালা পাশে রেখে মোম জ্বালিয়ে খবরের কাগজ পড়া যেত। এই মেয়েটির কাছে চাইলে নিশ্চয়ই সেই আমাকে এক পেয়ালা দেয়; দিয়ে কৃতার্থ বোধ করে, হয়তো তার ডায়েরিতে লিখে রাখে, তারপর অনেক রাতে। একটা খুঁটিনাটি জিনিসের বিস্ময়টুকু মন্দ নয়, ডায়েরিতে লিখে রাখবার মত। পাশের বাড়ির গরিব গৃহস্থ ভদ্রলোককে এক পেয়ালা গরম ফকি পাঠিয়েছিলাম, রাত বারটায়। সুদর্শন গিয়ে দিয়ে এসেছিল। যা কনকনে ঠাণ্ডা পড়েছে এবার কলকাতায়; কফি খেতে বেশ আরাম। যারা এত রাত অব্দি জাগে এ জিনিসের খুব একটা বিশেষ দরকার আছে তাদের। ভদ্র-লোকের নিজের কফি হয়তো ফুরিয়ে গিয়েছিল, কিংবা তার স্ত্রী হয়তো এত রাতে করে দিতে রাজি হন নি। কাজেই আমার কাছে তিনি চাইলেন। জিনিসটা বেশ ভাল লাগল আমার। দিয়েও বেশ তৃপ্তি হল। আমাদের পরস্পরের ভেতর কোনো সুযোগ না থাকই ভাল, যার যা অভাব মুখ ফুটে যদি বলে তাহলে পৃথিবীর গোলমাল ঢের কমে যায়। পরস্পরকে সাহায্য করবার জন্য আমরা পৃথিবীতে এসেছি। আশা করি কাল রাতেও ফকির দরকার হবে। অত রাতে তার স্ত্রী করে দিতে চাইবেন না হয়তো। সব স্বামী বা সব স্ত্রীই পরস্পরের জীবনের প্রয়োজনীয়-তাকে সব সময় খুব শান্তভাবে উপলব্ধি করে দেখতে চায় না, কিংবা ভদ্রলোক হয়তো কফির টিন কিনতেও ভুলে যেতে পারেন। কিংবা কত রকমই তো হতে পারে। যাইহোক, তার যদি দরকার হয়, আমাকে একটু জানালেই সুদর্শনকে দিয়ে পাঠিয়ে দিতে পারি। এ তাঁর জানানো উচিত। ভদ্রলোকে দেখতে কেমন আমি তাকিয়ে দেখি নি। কিন্তু এত রাতে এক পেয়ালা কফির জন্য একজন মহিলার কাছে তিনি যে নিবেদন জানাতে পেরেছেন সেইজন্য তাকে আমার ভাল লেগেছে। মেয়েদের ওপর এ পুরুষটির যেন বেশ বিশ্বাস আছে তাহলে। আমাদের দেশের পুরুষরা যা সন্দিগ্ধ ও কুণ্ঠিতভাবে, অপরিচিত মেয়েদের কাছে খুব প্রয়োজনীয় প্রার্থনা জানাতে গেলও তারা দিয়ে লাঞ্ছনা করছে শুধু। আমাদের সম্বন্ধে এমনি হীন ধারণা তাদের। এ-রকম স্থলে এ-পুরুষটির সাহস ও বিশ্বাস, মেয়েদের প্রতি শ্রদ্ধা বিচার বেশ ভরসার জিনিস। আমার মনে হয়, ইনি বুড়ো মানুষ। আমাদের দেশের যুবকেরা মেয়েদের সম্পর্কে এ-রকম নিঃসঙ্কোচ স্বাধীনতা প্রকাশ করতে ভয় পায়, অনেক অপ্রাসঙ্গিক কথা ভাবে। এর মানে হচ্ছে, তারা নিজেরাই যথেষ্ট ভীরু। মনের ভেতর নানারকম গ্লানি ও কলঙ্কও রয়ে গেছে তাদের। এসবের হাত থেকে আমরা মুক্ত হব কবে? জানি না। কিন্তু এ-রকম হতাশার সুর নিয়ে আজকের ডায়েরি আমি শেষ করতে চাই না। আশা করি শিগগিরই মুক্ত হব। জীবনের নানা কাজেই আমি ভগবানের হাত দেখি; ভগবানের মঙ্গলে আমি বিশ্বাস করি। বাবা যদিও এই নিয়ে আজ আমাকে ঠাট্টা করেছেন, কিন্তু আমি জানি তিনি নিজেও আন্তরিকভাবে আমার মতনই বিশ্বাস করেন যে একদিন সকলেরই সব রকম শুভ হবে। সেদিন খুব দূরে নেই।

রাত বারটা। কলকাতা।

এরকমই হয়তো লিখত মেয়েটি।

কফি খাচ্ছিল, ট্রের একটা টি-পট, পাশেই একটা প্লেটে কয়েকখানা বিস্কুট ও কেক। কেক সে ছুঁলেও না, একখানা বিস্কুটের এক কিনারা কামড়ে রেখে দিল শুধু, কিন্তু এক পেয়ালা কফি ফুরলে আর-এক পেয়ালা ঢেলে নিল। তারপর আরো এক পেয়ালা আন্দাজ ঢেলে নিয়ে পাশে রেখে দিল। কিন্তু সেটুকু খেতে ভুলে গেলে সে, কফির পেয়ালা ঠাণ্ডা হয়ে গেল, বিভার মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হচ্ছিল। কেক বিস্কুট পড়ে রইল। এসব জিনিস খাবার কোনো চাড় নেই যেন কারুর এ পৃথিবীতে।

চাইলে সে এ-মুহূর্তেই সমস্ত ধরে দেয়। সারাদিন আজ খেয়েছিই-বা কী? বিকেলে এক কাপ চা খেয়েছিলাম। অযথা পয়সা খরচ হবে বলে এক পয়সার ডালমুট কিনে খেতেও ভরসা পাই নি। রাতে ফিরে এসে মেসের ভাত রুটি খেয়েছি কর্তব্যবোধে। খাবার আনন্দ হচ্ছে আলাদা জিনিস। অনেকদিন তা বোধ করি নি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইচ্ছে হয়, বিভাকে জানাই এসব কথা। তারপর কেক-বিস্কুট আর কফির পেয়ালা আমার এখানে এনে এই জানালাটা আবডাল করে নিরিবিলি একটু বসি কিছুক্ষণ।

পৃথিবীতে এই একটি মেয়েই যেন যে এই কাজে আমাকে সবচেয়ে বেশি সাহায্য করত। সবচেয়ে বেশি সমবেদনা দিয়ে ভাবতে গেলেও যে শান্তি। কিন্তু তবুও তাকে বলতে পারা যায় না কিছু।

চুরুট জ্বলতে থাকে।

মেসের বাতি নিভিয়ে দিয়েছে অনেকক্ষণ, বিভারটা জ্বলছে এখনো। তাকিয়ে দেখলাম কফির পেয়ালাটা তেমনি পড়ে আছে। খেল না আর তাহলে সে? না খেল বিস্কুট, না খেল কেক। সুদর্শন খাবে হয়তো? ভাবতে গেলে বড্ড তামাশা বোধ হয়। বিভাদের বাড়িতে খানসামার কাজ নিয়ে থাকলেও জীবনটা যেন নরম হয়ে উঠত এখন যা আছে তার চেয়ে?

কাকাতুয়াটা কোথায়? চারদিকে তাকাই। কিন্তু না দেখি পাখিটাকে, না দেখতে পাই খাঁচাটা। কাকাতুয়ার খাঁচাটা তো ঐ পুবের জানালার কাছে ছিল। কিন্তু সেখানে নেই। কোনো দিকেই নেই যেন।

এত বড় একটা রঙচঙা পাখি ঘরের একটা অস্পষ্ট কিনারে থাকলেও ধরা পড়ে যেত। কিন্তু কই, পাখিটাকে কোথাও খুঁজে পাই না তো? ময়নার মত এটাও বিড়াল কুকুরের হাতে শেষ হয়ে গেল নাকি? না, বিভা কাউকে দিয়ে দিয়েছে? না, এ বাড়ির অন্য কোনো কোথাও রয়েছে? তাই সম্ভব।

অনেকক্ষণ পরে বিভা উঠে দাঁড়াল।

ধীরে-ধীরে তেপয়ের গদির ওপর একটা স্তূপীকৃত কম্বলের একটুখানি কানাতে উঁচিয়ে খুব মমতার সঙ্গে করুণার সঙ্গে তাকিয়ে দেখল। একটা উজ্জ্বল নীল পালক আমারও চোখে পড়ে গেল। পাশেই বেগুনি গোলাপি দুটো পালক। কাকাতুয়াটা।

গদির ওপর খাঁচা চড়িয়ে কম্বল ঢেকে রেখে দিয়েছে বিভা। শীতের রাত কিনা। একরকম ঢাকা পড়েছিল বলেই এতক্ষণ দেখতে পাই নি।

বিভা চলে গেল ঘুমোতে।

চলে যাবার সময় বাতি নেভাতে গেল ভুলে। এ-রকম মনের ভুল করে সে। এতে এদের কারুর কিছু ক্ষতি নেই, ইলেকট্রিক, কর্পোরেশনের লাভই আছে বরং।

কেক-বিস্কুট কফি পড়ে আছে-যে-কেউ নিয়ে যেতে পারে। চুরুট টানতে-টানতে ভাবি চড়াইয়ের মত হলে বেশ হত। আমার এ জানালার গরাদের ভেতর দিয়ে উড়ে একেবারে গিয়ে পড়তাম বিভার ছোট্ট টি-টেবিলটুকুর ওপর। তারপর যা নিরবচ্ছিন্ন সার্থকতা তা চড়াইই জানে আর চড়াইর ভুবন-বিধাতাই জানেন।

গোটা দুই ইঁদুর গিয়ে বিভার টি-টেবিলের ওপর উঠেছে। কেক-বিস্কুট কফির পেয়ালা, আশেপাশে সোফার গদি, মেঝের গায় বিচিত্র কার্পেট, মাথার ওপর বিদ্যুতের বাতি, এ সব বিলাস উৎসব শহরের অনেক ইঁদুরদের জীবনে আছে।

দু-তিনটা দিন কেটে গেল।

কাকাতুয়াটা মাঝে-মাঝে বড্ড চিৎকার করে। বিভা ত্রস্ত হয়ে লাফিয়ে উঠে দেখতে যায় কী হল পাখিটার। কিছু হয় নি, এর বন্ধনকে এ পছন্দ করে না।

কাকাতুয়ার চিৎকার জীবনে এই প্রথমই শুনছি এক রকম। এ-রকম বড় জাতের রঙিন কাকাতুয়াও এই প্রথমই দেখছি। শুনেছিলাম আলিপুরের চিড়িয়াখানায় এ-রকম কতকগুলো বড় বড় উজ্জ্বল, অবর্ণনীয় কাকাতুয়া এসেছে, সেগুলোকে পিভটে করে পায় শিকলি বেঁধে মাঝে-মাঝে একটা গাছের নিচে নাকি আনা হয়। তাছাড়া ছোট-বড় মাঝারি নানা রকম কাকাতুয়া নিয়ে একটি কাকাতুয়ার ঘরই নাকি তৈরি হয়েছে চিড়িয়াখানায়। কিন্তু চিড়িয়াখানায় আমি বছর দশেকের ভেতর যাই নি।

বিভার কাকাতুয়াটা যখন মোলায়েমভাবে নালিশ করে তখনো ডানপিটে শিশুর চিৎকারের চেয়ে একটুও কম নয়। বড্ড অতিষ্ট করে তোলে মেয়েটিকে। আর যখন রাগে বিদ্রোহ, কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে চিৎকার করতে থাকে পাখিটা তখন এক-একবার ভয় খেয়ে চমকে উঠতে হয়। সেই দশ-বার বছর আগে চিড়িয়াখানায় নিবীর্য সিংহের গর্জন শুনে যেমনি হতাশ হয়েছিলাম, এ পাখির নিঃসঙ্কোচ স্পষ্ট প্রতিবাদের বোমাবারুদের মত আওয়াজ শুনে তেমনি বিস্মিত হয়ে বসে থাকি। চিড়িয়াখানার সিংহের গর্জনের যা নমুনা পেয়েছিলাম তার চেয়ে এদের বেশি সতেজ-ঢের বেশি সজীব। অন্যমনস্ক অবস্থায় হঠাৎ শুনলে যে কোনো মানুষের মনে হৃদকম্প জাগতে পারে।

বাস্তবিক পাখির গলা যে এ-রকম হতে পারে এ আমার কোনদিন জানা ছিল না।

বড় পাখিদের মধ্যে দেখেছি চিল, দুপুরের আকাশে গোল হয়ে ঘুরে-ঘুরে চিলের আওয়াজ কেমন যেন উদাস ও কাতর। আর শুনেছি শকুনের গলা, সেও খুব ওপরের আকাশ থেকে ডাকছে। পাড়াগাঁর দুপুরে, কেমন একটা বিজন বিভীষিকা মাখানো, কখনো-বা মৃত্যুগন্ধী কাব্যের স্পন্দন, জীবননদীর পারে বৈতরণীর তরঙ্গের প্রতিঘাত এই রকম সব। আভাস পেয়েছি সে-আওয়াজের ভেতর। কিন্তু এদের কারুরই আওয়াজ গর্জনের মত নয়। এ কাকাতুয়া যেন ইউগাণ্ডার জঙ্গলের সিংহের মত।

বিভা স্তম্ভিত হয়ে বসে থাকত।

তাকিয়ে দেখতাম, কাকাতুয়াটা তার খাঁচার লোহার এক-একটা শলা ঠোঁট দিয়ে কামড়ে কেটে ফেলার কী দুর্দান্ত চেষ্টা করছে। যখন কিছুতেই কোনো কিছু কিনারা করতে পারছে না আর গলা ছেড়ে হুঙ্কার দিয়ে উঠছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এ পাখি যদি দেখতে এত সুন্দর না হত, যদি এ প্রাণীটি পাখির মতন এমন সুন্দর জীব না হত তাহলে পৃথিবীর সমস্ত হিংসা, রাগ, বিদ্বেষ ও রক্তাক্ততা যেন এখানে মূর্তি নিয়ে দাঁড়িয়েছে এ মনে করা খুব সহজ হত, এর চেহারা বিকৃত হলে এর সম্বন্ধে ঢের বীভৎস ও ভয়াবহ রোমহর্ষক কথা ভাবতে পারতাম; সে খুব স্বাভাবিক হত। কিন্তু এ পাখি, এবং খুব সুন্দর পাখি বলে একে এক সময় ধর্ষিতা উন্মত্ত মান্দারিন মহিয়সী বলে মনে হয়।

পাখিটা যখন ঠোঁটের ধারে কিংবা পাখনার ঝটপটানিতে কিছুতেই চারদিক-কার লোহার শিকগুলোকে ভেঙেচুরে ঝাড়াঝাপটা করে ফেলতে পারে না, তখন অসীম অন্ধকার রাগে বিদ্রোহে ও হিংসায় নিজের পাখনা নিজেই কামড়ে ছিঁড়ে ফেলতে থাকে।

টুকরো টুকরো রঙিন পালক খাঁচার নিচে মেঝের ওপর খুলে পড়ে। কখনো-বা নিজের বুক আঁচড়ে কামড়ে রক্তাক্ত করে ফেলে ফোঁটা ফোঁটা রক্তে এর বুকের গোলাপি রোম, মখমলের মত কোমল ননীর রঙের মত পালকগুলো ভিজতে থাকে।

বিভা অত্যন্ত ব্যথিত হয়ে বসে থাকে।

কিন্তু কী করবে সে? কোনো উপায় নেই। এর এ-রকম অন্ধতার মুহূর্তে এ পাখিটা কিছু খায় না। কোনো রকম আদরই গ্রাহ্য করে না, এ মেয়েটি ওকে যত-রকম সান্ত্বনা ও আরাম দেবার চেষ্টা করে সবই সে অত্যন্ত কঠিন গর্জনে গর্জনে প্রত্যাখ্যান করে। বিভার আঙুল বা হাত কামড়ে চিরে ফেলতে এই পাখিটি খুব ভালবাসে; মাঝেমাঝে বাগে পেয়ে এই কাকাতুয়া যেন তার জীবনের সমস্ত শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসকে সাক্ষী রেখে মেয়েটিকে ক্ষতবিক্ষত করে ফেলার জন্য উদগ্রীপ হয়ে এগিয়ে আসে। তারপর আসে কাকাতুয়াটার অবসাদের মুহূর্ত, নড়েও না, চড়েও না, চুপচাপ হয়ে খাঁচার এক কোণে পড়ে থাকে। এই সময়টা বিভা সব চেয়ে কষ্ট পায় বেশি, কিন্তু কাকাতুয়াটাকে নিয়ে সে কী যে করবে বুঝে উঠতে পারে না।

বিভার বাবা এসে এক-একবার বললেন,—'আঃ, এত ঝামেলা কিসের রে বাপু।'

—'কাকাতুয়াটা'—

সোফায় বসে ভদ্রলোক বলেন—'খাঁচার শিক কাটতে চাইছে বুঝি?'

—'তাই চাইবেই তো।'

—'চাইবেই তো, আমিও তো চাই।'

—'তুমি চাও? তোমার আবার খাঁচা কোথায়? এই বাড়িটা?'

বিভা তামাশা পেয়ে হাসে।

—'বাড়িটা নয়—এই জীবনটাই তো আমাদের খাঁচা।'

—'জীবনটা খাঁচা?'

বিভা ক্ষুব্ধ হয়ে বলে-'কী যে বলো তুমি বাবা!'

এর কোনো উত্তর দেন না।

বিভা—'আচ্ছা সত্যি করে বলো, তুমি কি মনে কর জীবনটা আমাদের, খাঁচা?'

—'খাঁচাই তো।'

বিভা একটু চুপ থেকে বললে—'কিন্তু আমি জানি তুমিও তা বিশ্বাস কর না, আমিও না।'

—'এই কাকাতুয়াটার অবস্থা আগাগোড়া ঠিক আমাদেরই মত।'

—'কী রকম?'

—'এমনি করেই জীবনের বিরুদ্ধে আমরা অসভ্যতার পরিচয় দেই। দেওয়াও উচিত, জীবনটা আমাদের চেয়েও অসভ্য।' ভদ্রলোক প্রতিবাদী মুখ তুলে ভ্রূকুটি করে একবার পাখিটার দিকে তাকান, ভুরু উসকে বিভার দিকে তাকান তারপর। ডান ভুরু কপালে তুলে পাখিটার দিকে তাকান আবার, ভ্রূকুটি করে ফের বিভার দিকে তাকান তারপর।—'তুমি এখনো মানুষ হতে পেরেছ কি বিভা?'

—'তবে কি!'

—'এখনো প্রজাপতিও তো হতে পার নি।'

বিভা কৌতূহল মাখা হাসি নিয়ে বাবার দিকে তাকাল।

—'এখনো তুমি গুঁয়োপোকার মতন রেশমের গুটির ভেতর।'

বিভা একটু হেসে বললে—'অতটা আরাম ঠিক নেই।'

—'কিন্তু আমার চেয়ে আরামে আছ, আর এই পাখিটার চেয়ে?'

—'এই পাখিটার চেয়ে ঢের শান্তি আমার সে কথা আমি স্বীকার করি। কিন্তু আমার একটুও বেশি শান্তি নেই। সে কথাও আমি স্বীকার করি।'

—'এই পাখিটার চেয়ে তোমার একটুও বেশি শান্তি নেই?'

—'কোনো মানুষেরই নেই।'

—'কোনো মানুষেরই নেই!'

—'কী করে থাকে? এই দেখ, আমরা প্রত্যেকেই এ-রকম শিক কাটতে চেষ্টা করছি, কিছুতেই পারছি না। এমনি গভীর প্রতিবাদ করছি, শুনছে না, এমনি নিজের জীবনটাকে নিষ্ফলতার ফাঁকে-ফাঁকে আঁচড়ে কামড়ে খিচড়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফেলছি, অন্য কারুর তাতে কিছু এসে যাচ্ছে না। তারপর অবসন্ন হয়ে জীবনের এক কোণে ঘাড় হেঁট করে পড়ে থাকছি। পাখিটার বেলা তুমি বরং এইসব তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখছ। মাঝে মাঝে সান্ত্বনা দিতে যাচ্ছ। নিজে অন্তত বেদনা পাচ্ছ। কিন্তু আমাদের বেলা তোমার তমন সমবেদনাপরায়ণ বিলাসী শৌখিন তৃতীয় ব্যক্তিকে হাতের কাছে কোথাও হাতড়ে পাচ্ছি না।'

—'দূরে হয়তো থাকতে পারে, কিংবা নাও থাকতে পারে। কিন্তু তাতে কী এসে যায়? কাছে থাকলেও-বা কী এগত? খাঁচার জীবন কাবার করে দিয়েছি প্রায়, সকলকেই কাবার করতে হয়। কেউ-বা ময়নার মতন টিরিক টিরিক করে নেচে শিস দিয়ে দেয় ফুঁকে, কেউ-বা এই কাকাতুয়াটির মত বড় গভীর ও অজ্ঞান-তার পরিচয় দেয়।' বলেই তিনি উঠে গেলেন।

বিভা বললে—'শোনো বাবা!'

—'কী।'

—'তুমি যে চট করে উঠে গেলে আমাকে একটা জবাব দেবারও অবসর দিলে না। তুমি যে বললে আমাদের জীবন—'

কিন্তু ভদ্রলোক অপেক্ষা করেন না, পিছন ফিরেও তাকান না, মাথা উঁচু করে সটান চলে যান।

এই রকম অবস্থা।

একটু ঘুরে এসে ভদ্রলোক বলেন,—'ওঃ এখনো দেখছি তুমি মনমরা হয়ে পড়ে আছ মেয়ে? এই কাকাতুয়াটার কথা ভেবে বুঝি?'

—'না, কাকাতুয়াটার কথা ভাবছিলাম না।'

—'তবে?' ভদ্রলোক একটা সোফায় বসে বললেন—'অবিশ্যি ভগবান আছেন, তিনি কেন থাকবেন না? তাঁর মঙ্গলও সর্বত্র।'

বিভা মেঝের কার্পেটের থেকে কুণ্ঠিত আঁচল তুলে কাঁধের ওপর আস্তে-আস্তে সাজিয়ে রাখে।—'তবে কেন ঐ কথা বলে দিলে যে—!'

—'ঠাট্টা করে।'

—'তাহলে তুমি বিশ্বাস কর যে—'

—'খুব গভীরভাবে বিশ্বাস করি। না করে উপায় আছে?'

ভদ্রলোক—'আমাদের প্রত্যেক মানুষের জীবনে প্রতি পদক্ষেপেই তো দেখতে পাই তিনি আমাদের রক্ষা করছেন, সান্ত্বনা দিচ্ছেন, শান্তি ও কল্যাণের জগতে আমাদের সকলকে নিয়ে চলেছেন।'

বিভা নড়ে-চড়ে সোফার ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে বসে। বোঝা যায়, মেয়েটি খুশি হয়েছে। এও বোঝা যায়, মেয়েটিকে খুশি করবার জন্যই এ ভদ্রলোকটি এত কথা বললেন। খুব স্পষ্ট বোঝা যায় তিনি নিজে এসব বিশ্বাস করেন না। ময়না পাখিটার মৃত্যুর ব্যাপার নিয়ে ভদ্রলোকে যে নিবিড় বর্ণচোরা বিদ্রূপ করেছিলেন সেই কথা মনে পড়ে। এর জীবন সম্বন্ধে কৌতূহল জন্মে। অবাক হয়ে ভাবি এত বিষয় ও বিলাসের অধিকারী হয়ে এর এ তিক্ততা কেন?

ভদ্রলোকে—'এ পাখি বা এর খাঁচার সঙ্গে আমাদের জীবনের কোনো তুলনা চলে না।' উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—'বিধাতার সৃষ্টিতে জীবনটা হচ্ছে একটা আনন্দের ব্যাপার।' এক পা এগিয়ে বললেন—'বিশেষত মানুষের জীবন।' একটু হেঁটে বললেন, 'এ যেন একটা আশীর্বাদ। হাঁটতে-হাঁটতে বললেন—'মানুষ তার জীবনের এ পরম আশীর্বাদ যেন চারদিককার কুকুর বিড়াল পাখি পতঙ্গের ওপর ছড়াতে পারে। সে যে একটা কত বড় সার্থকতা, বিভা! বলেই মেয়েটির মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলেন সে তার স্বাভাবিক আশা ও উচ্ছ্বাস ও আগ্রহের ভেতর দিয়ে এসেছে। ভদ্রলোক বেরিয়ে গেলেন।

পরদিন সকালবেলা শীত খুব বেশি ছিল। খুব বেশি ঠাণ্ডা পড়ার দরুনই হোক বা অন্য কোনো কারণেই হোক, কাকাতুয়াটা পুবের দিকের জানালার কাছে খাঁচার ভিতর নিরিবিলি রোদ পেয়েছিল। বিভা নিস্তব্ধ হয়ে একটা বই পড়ছিল।

মেসের বারান্দায় খানিকক্ষণ পায়চারি করে ফিরে এসে দেখি একটি যুবক বিভার ঘরে ঢুকেছে। হাতে তার একখানা বই। যে কয়জন যুবাকে বিভার কাছে আসতে দেখি তার মধ্যে এই একজন, যতদূর বুঝতে পেরেছি এর নাম মোক্ষদাচরণ, বড্ড সেকেলের নাম, কিন্তু নিজে সে এত বেশি একাল ও আগামীকালের জিনিস যে এক-এক সময় তার নামটাকেও যে-কোনো আধুনিক চিন্তা ও কল্পনার সঙ্গে এক পংক্তিতে বসিয়ে সমাদর করতে ইচ্ছে করে। বিভা তাকে মুক্ষিদা বলে ডাকে।

—'তোমাকে এ কদিন দেখি নি কেন মুক্ষিদা?'

—'তা আর জিজ্ঞেস করা কেন?'

—'বসবে না!'

—'বসবার জন্যই তো এসেছি।'

—'দাঁড়িয়ে রইলে যে?'

—'কলকাতার শীত থার্মোমিটারে ফরটি নাইন ডিগ্রিতে নেমেছে।' একটা সোফায় বসল।

—'তাই নাকি? তা হবে, কাল বড্ড শীত শীত লেগেছে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'রাত্তিরে?'

—'হ্যাঁ, কম্বলে মানাচ্ছিল না যেন।'

—'ভেবে দেখ, কলকাতার পক্ষে ফরটি নাইন ডিগ্রি কী ব্যাপার!' বিভা কোনো জবাব দিল না।

—'সেই নাইনটিন থারটির ডিসেম্বরের কথা মনে পড়ে বিভা?'

—'কী হয়েছিল?'

—'থার্মোমিটার একেবারে ফর্টি সেভেন ডিগ্রিতে নেমে গিয়েছিল।'

—'তা হবে।'

—'তোমার যেন এসব বিষয়ে কোনো কৌতূহলই নেই। কেমন খবর দিলাম তোমাকে বলো তো দেখি।'

বিভা কোনো জবাব দিল না।

—'এই বত্রিশ বছরের মধ্যে এ-রকম শীত পড়ে নি কলকাতায়।'

—'সত্যি?'

—'পড়েছিল শুধু এইটটিন নাইনটি নাইনে।'

—'তা, তখন তো তুমি জন্মাও নি মুক্ষিদা এইটটিন নাইনটি নাইনে?'

—'না জন্মালে কী হয়? এ সবের রেকর্ড থাকে।'

—'তা বটে।'

—'থার্মোমিটার ফরটিফোর ডিগ্রিতে নেমে ছিল।'

—'সত্যি?'

—কলকাতায় মাঝে-মাঝে এ-রকম শীত পড়ে কেন বলো তো দেখি।' বিভা একটু ভেবে বললে—'আমার মনে হয় হিমালয়ে খুব বরফ পড়ে বলে।'

—'কোথায়-বা হিমালয়, কোথায়-বা কলকাতা। হাঃ হাঃ হাঃ।'

—'হেসো না।'

—'এই তোমার কালচার!'

ছেলেটি হাসতে হাসতে বললে—'হিমালয় হল গিয়ে তোমার সেই লছমন-ঝোলার পথে, আর কলকাতা হল আদিগঙ্গার পাশে সুন্দরবনের কাছে ডায়মণ্ড হারবারের—'

—'সে-হিমালয়ের কথা আমি বলি নি তো, আমি বলেছিলাম দার্জিলিঙের হিমালয়ের কথা।'

—'আরে, সে যে—হিমালয়ই হোক না কেন, পাহাড়ে বরফ পড়ে বলে কি এখানে শীত।'

—'তবে?'

—'সেই পাঞ্জাব আর ইউ পি-র থেকে শুরু করে মাঝে-মাঝে এমন একটা ঠাণ্ডা ঝড়ের বাতাস বইতে থাকে যে সমস্ত গ্যাঙ্গেটিক ভ্যালি শীতে ঝালিয়ে যায়, কলকাতাও বাদ পড়ে না।

—'তা হবে।'

—'তা হবে বললে চলবে না। এটা মনে করে রেখো।'

—'কী লাভ মনে করে রেখে?'

—'কেন?'

—'শীতের কথা তো আমরা খুব আরাম করে বলি, খুব আরামে কম্বলের নিচে শুয়েও থাকি; কিন্তু এই শীতে কত লোকের কত কষ্ট!'

—'ওঃ, সেই কথা?'

ছেলেটি চুপ করল। বললে—'হ্যাঁ ঠিকই বলেছে, আমি মাঝে-মাঝে কলকাতার ফুটপাতে বেড়াই—'

—'কখন?'

—'অনেকটা রাত অব্দি। কত জিনিসই দেখি। বাস্তবিক মানুষের জীবনটা বড় দুঃখের।' ছেলেটি মাথা তুলে বললে—'বিলেতের কথা মনে পড়ে।'

—'বিলেতের কথা? কবে সেখানে গেলে আবার তুমি!' বলে বিভা একটু হাসল।

—'না, যাই নি। যেতে চাইও না কোনোদিন, ঘোড়ার ডিম হবে গিয়ে। তবে ফিলমে দেখেছি নভেলেও পড়েছি বিলেতের কথা-সেই সবের থেকে ব্যাপারটা কল্পনা করে নিতে পারা যায়, কী বলো, কল্পনা আমাদের এত কম নয়! ওদের অবস্থা কী জানো, আমাদের চেয়েও খারাপ। ওদের গরিবদের কথাই বলছি আমি, লন্ডনের স্লামে যারা থাকে। কারণ, ওটা নিছক শীতের দেশ কিনা। জীবনের যারা হতভাগ্য, শীত তাদের পক্ষে বিষম।' একটু থেমে বললে—'বাস্তবিক জীবনটাই বিষম।' বিভার দিকে তাকিয়ে বললে—'কী বলো তুমি?'

—'তোমার হাতে এটা কী বই মুক্ষিদা?'

—'আমার হাতে? ফেন্টহ্যাটটা মাথার থেকে নামিয়ে সোফার এক কিনারে রেখে মোক্ষদাচরণ বললে—'তা দিয়ে তুমি কী করবে?'

—'কেন?'

—'আমার বইয়ের সন্ধান তুমি কি রাখ?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দু'জনেই কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইল।

বিভা যে একদিন একটা বই ছুঁড়ে ফেলেছিল সেই কথা আমারও মনে পড়ল। এই মোক্ষদারই বই। সেদিন ব্যাপারটা ভাল করে আগাগোড়া দেখতে পারি নি।

বিভা বললে—'তোমার বইয়ের তো অসম্মান করি না।'

—'করই তো?'

—'তুমি নিজে কোনো বই লেখ নি তো।'

—'নাই—বা লিখলাম। কোনোদিন লিখবও না। লিখে ঘোড়ার ডিম হবে। কিন্তু যে-সব বইকে মানুষ নিজের লেখার চেয়েও ভালবাসে—'

বিভা বাধা দিয়ে বললে,—'কিন্তু তোমার সে-বইটা আমার ভাল লাগে নি।'

—'কেন লাগে নি।' ছেলেটি বললে,—'না লাগবার কোনো কারণ তো আমি খুঁজে পেলাম না।'

বিভা ঘাড় হেঁট করে বসে রইল। কোনো জবাব দিল না।

মোক্ষদা বললে—'এলিজাবেথ—এর 'আই হ্যাভ বিন ইয়ং' বইখানা তোমার ভাল লাগে না!'

—'ভাল লাগল না তো।'

—'মেঝের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিলে।'

—'কেমন যেন নোংরা-নোংরা লাগছিল।'

—'নোংরা!'

ছেলেটি চোখ কপালে তুলে দু'মিনিট চুপ করে বসে রইল। তারপর বললে—'এ বছরে সবচেয়ে পরিষ্কার বই ওখানা।'

—'তোমরা তা মনে করতে পার।'

—'না, আমারই শুধু নয়। বিলেতে তোমার চেয়েও ঢের-ঢের ছোট-ছোট মেয়েরা এই কথাই ভাবে।'

—বিলেতে তারা অনেক কথাই ভাবে।'

—'ভাবে যে এখানা এ বছরের সবচেয়ে চমৎকার বই।'

—'ভাবুক।'

—'তাতে তোমার কিছু এসে যায় না।?'

—'না।'

—'কিন্তু আমাদের দেশের মেয়েরা যদি প্রশংসা করত? অবিশ্যি তারা কোনোদিন করবে না। তাদের বই হচ্ছে বঙ্কিমবাবুর চন্দ্রশেখর কিংবা শরৎবাবুর....তারপর নভেলের পৃথিবীটা লোপাট হয়ে গেলেও তাদের কিছু ক্ষতি নেই!'

ছেলেটি হাসতে লাগল।

বললে—'যদি দেশের মেয়েরা লোমণ্ডের বইটাকে খুব প্রশংসা করে তাহলে তোমার ভাল লাগে? স্বাদেশিকতার ধরনটা তোমার এই রকম। কিন্তু দেখো, মাই ডিয়ার বলতে কোনো দেশ-বিদেশ নেই। খুব মূল্যবান কল্পনা বা চিন্তাকে সব সময়ই পুজো করতে হয়। এ বইখানা শক্ত ঠিকই। খুবই মূল্যবান। বহুকাল পরে এক-একখানা এই রকম সুন্দর জিনিস তৈরি হয়।'

বিভা প্রথম কথার উত্তর দিয়ে বললে—'আমি খানিকটা পড়ে দেখেছি। আমার ভাল লাগে নি। আমাদের দেশের মেয়েরা যদি এমন বইয়ের প্রশংসা করত তাহলে বুঝতাম যে তাদের রুচি নষ্ট হয়ে গেছে।'

—'আবার রুচির কথা?'

—'প্রতিবাদ করতাম আমি।'

—'করতে?'

—'রুচি বলতে আমি শ্লীলতা অশ্লীলতা বুঝি না শুধু।'

—'তবে?'

—'যাদের লিখবার খুব গভীর ক্ষমতা আছে তাদের খানিকটা অশ্লীলতাও আমি ক্ষমা করি।'

—'শুনে আরাম হল খানিকটা।'

—'আমি জানি আমাদের দেশের মেয়েরা এটুকুও করে না।'

—'না তা করে না।'

—'কিন্তু আমি ক্ষমা করি। বড়-বড় লেখকদের বিপদ আমি বুঝি। কিন্তু তাদের রচনার মাধুর্য ও গভীরতা এত বেশি যে খানিকটা নোংরামি ও কদর্যতা যেন সমস্তটুকুর সঙ্গে একতারে বাঁধা বলে মনে হয়। হৃদয়কে পীড়া দেয় না। যাদের রুচি এটুকু অব্দিও ক্ষমা না করতে পারে, বুঝতে হবে তাদের উপলব্ধি করবার শক্তিই ঢের কম, বিচার কম, কল্পনা কম [ভবিতব্য] কম।' বিভা চুপ করল।

মোক্ষদাও কোনো কথা বললে না।

বিভা,—'কিন্তু এ বইটার দোষ কী জান'

—'সেক্স-এর বাড়াবাড়ি?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'নভেলে, এ সব আমার ভাল লাগে না।'

—'কিন্তু মারি স্টোপস যদি লেখে।'

—'বুঝি যে কোনো আর্টের বই পড়ছি না, ডাক্তারি পড়ছি। কিন্তু নভেলকে ডাক্তারি ডাক্তারি হিজিবিজিতে ভরে থাকতে দেখলে বড্ড বিশ্রি লাগে। আর্ট নষ্ট হয়ে যায়।'

—'এ বইটার আর্ট খুব অক্ষুণ্ণ।'

—'আমার তা মনে হয় না।'

—আর্ট সম্বন্ধে কোনো ধারণাই তোমার নেই।'

—'টুর্গেনিভের বই তো আমার ভাল লাগে।'

ছেলেটি হো হো করে হেসে উঠল। মোক্ষদা হাসতে-হাসতে বললে—'নভেলের ক্ষেত্রে টুর্গেনিভের এখন আর কোনো স্থান নেই।'

—'নেই?'

—'বুড়ো হেডমাস্টাররা পড়ে হয়তো।'

বিভা চুপ করে রইল।

—'কিংবা তোমার মতন মেয়েরা।'

—'এ আমার বেশ লাগে।'

—'এই তোমার আর্ট?'

—'সে আর্টের পৃথিবী কবে ভেঙে গেছে।'

—'তাও যায় নাকি?'

—'ত্রিশ বছর পরে এই বইখানারই-বা কী মূল্য থাকবে?'

—'এই রকম হয়?'

—'অবিশ্যি বাংলাদেশে না হতে পারে। এখানে এখন চণ্ডীদাস চলে।'

—'থাক। আমি চণ্ডীদাসের কথা বলছি না। কিন্তু আমার ধারণা ছিল একখানা সুন্দর বই বা সজীব কল্পনার জিনিস চিরকালই বেঁচে থাকে।'

এ-কথা শুনে উত্তর না দিয়ে মোক্ষদা বললেন—'লোমণ্ডের বইখানা তোমাকে পড়তে দেওয়াই ভুল হয়েছে।'

—'আর এ রকম দিও না।'

—'আগে যদি জানতাম যে আর্টের সম্বন্ধে তুমি এ রকম বেকুবের মত চিন্তা কর, ভাব, কথা বল—'

বিভা চুপ করে রইল।

মোক্ষদা—'কিন্তু তোমার দোষ দিয়েই-বা হবে কী? আমাদের দেশের মেয়েরাই এ রকম। কোনো নতুন জিনিস গ্রহণ করতে পারে না। কিন্তু চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর পরে তোমার মত মেয়েরাই এ বইটাকে কত যে প্রশংসা করবে। কিন্তু তখন ঠিক যে-বইটার প্রশংসা করা দরকার, সেটাকে করবে ঘৃণা। এদের দুর্বুদ্ধি এই রকম।'

বিভা একটু চুপ থেকে বললে,—'এ বইটাকে আর একটা কারণেও আমার ভাল লাগে নি। সেইটেই হচ্ছে আসল কারণ।'

—'কারণটা জানতে পারি কি?'

—'বইটার কোনো উদ্দেশ্য নেই যেন। জীবনটাকে মনে করে অন্ধকারের মত। তারই ফাঁকে-ফাঁকে ফূর্তি করা আবার অবিমিশ্র বেদনার তরলে ভাসতে থাকা। এ কেমন?'

—'এই রকমই তো জীবন?'

—'এ আমার ভাল লাগে না।'

—'কিন্তু আমাদের জীবন তো এইরকম।'

—'তাও আমি বিশ্বাস করি না।'

—'তুমি তাহলে ভাইকার অব ওয়েকফিল্ড পড়ো।'

বিভা একটু হাসল।

—'আর রবিনস ক্রুশো।'

বিভা—'আমি এক-এক সময় অনেকক্ষণ গভীরভাবে চিন্তা করে দেখি। আমার মনে হয়—'

—'তুমিও চিন্তা কর?'

—'জাজ বেন লিণ্ডসের সার্জনস লাইফ কিছুদিন আগে পড়ছিলাম।'

—'তাও পড়?'

—'আর মরিস হিণ্ডাসের একখানা বই।'

—'হিউম্যানিটি আপরুটেড বোধ করি।'

—'হ্যাঁ।'

—'এ সব বই আমি দুচক্ষে দেখতে পারি না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'কেন?'

—'জীবন সম্বন্ধে কোনো অভিজ্ঞতাই নেই এদের।'

—'তা তুমি কী করে বল?'

—'তা যদি থাকত তাহলে এরা নীরস মন্তব্যের পাট নিয়ে বসত না নিশ্চয়।'

—'তার মানে?'

—'একখানা সার্থক উপন্যাস লিখত।'

—'সকলেই তো জীবনটাকে গল্পের হিসেবে দেখে না।'

—'কিন্তু জীবনটা গল্প ছাড়া আর কী?'

—'তুমি তা ভাবতে পার। কিন্তু আমি যা বলছিলাম—'

—'অতি দীর্ঘ একটা গল্প। শেষপাতা দুশোয় যখন পড়ি ভগবান নেই, বেদনাই সবচেয়ে বেশি, মাঝে-মাঝে শুধু উপভোগের অবসর, কিংবা মিথ্যা কতকগুলো কল্পনা নিয়ে ফূর্তির সময়, এই নিয়ে যা আনন্দ আমাদের মন্দ নয়। শেষ পর্যন্ত বেঁচে থাকা দরকার। জীবনে কৌতুক যে ঢের আছে এই বুঝেই বাঁচতে চাই আমরা। কেউ মরতে চায় না। কীসের জন্য? আমরা সব মরে গেলে সৃষ্টির এই যে নিষ্ঠুর চিরন্তন তামাশার খেলা, এ খেলবে কে? সেজন্যই তার জীবনীশক্তি তাকে বিদ্রূপ করে বাঁচিয়ে রাখে। আমরাও এই রকম করেই বাঁচি।'

বলেই সে খুব গম্ভীর হয়ে বসে রইল।

বিভা—'আমি যা বলছিলাম। আমি খুব গভীরভাবে ভেবে গেখেছি যেই যা লিখুক যেই যা বলুক জীবন খুব সাধনার জিনিস। ভগবান খুব মঙ্গল উদ্দেশ্য নিয়ে জীবন সৃষ্টি করেছেন। প্রতিদিন নানা কথায় নানা কাজে এই কথাই আমার মনে হয়।' মোক্ষদা নিজের চিন্তায় মগ্ন হয়েছিল। বিভা যা বলছিল সে কথায় তার কানও ছিল না বোধ করি।

বিভা—'বেদনা কি নেই? তা আছে! কিন্তু তা লাঘব করবার জন্য জিনিসও ঢের আছে।'

মোক্ষদা কোনো জবাব দিল না। মুখ দেখে মনে হয় বিভা কী বলছে না বলছে, তা তার গ্রাহ্যের বাইরে। সে অন্য কথা ভাবছে।

বিভা বললে,—'এক-একটা উপন্যাস আমাদের খুব নিরাশ করে ফেলে। যে উপন্যাসগুলো হতাশাবাদী সেগুলো আমাদের পড়া উচিত নয়। তাদের ধারণা যে জীবন সম্বন্ধে তারা খুব জানে বুঝি। কিন্তু সেটা ঠিক কথা নয়। লোমণ্ড, কতই-বা বয়স মেয়েটির? বিশেষ তেমন আর বয়স নয় নিশ্চয়ই। এই তো তার প্রথম নভেল! না হয় দ্বিতীয় নভেলই হল। বইখানার নাম রেখেছে তবুও আই হ্যাভ বিন ইয়ং। যেন আটাশ বিশ বছর বয়েসই মানুষের জীবনের সজীবতা চলে যায়। তার সমস্ত আনন্দ ও কল্যাণের জিনিস হয়ে যায় অতীতের স্মৃতি মাত্র। কেমন বিসদৃশ, ভেবে দেখ তো দেখি। জীবন সম্বন্ধে যারা এত নিরাশ, এ সৃষ্টির যুক্তিতে যারা বিধাতার কল্যাণের হতা এত কম আবিষ্কার করতে পারে, জন্মেই যারা যৌবনের জয় হারিয়ে ফেলে, আশা নেই বিশ্বাস নেই, তাদের বই এতটা সফলতাই-বা লাভ করে কী করে? আমি অবাক হয়ে ভাবি।'

মোক্ষদা চুপ করে ছিল।

বিভা,—'বুঝলে মুক্ষিদা, এসব বই তুমি আর পড়ো না।' মোক্ষদা কোনো উত্তর দিল না।

বিভা—'এর সেক্স-এর জন্য নয়। এর সেক্সকে আমি সহ্য করতে পারি। কতকগুলো মাতলামির ছবি যা এঁকেছে তাও আমার কাছে অপরাধ মনে হয় না। পৃথিবীতে কি মাতাল নেই? ঢের আছে। এই সবই স্বাভাবিক। কিন্তু জীবন সম্বন্ধে এর ধারণা একেবারেই মিথ্যা। অভিজ্ঞতা লাভ করেছিল বটে, কিন্তু সে-অভিজ্ঞতা কাজে লাগাতে পারে নি। কারণ বইটা লিখতে গিয়ে একটা ভুল সংস্কার নিয়ে শুরু করল কিনা। বাস্তবিক এর এই সংস্কারটা ভুল। আমাদের জীবন একটা আশার জিনিস।'

বিভা একটু চুপ থেকে—'এই মহিলাটি, এর বয়স কতই-বা হবে? বড় জোর বিশ। আমার মনে হয় তার থেকেও কম। বাবার বয়স পঁচাত্তর। কিন্তু জীবনটাকে আশীর্বাদ বলে মনে করেন।'

বিভা একটু থেমেই বলে,—'তার চেয়ে কি আমরা বেশি জানি? বা এই মহিলাটি লেখিকা বলেই কি বেশি জানেন?'

বিভা মিনিট খানেক পরে—'আমার দুঃখ হয় এই কথা ভেবে যে নারীরাও শেষ পর্যন্ত মানুষের জীবনের পরিণাম সম্বন্ধে একটা সন্দিগ্ধ হয়ে উঠল।' বলে মোক্ষদার দিকে তাকাল। তারপর আবার ঘাড় কাত করে বললে—'কিন্তু এ রকম বই যদি এই একখানাই হত তাহলেও তো হত। কিন্তু তা তো নয়। আজকালকার সাহিত্যই এই সব বইয়ে ভরা। জীবনকে এরা একটা অন্ধ পোকার মত নিঃসহায় করে এঁকে দেখাবে। তার বেদনা করে দেবে অপরিসীম। মাঝে-মাঝে খানিকটা স্থূল উপভোগ দিয়ে তাকে ভুলিয়ে রাখবে। ভগবানকে বৈঠকের ভেতর কোথাও রাখবে না, রাখলেও তাকে শয়তানের অধম করে আঁকবে। এই রকম সব। এই হল অভিজ্ঞতা আর প্রতিভা। খুব বেস্ট সেলার আশা করি?'

—'কোন বইটা?'

—'লোমণ্ড-এর আই হ্যাভ বিন ইয়ং।'

—'সব তো বেরল?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'কিন্তু এরকম বই-ই তো বিক্রি হয়।'

—'হওয়া তো উচিত।'

কাকাতুয়াটা চিৎকার করে উঠল। মোক্ষদা ধড়মড় করে নড়ে ওঠে সবশেষে পাখিটাকে দেখতে পেয়ে—'তা এই, আমি ভেবেছিলাম না জানি কী?'

—'এই রকমই। বড্ড চেঁচায়।'

—'পাখিটা পেলে কোথায়?'

সুদর্শন চা টোস্ট ডিম আর গোটা কয়েক কমলা নিয়ে এল।

দু'জনেই খাচ্ছিল। মোক্ষদা—'পাখিটা কেউ দিলে নাকি তোমাকে? জন্ম-দিনে?'

—'না। কিনেছি।'

—'এ এরকম শখও ছিল?'

—'বেশ সুন্দর তো পাখিটা।'

—'তা তো দেখছি।'

—'তোমার পছন্দ নয়।'

—'কেন জিজ্ঞেস করছ।'

—'আমি তোমাকে দিয়ে দিতে পারি।'

—'উপহার হিসেবে?'

—'যা মনে করো।'

—'এ রকম জিনিস আমি নেই না।'

—'কেন?'

—'এ পাখি নিয়ে জীবনটাকে কে বিড়ম্বিত করতে যাবে বল? অবিশ্যি তুমি ছাড়া।'

দু'জনেই চুপচাপ খেতে লাগল।

মোক্ষদা—'তাছাড়া আমার সময়ের দামও আছে।' চায়ে এক চুমুক দিয়ে বললে—'অবিশ্যি লিখি না কিছু। কিন্তু পড়ি অনেক। এ পাখির তদ্বির করবে কে বলো?'

—'এ পাখিটাকে নিয়ে কি করি বলো তো দেখি?'

—'কোত্থেকে কিনলে?'

—'টেরিটি বাজার থেকে একটি লোক এসে বিক্রি করে গেল?'

—'দালাল?'

—'তা হবে।'

—'কত দাম নিলে?'

—'একটা ময়না আর এই কাকাতুয়া সাড়ে তিনশ নিলে।'

মোক্ষদা টি-পটের থেকে খানিকটা চা বিভাকে ঢেলে দিতে-দিতে বললে—সাড়ে তিন হাজার তোমার কাছ থেকে নেয় নি তাহলে?'

—'তাও নেয় নাকি?'

—'ধরো যদি বলত যে কাকাতুয়াটা মহাত্মা গন্ধির আশ্রয় থেকে নিয়ে এসেছে, তাহলে কত দিতে?'

বিভা ঘাড় কাত করে হাসল।

মোক্ষদা—'এই রকম বলে অনেক সময়।' টি-পট থেকে নিজের পেয়ালায় খানিকটা চা ঢেলে নিয়ে—'একটা সুন্দর জিনিসেরও নিজস্ব কোনো দাম থাকে না প্রায়ই। যে কিনবে তার অনুভূতিকে আঘাত করে তবে দাম। সৌন্দর্য অনুভূতি অবিশ্যি ধর্তব্যের মধ্যে নয়। তা খুব সাধারণ জিনিস। অন্যরকম অনুভূতির জায়গায় ঘা দিতে হয়।'

চায়ে একবার চুমুক দিয়ে মোক্ষদা,—'যেমন ধরো যদি বলা যায় গুরুবাবুর?' মন্দিরে এই কাকাতুয়াটা ছিল"। একটা বিস্কুট ভেঙে নিয়ে বললে—'তাহলে অনেক দাম দিয়ে কিনতে চায় এমন ঢের লোক মেলে নাকি?'

বিস্কুটের টুকরোটা কাকাতুয়ার খাঁচার দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বললে—'এইরকমই।' কিন্তু বিস্কুট কাকাতুয়াটা খেল না। এ তার খাবার মুহূর্ত নয়। চিৎকার করে উঠল। মোক্ষদা '—এ কাকাতুয়াটা কদিন কিনেছ?'

—'ছ-সাত দিন হল?'

—'এই ঘরেই থাকে বুঝি?'

—'কাকাতুয়াটা ? এই ঘরেই থাকে।'

—'আর তুমিও তো সারা দিনরাত এই ঘরেই?'

—'এক রকম।'

—'জীবনটাকে এত কষ্ট দেবে কেন?'

—'এই কাকাতুয়ার জীবনটাকে?'

—'না। তোমার জীবনের কথা বলছিলাম।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'এই চিৎকারের মধ্যে জীবনের কাজ কী করে চলে?'

—'পাখিটার জীবন অবিশ্যি বাধা পায়।'

—'আর তোমার জন্য কী সান্ত্বনা থাকে।'

—'আমি হতবুদ্ধি হয়ে ভাবি কী করে বেচারাকে একটু শান্ত করব।'

—'হতবুদ্ধি হয়ে ভাবি? কিন্তু কাজে কিছু করতে পার কী?'

—'প্রথম প্রথম খাবার দিতাম। নানা রকম ভাবে আরামে রাখতে চেষ্টা করতাম। কিন্তু এখন দেখছি কিছুতেই কিছু হয় না, কাজেই চুপ করে বসে থাকি।'

—'এ রকম অসভ্য জানোয়ার আমাদের কাছে না থাকলেও এমনিই আমরা অনেক সময় চুপ করে বসে থাকি। চুপ কে বসের থাকি মানে ব্যথা পাই। আনন্দে কেউ নিশ্চুপ বসে থাকে না। কিন্তু এই বেদনাকে আরো বাড়ানো কেন, একটা কাকাতুয়া ডেকে এনে?'

—'আমি অবিশ্যি ঠিক এ রকম মনে করি না।'

—'কী ভাব তাহলে?'

—'এই পাখিটা একটা আশ্রয় চায় তো?'

—'সে-সব কথা এর বাপ ভাবুক গিয়ে।'

বিভা একটু হেসে বললে—'কিন্তু এর বাপ-মা কোথায়?'

—'বনের বাপ-মা অবিশ্যি নেই। কিন্তু এর বিধাতা আছেন বিশ্বাস করো না?'

—'নিশ্চয়ই'।

—'তার হাতে ছেড়ে দাও।'

—'কী করে?'

—'খাঁচার থেকে খুলে জানালার ভেতর দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে।'

—'হয়তো পাশের বাড়িতে গিয়ে পড়বে, বিড়ালে খেয়ে ফেলবে।'

—'তাহলে আর বিধাতাকে বিশ্বাস করলে কোথায়?'

বিভা একটু হেসে বললে—'এসব তো হল তোমার ঠাট্টার কথা। কাজে কি করা যায় বলো তো?'

—'এই হলে কী করতাম জান? খাঁচার থেকে খুলে কুকুর লেলিয়ে দিতাম।'

—'এই পাখিটাকে?'

—'কেনই-বা দেব না বলো?'

—'থাক। তামাশা ঢের হল।'

—'না, তামাশা নয়। আমার পিছনে কুকুর লেলিয়ে দিতে কেউ ছাড়বে? বিভা কোনো উত্তর দিল না।'

—'এই পাখিটার মত যদি নোংরা ব্যবহার করি তাহলে এ পৃথিবীর কোথাও ক্ষমা পাব?'

বিভা চুপ করে রইল।

—'এমনিই তো কেউ কাউকে করতে চায় না। খুব ভদ্রভাবে চলি, মিষ্টি কথা বলি। কিন্তু ভাল মনে করে একজনকে একটা বই পড়তে দিলাম, সে সেটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আমাকে কৃতজ্ঞতা জানায়। একটা পাখির কর্কশতা ও অসভ্যতা অসহ্য হয়ে উঠলে, তাই সেটা আমাকে উপহার দেবার মত মূল্যবান জিনিস বলে বিবেচিত হল।'

মোক্ষদা একটু হেসে বললে—'কিন্তু উপহার দেবার ঢের জিনিস তো পৃথিবীতে ছিল, যা সবচেয়ে আগ্রহ ও সার্থকতার সঙ্গে গ্রহণ করতাম আমি। কিন্তু সে সবের তো উল্লেখও হয় না।'

চায়ের পেয়ালা নামিয়ে রেখে মোক্ষদা—'এই রকমই।' ফেল্ট হ্যাটটা তুলে ধরে বললে—'এই যে এসব বই পড়ি, যে-বইগুলো তোমার আদৌ পছন্দ হয় না, এই বইগুলোর কাছ থেকেই আমি সবচেয়ে বেশি সহানুভূতি পাই। তুমি বলো এরা জীবনকে চেনে নাই। কিন্তু কোনো কিছু কী হৃদয়ে এমন স্পষ্ট আঘাত করতে পারে? যে-ব্যথা আমি অনুভব করি কিন্তু প্রকাশ করতে পারি না, এরা তাকে মহিমান্বিত করে তোলো। আমি অবাক হয়ে ভাবি। তুমি বলো এসব বইয়ের পৃষ্ঠা তোমার কাছে একান্তই অসার। আমি তা বিশ্বাস করি। মিথ্যা ভান করবার মেয়ে তুমি নও। কিন্তু অবাক হয়ে ভাবি তোমার জীবনের থেকে আমার জীবন কত পৃথক। কিন্তু আমাদের দু'জনের পারিপার্শ্বিক তো এক রকমই ছিল প্রায়। ছিল না বিভা?'

—'হ্যাটটা হাতে নিলে যে, উঠবে নাকি?'

—'না, আরো কিছুক্ষণ বসেই থাকব ভাবছি।'

—'এই পাখিটাকে নিয়ে কী করি?'

—'আমাকেই দিও।'

—'না, যে জিনিসে আমি নিজেই বিড়ম্বিত—'

—'এক্ষুণি তো দিতে চাচ্ছিলে?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'ও, ছেলেমানুষি করে ঢের ভুল করে ফেলি। তুমি কিছু মনে করো না।

ভেবো না যে কিছু খারাপ মনে করে তোমাকে আমি দিতে যাচ্ছিলাম। এ পাখিটা যে তোমার ঘাড়েও বোঝা হতে পারে ভুলেই যাচ্ছিলাম।'

জবাব দেবার অনেক ছিল, কিন্তু মোক্ষদা চুপ করে রইল। দেখলাম সে খুব নিবিড়ভাবে কার্পেটের দিকে তাকিয়ে ভাবছে। ভাবছিল হয়তো এই রকমই ভুলে যাও তুমি বিভা...কিন্তু তোমাকে যখন আমার ঘাড়ের বোঝা করতে চাই তখন তুমি খুব সতর্ক হয়ে ওঠ। একটুও ভুল হয় না তোমার। মোক্ষদা বলে—'একটা কাজ করা যাক বিভা।'

—'কি করবে?'

—'এই পাখিটাকে'—একটু হেসে বললে,—'আমি ফোন করে দেখি।'

—'কোথায়?'

-'চিড়িয়াখানায়।'

—'সেখানে পাখিটাকে রাখবে?'

—'তা রাখতে পারে।'

—'ওঃ, তাহলে তো খুব চমৎকার হয়।'

—'হ্যাঁ, তোমার দিক দিয়ে সে খুব নির্বিবাদ শান্তির জিনিস হয় বটে—।'

—'পাখিটাও।'

—'এর কী হয় তা অবিশ্যি এর বিধাতা জানেন।'

—'সেখানে আরো ঢের কাকাতুয়া আছে তো?'

—'তা আছে অবিশ্যি।'

—'তাহলে এক সঙ্গে সেগুলোর সাথে থাকতে পারে তো?'

—'তা পারে। কিন্তু তাতে এর বেদনা কতখানি কমবে তা আমিও বলতে পারি না, তুমিও পার না।'

—'তা অনেক কমবে।'

—'কীসের জন্য?'

—'এতগুলো সঙ্গী পেলে।'

—'এই শহর ভর্তি তো আমরা সঙ্গী পেয়েছি। পথে নামলেই হাজার হাজার সঙ্গী,' একটু কেশে বললে—'কিন্তু আশ্বাস কোথায়?'

—'কাকাতুয়াটা অবিশ্যি তোমার মতন ভাবে না।'

—'জীবন সম্বন্ধে এর ধারণা আমার চেয়ে ঢের উজ্জ্বল?'

বিভা—'তাই তো মনে হয়।'

—'তা হবে।'

—'চিড়িয়াখানায় একটা কাকাতুয়া-ঘর আছে নাকি?'

—'চিড়িয়াখানায় আমি যাই নি শিগ্‌গির!'

—'আমিও না।'

—'মনে পড়ে যেন বছর তিনেক আগে অনেকগুলো কাকাতুয়া দেখেছিলাম।'

—'একটা ঘরে?'

—'হ্যাঁ, তা ছাড়া বাইরেও আছে।'

—'কোথায়?'

—'এক-একটা গাছের নিচে এনে রাখে। এমনি বড় বড় ওয়ান্ডারফুল্ কাকাতুয়া সব। মাছরাঙার চেয়েও পালকের রঙের বৈশিষ্ট্য ইন্টারেস্টিং।'

—'গাছের নিচে এনে রাখে?'

—'দিনের বেলা তাই করে।'

—'কিসের জন্য?'

—'যাতে সবাই দেখতে পারে!'

—'তিন বছর আগে দেখেছিলে?'

—'হ্যাঁ, এখন উজাড় হয়ে গেছে কিনা কে জানে?'

—'চিড়িয়াখানায় একবার গেলে হত।'

—'তুমি শিগ্‌গির যাও নি বুঝি?'

—'না।'

—'যেও।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'বরাবরই মনে হয় কলকাতায় বিশেষত্বহীন কোনো জায়গা যদি থাকে তো এই চিড়িয়াখানা, যাদুঘর, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল এইসব। ছোটবেলায় বারবার দেখে—দেখে এইরকম একটা ধারণা হয়ে গেছে। কিছুতেই তাই আজকাল আর যেতে চাই না। কতবার কত লোকে সাধল।'

—'যেও।'

—'তবুও এই আট-দশ বছর হল যাই নি।'

—'যেও।'

—'কলকাতার চিরপরিচিত জায়গাগুলোই আবার এক-একবার করে দেখব ভাবছি।'

—'হ্যাঁ, দেখা উচিত।'

—'তুমি যাও?'

—'আমি মাঝে-মঝে ফুটপাতে ঘুরি।'

—'কিসের জন্য?'

—'এই বত্রিশ বছর তো কলকাতায় আছি। তবুও নানারকম নতুন জিনিস চোখে পড়ে যায়।'

—'ফুটপাতে?'

—'ফুটপাতেও?'

—'নতুন জিনিস?'

—'কিংবা পুরনো জিনিসগুলোই যেন কেমন বিচিত্র অনুভূতি জাগায়।'

—'আমিও ঘুরে দেখলে পারতাম।'

—'পারই তো।'

—'একটা মোটর নিয়ে।'

—'না। হেঁটে দেখলেই ভাল।'

—'দুপুরবেলা।'

—'কিংবা রাতে যদি বেড়াতে পার, সাররাত তাহলে।'

—'সে সুবিধা তো আমার নেই।'

—'সুবিধা তৈরি করে নিতে হয়। তুমিও তো আমার মতন মানুষ।'

—'অবিশ্যি আমার বাবা যদি সারারাত আমার সঙ্গে হাঁটতে রাজি হন তাহলে একবার কলকাতার অলিগলি বেড়িয়ে দেখতে পারি।'

—'তোমার বাবার সঙ্গে?'

'হ্যাঁ।'

—'তা হলে বেশ হয়। এই পৃথিবীতে তোমার সম্পূর্ণ দায়িত্ব নেওয়ার মতও ঐ একটি লোককেই তো দেখতে পাই। আমরা কারুর দায়িত্ব নেই না, আমরা একা-একা বেড়াই।'

—'নাও না বুঝি?'

—'না।'

—'তোমার ছোট বোন যদি তোমার সঙ্গে বেড়াতে চায়?'

মোক্ষদা একটু আঘাত পেয়ে ঢোঁক গিলে বললে—'আমার ছোট বোন? না, আমার ছোটবোনও আমার সঙ্গে ও-রকম বেড়াতে চাইবে না।'

—'কেন?'

—'আমার ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরতা নেই তার।'

বিভা কোনো জবাব দিল না।

মোক্ষদা—'সে কী ভাবে? আমি তাকে পথে ফেলে কোথাও চলে যাব? রক্ষা করতে পারব না? ব্যবহারে আমার সহানুভূতি নেই? না, এ সব কিছু ভাবে না? ভাবে বরং অন্য একটা কথা। কী ভাবে জান বিভা?'

বিভা চুপ করে ছিল।

মোক্ষদা—'ভাবে যে আমাকেই সে সহানুভূতি করতে পারবে না। সারারাত আমার সঙ্গে পথে পথে হেঁটে একটুও জমবে না তার।'

'কিন্তু তোমার তো কোনো ছোট বোন নেই।'

—'যদি থাকত, তা হলে এইরকম ভাবত।'

—'তোমার কল্পনা বেশ আছে।'

—'কিন্তু আমার কল্পনা বাস্তবের ওপর তৈরি।'

বিভা একটু কাশল।

মোক্ষদা—'যা অসম্ভব, অবান্তর, মানুষের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে সে-সব উপদান আমি দূরে সরিয়ে রাখি।'

—'ছোট বোন নেই অবিশ্যি তোমার।'

জীবনানন্দ উপন্যাস সমগ্র ~ বিশ্বের পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'তাই জানি।'

—'কিন্তু অন্যরাও তো তোমার বোনের মত হতে পারে।'

—'নারী মাত্রেই পারে।'

বিভা আবার কাশল।

মোক্ষদা—'একজন পরিচিত পুরুষকে ভাই ডাকা সবচেয়ে সহজ।'

—'একজন নারীর পক্ষে?'

—'হ্যাঁ।'

—'তা খুব স্বাভাবিক অবিশ্যি।'

—'এবং সবচেয়ে নিরাপদ।'

—'নিরাপদ?'

—'সমস্ত গোলমাল সেইখানেই ঢুকে গেল কিনা।'

—'গোলমাল?'

—'নারী-পুরুষের সম্পর্কটাই একটা গোলমালের জিনিস। যে পর্যন্ত না একটা মীমাংসা হয়।'

—'কেউ কেউ তা মনে করে।'

—'কিন্তু যখন বুঝলাম সে আমার বোন, আমি তার ভাই, তখন গোলমাল মিটে একটা মীমাংসা হয়ে গেল।'

—'বেশ সুন্দর মীমাংসা তো।'

—'নিশ্চয়ই। পুরুষদের চেয়েও নারীরা এ মীমাংসাকে আরো সুন্দর মনে করে।'

—'তা ভাল কথা নয় কি?'

—'এবং এইসব মীমাংসার জন্যই তারা সবচেয়ে বেশি করে তৈরি।'

—'কেনই-বা থাকবে না? এ সম্বন্ধ তো খুব নির্মল।'

—'এবং খুবই সাদাসিধে।'

বিভা একটু কাশল।

মোক্ষদা—'এ সম্বন্ধ পাতাতে গিয়ে কোনো আবিষ্কারেরও দরকার হয় না।'

—'আবিষ্কার? কী রকম আবিষ্কার?'

—'মানুষের জীবনের ভেতর প্রবেশ করে?'

—'কোন মানুষের?'

—'যে পুরুষটির সম্পর্কে সে নারীটি আসছে সেই পুরুষ মানুষের?'

—'কী দরকার তার জীবনটাকে তালাশ করে দেখবার?'

—'নারীরা তা দরকার মনে করে না।'

—'কেনই-বা মনে করবে? মানুষকে সহানুভূতি করতে গিয়ে তার ভেতরের খবর ঢের বেশি জানবার দরকার আছে কিছু?'

—'না, তা দরকার নেই। বোনরা ভাইকে ভাই বলেই সহানুভূতি করে। সে বস্তুত কী তা ভেবে দেখতে যায় না। সে ভাবে এইই যথেষ্ট।'

—'যথেষ্টই তো।'

—'খুব।'

বিভা একটু কাশল।

মোক্ষদা—'বোন-ভাইয়ের সম্পর্কটা তাই বড় মজার।'

—'কী রকম?'

—'পরস্পর পরস্পরের গোপন যন্ত্রণা বোনরা কোনো খবর রাখে না।'

বিভা চুপ করে রইল।

মোক্ষদা—'কিম্বা, গোপন আনন্দ অমৃতও পরস্পরের নিজেদের জিনিস। কেউ কাউকে জানানোর দরকার মনে করে না।'

বিভা কোনো উত্তর দিল না।

মোক্ষদা—'সহানুভূতির ধারাই হচ্ছে এ রকম। এর ভিতর স্বাভাবিকতা আছে, কিন্তু সাহস নেই।'

—'সান্ত্বনা আছে, আশ্বাস আছে।'

—'কিন্তু স্বপ্ন নেই।'

—'শান্তি তো আছে।'

—'কিন্তু আনন্দ কী? অমৃত কোথায়?'

—'কী চাও তুমি।'

—'আমি?' মোক্ষদা ঘাড় ভরে একটু হাসল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'হাসছ যে?'

—'আমি আশ্বাস চাই না কারুর কাছ থেকে।'

—'চাও না?'

—'তার বদলে একটু উল্লাস পেলেও হত।'

বিভা তার আঁচলের পাড় ধরে ঘাড় কাত করে ভাবছিল।

মোক্ষদা—'কেউ যদি আমার সঙ্গে কলকাতার খেলা নিয়ে বসত, তার সৌন্দর্যও বেশ চিত্তাকর্ষক হত।'

—'কী যে বলো তুমি।'

—'কিন্তু নারী যখন এল আমার জীবনে, এল যেন আমাকে নিরাশ্রয় পেয়ে রক্ষা করতে। রক্ষা করবার মাধুর্যটুকু তার, সে দাক্ষিণ্যময়ী, স্নেহশীলা। আমার জন্যও তার জীবনের বেদন খুঁজে আর-একটা নীড় সে বের করে দিতে পারে, আমি যেন আবার আর একটা ডানাভাঙা পাখির মত। এ সবের ভিতর ঢের মনুষ্যত্ব আছে। কিন্তু কোনো সাধের কথা নেই তো।'

বিভা একটু কাশল।

মোক্ষদা—'মানুষকে আশ্বাস দেওয়াই কি তোমার কাছে সবচেয়ে বড় জিনিস বিভা?'

বিভা চুপ করে রইল।

—'ধরো, আমার মত মানুষকে?'

—'কী জানি!'

—'আঃ আবার কেমন ঘাবড়ে গেলে যেন তুমি?'

—'আমি ভাবছি।'

—'আচ্ছা বেশ, ভেব, বলো।'

—'না, সে কথা ভাবছি না আমি।'

—'তবে কী?'

—থাক। তুমি কী জিজ্ঞেস করছিলে?'

মোক্ষদা বললে—'আমার মতন মানুষের জন্য রয়েছে তোমার সান্ত্বনা?'

—'সে সান্ত্বনা তুমি শেষ পর্যন্ত কত দূর মেনে নেবে তা তোমার জীবনবিধাতাই জানেন।' কিন্তু তোমার আশ্বাস সান্ত্বনা করুণা দয়া আমার জীবনের কাজে খুব লাগবে।'

—'আমার জীবন সম্পর্কে তোমার কাজ এই রকম?'

—'আমরা দিতে রাজি, কিন্তু তোমরা তো গ্রহণ কর না।'

—'কী দাও দেখে নিতে চাই।'

—নারীর কাছ থেকে দয়া দাক্ষিণ্য এ রকম পেতে খুব ঘৃণা কর তো তুমি?'

—'না, মায়ের কাছ থেকে এ সব পেতে ভালইবাসি।'

—'তারপর?'

—'তারপর, আমার কোনো বোন ছিল না।'

—'থাকলে ভাল হত নাকি?'

—'হ্যাঁ। কিন্তু বত্রিশ বছর বয়সে বোনের আশা করি না। আমার মাও গেছেন মরে।'

বিভা একটু কাশল।

মোক্ষদা—'বোন যদি আমার থাকত, তাহলে তার স্নেহমমতা জীবন পেতে গ্রহণ করতাম।'

সকলেই তো তা করে।'

—'বাস্তবিক, এই পৃথিবীর কোনো নারীরই মমতা দাক্ষিণ্যকে ঘৃণা করি না। সে বড় মূল্যবান জিনিস।'

—'কিন্তু এতদিন তো বলতে এগুলো উপেক্ষার জিনিস।'

—'তোমার কাছে এসেই বলতাম শুধু, তোমার কাছে এসে মনে হত মায়ের বোনের স্নেহসান্ত্বনার জগৎ পিছে ফেলে এসেছি।'

মোক্ষদা—'তোমার এ ঘরে ঢুকে মনে হত এ জগতের বিচিত্রতা আর-এক রকম।'

বিভা চুপ করে রইল।

মোক্ষদাও নিস্তব্ধ।

একটু পরে সে বললে—'তোমার যে সাহস নেই তা নয়।'

—'কী রকম সাহস?'

—'নারীর যা সচরাচর থাকে।'

—'কেন থাকবে না।'

—'তাই তো বলছি আছে; স্বপ্নও আছে, সাধও আছে, কিন্তু এ সব তোমার বুকের ভেতর প্রতীক্ষা করছে।'

—'না জানি তুমি কি মনে কর।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'কিন্তু এ সব যখন উদ্‌ঘাটিত হবে, কিংবা হচ্ছে যার কাছে, সে তোমার তখনকার সৌন্দর্য ও প্রাণের অপরূপ রূপান্তর দেখেছে না জানি কতদূর চমৎকৃত হয়।' জানালার দিকে তাকিয়ে বললে,—'যে-সব নারীর জীবনে এই অশ্রুতপূর্ব পরম মুহূ দেখবার জন্য বুভুক্ষু মানুষের কত বেশি সাধ তারা মানুষকে বুভুক্ষুই রেখে দেয়। যাদের কোনো স্বপ্ন নেই সাধ নেই সেই সব মানুষকেই করে জীবনের সঙ্গী।' বললে—'এ ঠিকই করে। এ না হলে জীবনের তামাসা সম্পূর্ণও যে হয় না। কিংবা চমৎকৃত হবার শক্তি কি তার আছে?'

একটু থেমে বললে—'সাধারণত যে-সব পুরুষ নারীর আদরের জিনিস,'হয় তাদের না থাকে কল্পনা, না থাকে কোনো বোধ, না থাকে আনন্দ পাবার অনুভূতি,'একটু কেশে বললে—'আমি ঢের দেখেছি, একটা জানোয়ারের চেয়ে তারা কোথাও পৃথক নয়, সেই জন্যই তাদের নাম পুরুষমানুষ।' বললে—'পৃথিবীর প্রেমিক যারা, তাদের প্রেম থেকে বঞ্চিত করতে হয়। যারা প্রেম চায় না, তাদের লালসার জগৎ থেকে ফিরিয়ে দিতে হয়। নইলে হাহাকারের সৃষ্টি হবে কী করে?' বললে-'আকাশটাকে ব্যথা ও বিড়ম্বনার বিশ্বাসে ভরে দিতে না পারলে সৃষ্টির সার্থকতাই-বা কোথায়?'

—'কিন্তু এই সবের ভিতর থেকেই বড় প্রেমিক, বড় কবি, মহৎ মানুষের সৃষ্টি হয়। আশ্চর্য! এই জিনিস যখন দেখি তখন কল্পনাকে তৃপ্ত করবার জন্যও একজন বিধাতাকে সৃষ্টি করতে ইচ্ছে করে, মনে হয় এত নিষ্ফলতা ও অন্ধতার নিগূঢ় উদ্দেশ্য শেষ পর্যন্ত এই ছিল? সমস্ত দিনের সমস্ত গতিবিধি, ন্যায় অন্যায় বিচার অবিচারকে ধন্যবাদ দিতে ইচ্ছে করে তারপর।' বলে হ্যাটটা কুড়িয়ে নিয়ে আবার আঁটল।

বিভা—'যাচ্ছ?'

—'না, যাই না।'

বরং ভাল করে স্থির হয়ে বসল মোক্ষদা। বললে—'সব নারীই অবিশ্যি তোমার মতন নয়।'

—'কী রকম?'

—'এমন একটি মেয়েমানুষ আমি খুব কম দেখেছি।'

বিভা চুপ করে রইল।

—'নারীরা সাধারণত ভান পছন্দ করে।'

—'করে কী লাভ?'

—'তাদের লাভ তারা বোঝে। তোমার কোনো লাভ নেই। জীবনটাকে পথে জয় করবার কোনো সাধ নেই তো তোমার। যথাসময়ে যথাবিধি দাম্পত্যতৃপ্তি, ও তারপর অনেকখানি নির্বিবাদ শান্তি, এই পেলেই তোমার হয়।'

বিভা কোনো কথা বললে না।

মোক্ষদা—'কিন্তু তুমি যদি একটু জয় করতে চাইতে তাহলে আমার লাভ ছিল। কতকগুলো দিন বেশ একটু নেশায় কেটে যেত।'

বিভা ঘাড় হেঁট করে রইল।

মোক্ষদা—'জীবনে এই নেশার বেশ দরকার, এই বত্রিশ বছর বয়সের জীবনেও।'

'কাকাতুয়াটা খুব মোলায়েমভাবে নালিশ করছিল।'

মোক্ষদা—' কে জানে এই নেশা আমি বুড়ো বয়সেও হয়তো ছাড়তে পারব না। এক একজন মানুষ থাকে নারীকে ঘৃণা করে, তার দয়াদাক্ষিণ্যকে করে বিদ্রূপ। কিন্তু সে যদি প্রেম দিতে চায় তা হলে আজীবনের শেখা বাস্তব জীবনের সমস্ত নির্মম নীরস মূলসূত্র এক মুহূর্তে ভুলে যায়।'

বিভা একটু কাশল।

মোক্ষদা—'আমার মনে হয় আমিও শেষ পর্যন্ত সেই জাতের পুরুষ হয়ে দাঁড়াব নাকি?' বড় বড় চোখ তুলে বিভার দিকে তাকাল মোক্ষদা। বললে—'হয়তো তাই হব, কিন্তু এখনই তেমন' একটু থেমে বললে—'আমার এ জীবনের ইতিহাস তা হলে নারীর থেকে, নারী ও প্রেমের থেকে প্রেমে বিচরণ করে নিরবচ্ছিন্ন নিষ্ফলতা ও হতাশা। জীবনের আমার মেক্‌আপটা বেশ সুন্দর। কিন্তু এর থেকে যদি বড় কাব্য বড় প্রেম গভীর মনুষ্যত্ব ফুটে বেরয় তাহলে হয়তো হত। কাব্য অবিশ্যি কোনোদিন তৈরি করতে পারব না, কিন্তু বড় প্রেমিক বা মহান মানুষ ইতিহাসের পৃষ্ঠার বাইরে যদি কোথাও থাকে, আমার মনে হয় ঢের ঢের রয়েছে, তাহলে একদিন তাদের দলে যেতে পাব আশা করি।'

ডাকলে—'বিভা!'

—'বলো।'

—'চুপচাপ যে?'

—'এমনিই।'

—'শোনো, তোমাকে ভালবাসার আগে আরো তিন-চারটি নারীকে পর পর ভালবেসে ছিলাম।'

কোনো কথা বললে না মেয়েটি।

একটু চুপ থেকে মোক্ষদা বললে—'প্রত্যেকবারই বুঝতে পেরেছি ভুল ঠিকানায় নেমেছি, যে-মানুষকে তারা চায়, কল্পনার আদর্শ মানবাত্মা তাকে যতই অমানুষ মনে করুক না কেন, নারীদের কাছে সে দেবতা। প্রত্যেক বারই মনে হয়েছে ভালবাসতে গিয়ে যে আঘাত পেলাম এ বুঝি কাটিয়ে উঠতে পারব না আর, এই নারীটির স্বপ্ন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিয়ে মৃত্যু অবধি কেটে যাবে আমার। কিন্তু সমস্ত প্রেম স্বপ্ন সৌন্দর্য ও নারীর চেয়ে জীবনের নিরবচ্ছিন্ন অনিয়ন্ত্রিত স্রোতের ধারা ঢের বেশি সজীব। সেই সব নারী কিংবা তাদের ঘিরে যে প্রণয় স্বপ্ন সৌন্দর্য বেদনা জেগে উঠেছিল আজ সে সবের চিহ্নও যেন কোথাও দেখতে পাই না। জীবন এমনি সমুদ্রের মত। এ সমুদ্র এমনি করে ভেঙে ফেলে সব। এ জন্যও বিধাতাকে প্রাণের কল্পনা চরিতার্থ করে তৈরি করতে ইচ্ছা করে, তারপর ধন্যবাদ দিতে ইচ্ছা করে তাকে।' মোক্ষদা উঠে দাঁড়িয়ে বললে—'তুমি, তোমার সৌন্দর্য, আমার বর্তমান প্রেম ব্যথা, দুদিন পরে আমার নবজীবনের সূচনার প্রান্তে, বা রাত্রিতে, দুঃসহ স্মৃতির মত এসে আমাকে ব্যথা দেবে না আর। মানবজীবনের গতির উপর যদি নির্ভর করি, সকলকেই নির্ভর করতে হয়, তাহলে সে গতি মানুষকে এই ধরনের সাহায্যটুকু সব সময় দেবার জন্য খুবই প্রস্তুত। আমি অবিশ্বাসী, কিন্তু জীবনের এই মধুর বিস্মৃতির মান আমি খুব শ্রদ্ধার সঙ্গে বিশ্বাস করি। এ আমার খুব উপকারে লাগে।'

—'সকলেরই উপকারে লাগে মোক্ষদা।'

—'তোমারও?'

—'প্রত্যেকেই তো অনেক জিনিস ভুলতে চায়।'

—'বেশ। জীবনের কাছ থেকে ঢের সাহায্য পাবে।'

—'যা আমি জানি।'

—'প্রেম অবিশ্যি আমরা সকলেই করি।'

—'নিশ্চয়।'

—'একবার দুইবার তিনবার—'অনেকবার, কী বলো!'

—'তাই তো ব্যবস্থা।'

—'আঘাতেও পাই? সকলেই?'

—'হ্যাঁ, হ্যাঁ,।'

—'এরপর তোমাকে খুব শ্রদ্ধা করতে ইচ্ছা করে।'

বিভা একটু হাসল।

—'তোমার সৌন্দর্যের জন্য নয়, তোমার আশা অনিচ্ছা করুণা দক্ষিণার জন্যও নয় বিভা।'

কাকাতুয়ার কোমল নালিশটুকু কারো কানে গেল না।'

মোক্ষদা—'তুমি যে গোপনে গোপনে কতবার কতজনকে ভালবেসেছ, ভালবাসাও পরাজিত হয়েছে, ব্যথা পেয়েছে, তারপর ভুলে গেছ সব, এই সব মাধুর্যের জন্য তোমাকে শ্রদ্ধা করতে ইচ্ছা করে এখন।' এক পা হেঁটে মোক্ষদা—'আমার মনে হয় এই যে শ্রদ্ধা তোমার প্রতি আমার, আমার মনে হয় এ যেন আমার ভালবাসার চেয়েও ঢের বেশি গভীর পূজার জিনিস।'

—'চললে?'

—'না।'

মোক্ষদা কয়েক পা হেঁটে ফিরে এসে—'এখন তুমি আমাকে তাই মনে করতে পারো, আমিও তোমাকে বোন মনে করব, কোনো কুণ্ঠা নেই আজ।'

—'বসো, সোফায় বসো, দাঁড়িয়ে কেন?'

—'না যাই।'

—'বসো।'

—'আসবই তো, আবার আসব ফিরে।'

—'বসো।'

—'একটা নতুন সম্পর্ক নিয়ে ফিরে আসব। যে-মেয়েটিকে এতদিন প্রণয়িনীর মত ভালবেসেছিলাম সে আমার বোনের মত হল এই নূতনত্ব নিয়ে।'

—'বসো।'

মোক্ষদা বসল।

বিভা—'জীবনে আমি ব্যথা পেয়েছি এ কথা তুমি একদিনও বিশ্বাস কর নি?'

—'না।'

—'কী ভেবেছিলে?'

—'ভেবেছিলাম ভালবাস নি কাউকে। বাসলেও তৃপ্তি পেয়েছ শুধু। তুমিও যে আবার বিরহিণী এ কে কল্পনা করেছিল। অবিশ্যি বিচ্ছেদ এখন গতজীবনের জিনিস, ব্যথা আর নেই, কিন্তু পেয়েছিলে তো। বার বার পেয়েছিলে। বারংবার ভালবেসে! আশ্চর্য তুমি বিভা!'

—'যদ্দিন বেদনা পাই নি মনে করেছিলে'—বিভা চুপ করল।

মোক্ষদা—'হ্যাঁ। ততদিন তোমাকে ভালবেসেছি। কিন্তু সহানুভূতি করতে পারি নি।'

—'পার নি তুমি?'

—'না।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'কেন?'

—'তোমাকে বড্ড দূর বলে মনে হত।'

—'কোন হিসেবে।'

—'নারী হিসেবে তোমাকে খুব আকাঙ্ক্ষার জিনিস মনে হত, কিন্তু এক এক সময় তামাসার মুহূর্তে কখন মনে হত তুমি নারীও শুধু নও, জীবনের বিচারে মানুষ বলে প্রমাণ করবারও দরকার আছে তোমার, তখন কেমন যেন অশ্রদ্ধা হত তোমার ওপর।'

—'মনে হত জীবনের কাছে আমার নিজেকে পরের প্রণয়পাত্রী বলে দাঁড় করাবার শক্তি আছে শুধু?'

—'হ্যাঁ। তাই ভাবতাম।'

—'কিন্তু বেদনাতুর মানুষের'—বিভা একটু থামল, বললে—'কিন্তু বেদনাতুর মানুষের সার্থকতা আমি পাই নি; এই মনে হত।'

—'হ্যাঁ।'

—'সেইজন্য ভালবাসার মোহ ছিল বুঝি তোমার মনে! আমার জন্য?'

—'হ্যাঁ বিভা।'

—'কিন্তু বিশেষ কোনো সমবেদনা বোধ করতে না আমার জন্য?'

—'মনে হত আমার ভালবাসার নেশা কেটে গেলে তুমি অপ্রাসঙ্গিত হয়ে দাঁড়াবে। প্রেম নিয়ে নারী নিয়ে আগেও ঢের অভিজ্ঞতা হয়েছে কিনা জীবনে।'

—'তা ঠিক। কিন্তু আমার জন্য কোনো সহানুভূতি বোধ করতে না?'

—'সাধারণ মানুষের জন্য যতটুকু তার বেশি না।'

বিভা চুপ করে রইল।

মোক্ষদা—'সাধারণ মানুষের জন্য আমার যা সহানুভূতি তা অন্য যে কোনো সাংসারিক স্বাভাবিক মানুষের মত। কাজেই বিশেষ কোনো জিনিস নয়, অনেক সময় কোনো কাজেও লাগে না।'

বিভা একটু কাশল।

মোক্ষদা,—'কিন্তু সহানুভূতিটুকুও তোমাকে শিগ্‌গির দিতে পারতাম না। অনেক দিন পর্যন্ত একটা অবজ্ঞার ভাব থাকত।'

এই বলে মোক্ষদা থামল। একটু কেশে বললে—'দেখো, সেই যে একটা মেয়েমানুষের কথা বলেছিলাম তোমাকে তাদের কথা মনে হলে আজও কেমন একটা উপেক্ষা, মাঝে-মাঝে অবজ্ঞার ভাবও, আসে আমার মনে।'

বিভা একটু কাশল।

—'আজও তাদের সাধারণ মানুষের মত সহানুভূতি করতে পারছি না আমি।' মোক্ষদা—'কেন জানো?'

—'বলো।'

—'তাদের ভালবাসতে গিয়ে নিষ্ফলতার আঘাত পেয়েছি বলে নয়।' হ্যাটটা মাথার ওপর থেকে খুলে মোক্ষদা—'না সেইজন্য নয়। কিন্তু বরাবরই মনে হয়েছে এই যে প্রেমকে বরাবরই তারা একটা শৌখিন খেলা খেলল। প্রেমকে পূজার জিনিস বলে বুঝল না কোনোদিন। কিন্তু সবচেয়ে বেশি অপরাধ তাদের এই যে নিবিড়, আন্তরিক বেদনার আঘাত পেল না কোনোদিন। মানুষের জীবনের হাহাকারকে বুঝলে না।'

মোক্ষদা একটু থেমে বললে—'সেইজন্য আজও যখন তাদের কথা মনে হয়, কেমন একটা উপেক্ষার ভাব আসে, পথের পাশের একটা জুতাবুরুশকে আমি যতদূর সহানুভূতি করতে পারি তাদের তা পারি না।'

একটু হেসে মোক্ষদা বললে—'একজন জুতাবুরুশ কিংবা যে কেরানির জুতো সে বুরুশ করে দিচ্ছে, এদের দু'জনকেই যেন ভাল লাগে আমার। কারণ জীবনটাকে পদে পদে একটা আঘাতের জিনিস বলেই তারা জানবার অবসর পায়, বেঁচে থেকে মানুষের জীবনের মর্মান্তিক অবিচারের স্রোতে তারা ভাসতে থাকে, বোঝে যে জীবন মানে এমনি ভেসে চলা—

মোক্ষদা একটা চুরুট বের করল পকেট থেকে।

বিভা—'ভালবেসেছি, ভালবেসে ব্যথাও পেয়েছি, কিন্তু তাই বলে বেদনা অবিচারের স্রোতে ভেসে চলেছি বলে মনে করি না।'

—'কিন্তু ভাল তো বেসেছ?'

—'হ্যাঁ।'

—'ব্যথাও পেয়েছ, ভালবাসতে গিয়ে?'

—'তাও পেয়েছি।'

—'হয় তো বারবারই পেয়েছ?'

—'তুমি তো শুনলেই।'

—'তবে আর কি? এটুকু বুঝতে পারলেই আমার পক্ষে যথেষ্ট, তারপর তোমাকেও আমি অন্ধ জীবনস্রোতের জীব বলে মনে করি। সাধারণ বেদনাতুর মানুষের মহিমা বোধ করি তোমার ভিতর। তোমাকে আমার সমস্ত আন্তরিক সহানুভূতি জানাতে গিয়ে একটুও কুণ্ঠা থাকে না।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চুরুটটা পকেটের ভিতর ফেলে দিয়ে মোক্ষদা—'তুমি অবিশ্যি মনে করতে পার যে—হতাশা ও ব্যথা তুমি পেয়েছ সে-সব হল পায়ের তলে জিনিস-হৃদয় দেখবে নক্ষত্রের স্বপ্ন। বেশ। এ নিয়ে আমিও খানিকটা কবিতা করতে পারি। কিন্তু বাস্তব জীবনে তোমার সঙ্গে ব্যবহারে এ সমস্তই অপ্রসঙ্গিক জিনিস, প্রয়োজনীয় সত্য হচ্ছে তোমার প্রেম ও যাতনার কাহিনী।'

—'প্রেম কি সকলকেই বোধ করতে হবে? পুরুষ নারীর এই প্রেম?'

—'এ তো একটা কর্তব্য নয় বিভা, খুব মহিমার জিনিস। সব সাধারণ অসাধারণ মানুষই তা বোধ করে।'

—'কিন্তু যদি কেউ বোধ না করে।'

—'তাহলে সে আমার সহানুভূতি পা নো।'

—'যদি কোনো পুরুষ বা নারীকে না ভালাবেসে কেউ পৃথিবীর সমস্ত মানুষদের ভালবাসতে যায়।'

—'সেটা একটা অবাস্তব জিনিস।'

—'অনেক বড় বড় লোক তো তাই করেছেন।'

—'সে সব মাতলামির গল্পে আমি বিশ্বাস করি না।'

—'কত সুন্দর সুন্দর কবিতা তো আছে এই নিয়ে।'

—'সেগুলোর যদি ছন্দ ভাষা ঠিক থাকে তাহলে সে সবের ভেতর ঐটুকু মাত্রই সত্য।'

—'কিন্তু এ সব কবিতা আমি তো খুব পড়ি।'

—'পড়ো।'

—'ভাল লাগে খুব।'

—'ভাল কথা।'

—'মুখস্তও করি।'

—'কবিতা আমিও মাঝে-মাঁঝে মুখস্ত করি-আওড়াতে বেশ সুন্দর লাগে বলে।'

—'না, সেজন্য নয়; আমি খুব গভীরভাবে বিশ্বাস করি।'

—'এসব কবিতা?'

—'হ্যাঁ।'

—'তোমার জীবনের সামঞ্জস্য এতে বেশ বজায়ই থাকে।'

—'কী রকম?'

—'কিছু মনে করে না। কিন্তু আমার মনে হয় তোমার জীবন বিধাতার একটি নিগূঢ় ঠাট্টার জিনিস তুমি। ঠাট্টা তুমি ধরতে পার না বলেই আমার কাছে তা আছে। মর্মান্তিক বলে মনে হয়।'

বিভা একটু কাশল। পরে হাসতে হাসতে বললে,—'কী যে ভাব!'

—'জীবনটাকে শেষ পর্যন্ত চালিয়ে দেখো। একদিন হয়তো বা আমার কথার স্বার্থকতা বুঝতেও পারবে।'

—'তোমার ঠাট্টাটা তো আজই বুঝতে পারছি।'

'আমি অবশ্যি ঠাট্টা করছি না; তোমার জীবনের এই গুরুতর ব্যাপার নিয়ে আমি সত্য কথাই বলছি বিভা।'

বিভা একটু কাশল।

মোক্ষদা—'যারা বলে জীবন অপরাজেয়, চারদিককার নিষ্ফলতা ও বেদনার ভিতর যারা চলেছে জীবনকে জয় করতে, গঙ্গাফড়িং যেমন সমুদ্রকে জয় করবার জন্য যাত্রা করে, সমস্ত হতাশা ও অন্ধকার ভেদ করে যারা আশার স্বপ্ন দেখছে শুধু, আমার মনে হয় তাদের জীবন বিধাতা তাদের নিয়ে একটা তামাশার খেলা খেলছে শুধু। সূচ দিয়ে প্রজাপতির বুক ফুটো করে সুতো বেঁধে ছোট-ছোট শিশুরা যেমন করে খেলে।'

—'তাও খেলে নাকি?'

—'খুব।'

—'কোথায় দেখলে?'

—'আমি নিজেই তো কত খেলেছি।'

—'তুমি?'

—'হ্যাঁ, যখন ছোট ছিলাম, চারদিককার অন্ধ জীবনের তালে তালে আমার এখনকার মনের স্পন্দনই ছিল সবচেয়ে বেশি সঠিক', মোক্ষদা মাথায় হ্যাট এঁটে বললে—'এখন শিক্ষা দীক্ষা সংস্কার পেয়ে নিজের হৃদয়টাকেও প্রজাপতির মতন ফুটো করে ফেলতে শিখলাম। চারদিককার বুকের বেদনা দেখে এলাম অস্থির হয়ে।' পকেটের থেকে চুরুট বের করে বললে—'এর কোনো প্রয়োজন ছিল বিভা? সেই ছোটবেলার জীবনই তো বেশ ছিল। চারদিককার গাছপালা পাখি এবং ফড়িং জোনাকির চেয়ে জীবনের কোথাও কোনো প্রভেদ ছিল।' চুরুট জ্বালাল। কিন্তু জ্বালিয়েই নিভিয়ে ফেলে বললে—'আমাকে ক্ষমা কর।'

—'কেন? যাও তুমি, আমার কোনো আপত্তি নেই।'

চুরুটটা পকেটের ভেতর রেখে দিয়ে মোক্ষদা—'দেখ একটা ঘুঘু পাখির সমানে বসে আমি কখনো ছারপোকাও মারতে যাই না।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিভা হেসে উঠল।

মোক্ষদা—'সত্যি।' উঠে দাঁড়াল।

বিভা—'চললে?'

—'না। চলব কোথায়? তোমাদের এই পাশের ঘরে একটু যাচ্ছি।'

—'কেন?'

—'ফোন করবার জন্য।'

—'কাকে?'

—'চিড়িয়াখানায়।'

—'ও, ভুলেই গিয়েছিলাম। কাকাতুয়াটাকে তারা নিতে পারে।'

—'তা পারে।'

—'কিন্তু পাখিটাকে ছাড়তে ইচ্ছা হয় না।'

—'এই না বললে এর একটা ব্যবস্থা করতে!'

—'বলেছিলাম তো। কিন্তু এখন তো আর চিৎকার করে বিরক্ত করছে না!'

—'পাঁচ মিনিট পরেই তোমাকে অতিষ্ঠ করে তুলতে পারে আবার।'

—'দেখো, কেমন করুণভাবে তাকাচ্ছে!'

—'ভেবে দেখো, ফোন করব কিনা?'.

—'পাখিটা ভারি মিষ্টি কী বলো?'

—'তাহলে আমি যাই, উঠি।'

—'বসো-না।'

—'ফোন অবিশ্যি নিজেও করতে পারবে, যদি দরকার হয়।'

—'কিন্তু কেনই-বা চিড়িয়াখানায় এটা দিয়ে দেব? আমি নিজেই কি এটাকে শান্তিতে রাখতে পারব না।'

—'শান্তিতে রাখবার আগ্রহ অবিশ্যি তোমার আছে।'

বিভা একটু কাশল।

মোক্ষদা—'ভেবে দেখো।'

—'তুমি যেও না।'

মোক্ষদা কাকাতুয়াটার দিকে তাকিয়ে বললে—'আমার মনে হয়, তুমি নিজে শান্তিতে থাকতে পারবে না।'

—'এই পাখিটা কাছে থাকলে?'

—'হ্যাঁ। শুধু চিৎকারেই যে তোমাকে অতিষ্ঠ করে তুলবে তা তো নয়, তুমি নিজেও বোধ করি নিজেকে খাঁচার কাকাতুয়া মনে করে একটা অপ্রাসঙ্গিক যন্ত্রণা অনেক সময়ই অনুভব করবে', মোক্ষদা—'এও ভাববে, বিধাতা প্রতিটি কোটি কোটি কোটি কীট ফড়িঙের জন্যও কত মঙ্গলের ব্যবস্থা করে রেখেছে। কিন্তু আমি একটা মাত্র পাখির দায়িত্ব নিয়ে একে কোনো তৃপ্তি দিতে পারলাম না।'

—'তা তো মনে হয় মাঝে-মাঝে।'

—'হ্যাঁ, এই সব ভেবে দুঃখ পাবে তুমি।'

বিভা একটু কাশল।

মোক্ষদা—'এই সব অবান্তর বেদনা কেন পেতে যাও?'

—'কী করব তাহলে?'

—'একে কিছুতেই তো শান্তি তৃপ্তি দিতে পারবে না।'

—'এ রকম অকর্মণ্য হয়ে গেলাম কী করে?'

—'অকর্মণ্য নয়, অনেককে খুব পরিপূর্ণ চরিতার্থতা দেবার শক্তি তোমার আছে। তাদের জীবন এই কাকাতুয়াটার চেয়ে ঢের বেশি জটিল ও গভীর। কিন্তু তবুও তাদেরকে সম্পূর্ণ সার্থকতা দেবার অধিকার তোমার জীবন তোমাকে দিয়েছিল। তুমি অবহেলা করলে। ব্যস্ত রইলে একটা কাকাতুয়া নিয়ে,' একটু থেমে মোক্ষদা—'এ রকমই হয়, নিছক বেদনা যদি কোথাও থাকত তাহলে তাকে পরাজয় করা হয়তো-'বা সম্ভবও হত। কিন্তু সঙ্গে তার সব সময়ই বিড়ম্বনা মিশে রয়েছে যে?'

বিভা একটু চুপ করে থেকে বললে—'তাহলে এই কাকাতুয়া?'

—'এই কাকাতুয়াটার চেয়ে ঢের বড় জীবন নিয়ে তোমার বসে পড়া উচিত ছিল। হয়তো—বা বসেও গেছ। সেদিককার সফলতা তোমার অবধার্য।'

—'কিন্তু এই কাকাতুয়া?'

—'হ্যাঁ, এই কাকাতুয়ার মত ছোট জীবন সামলাবার ভার ছোট মানুষদের হাতে। তোমার হাতে নয়। তুমি একে ভাল করে বুঝবেও না। মমতা মায়ার অপব্যয় করবে শুধু। কিন্তু এর সমস্ত চিনেও খাঁচার জীবনের সম্পর্কে বর্তমানে এর 'কী দরকার, গায় পোক পড়েছে কি না, পালক কেন খসে যাচ্ছে, পা মচকে দেবার প্রয়োজন আছে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিনা, অন্য কোনো কাকাতুয়ার সঙ্গে যাচ্ছে নাকি, ডিম পাড়তে চায় কিনা, হয়তো সন্তানের সাধ বোধ করছে, এ রকম অনেক, মজার জিনিস কিন্তু খুব দরকারি জিনিস। সেইসব ছোট ছোট মানুষদের এলাকায়।'

বিভা মন দিয়ে শুনছিল। বলল—'ঠিকই বলেছ।'

মোক্ষদা ঘাড় হেঁট করে পাইচারি করছিল।

বিভা—'আমরা এ পাখিটার মিষ্টত্বটুকু শুধু বুঝি।'

—'কিংবা বুঝি এ বড্ড হাড় জ্বালায়।'

—'একে নিয়ে মাঝে-মাঝে কবিতা করতে পারি।'

—'কিন্তু এক-এক সময় একে কুকুর দিয়ে খাওয়াতে ইচ্ছে করে।'

—'তা অবিশ্যি করে না।'

—'আমি ফোন করে দেই।'

—'চিড়িয়াখানায়? দাও।'

মোক্ষদা যাচ্ছিল।

বিভা—'শোনো।'

—'কী মতলব হল আবার?'

—'তাকিয়ে দেখ তো, পাখিটা কেমন মিষ্টি।'

মোক্ষদা সোফায় বসল।

—'মুখে কেমন নিরীহ নিরপরাধ ভাব।'

—'এ রোদের মধ্যে পাখিটাকে দেখতে বেশ ভাল লাগছে। ভাল লাগছে না?

—'এ বেশ একটা সুন্দর জীব তোমার কাছে আছে, এই তো ভাবো?'

—'হ্যাঁ, ভাবি।'

—'এ চলে গেলে তোমার ঘরটা কেমন একটু শ্রীহীন হয়ে পড়বে। তোমার জীবনটাও। এই তো মনে করো তুমি?'

বিভা প্রসন্নভাবে হেসে মোক্ষদার দিকে তাকাল।

মোক্ষদা—'তাছাড়া এই কয়দিন একসাথে থেকে মায়াও ধরে গেছে।'

—'এ কথাও আমি ভেবে দেখেছি যে ভগবান এত দিক ঘুরিয়ে পাখিটাকে যে আমার কাছেই এনে রাখলেন, এর ভেতরেও কেমন যেন সুন্দর মঙ্গল ইঙ্গিত রয়েছে।'

—'সাড়ে তিনশ টাকা দিয়ে কিনেছিলে?'

—'হ্যাঁ, দুটো পাখিই।'

—'আর-একটা কই?'

বিভা একটু চমকে উঠে বললে—'ভুলেই গিয়েছিলাম।'

—'আরো একটা কাকাতুয়া আছে?'

—'না, সেটা ময়না।'

—'ও। তাইতো বলেছিলে, মনে পড়েছে।'

—'কিন্তু সেটা নেই।'

—'কোথায় গেল?'

—'বিড়ালে খেয়ে ফেলেছে।'

মোক্ষদা একটু চুপ করে থেকে বললে—'ইঙ্গিতের কথা বলছিলে, এই তো ইঙ্গিত।'

বিভা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললে—'আমার বড় দুঃখ করে এই কথা ভেবে যে তুমি ক্রমাগত জীবনের সার্থকতার বিরুদ্ধে কথা বল। যে-পাখিটা মরে গেছে তার কথা ভেবে একবার অপেক্ষা করলে না। তার মৃত্যুর ব্যাপার নিয়ে বিধাতাকে করলে ঠাট্টা।' মোক্ষদা সোফায় নিজের শরীরটা এলিয়ে দিয়ে খুব ভাল ছেলের মতন হাসতে লাগল।

বিভা—'যাও, ফোন করো গিয়ে।'

—'কেন?'

—'না। এসব পাখি আমি আর রাখব না।'

—'থাকুক। তোমার কাছেই এরা থাক।'

—'সত্যি বলছি, আমি আর রাখব না।'

—'আমিও তোমাকে ঠাট্টা করছি না। খুব গভীর বিশ্বাসে আমি বলছি বিভা যে তোমার এই ঘরেই এই কাকাতুয়াটার খুব বেশি ভরসা।'

—'যাই, আমি নিজেই ফোন করি গিয়ে।'

মোক্ষদা সোফার ওপর শুয়ে পড়ল। খানিকক্ষণ পরে বিভা ফিরে এসে বললে—'নিতে রাজি হয়েছে, একটা মোটরে করে পৌঁছিয়ে দিলেই হল।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'চলো তাহলে।'

—'চলো।—কিন্তু একবার ভেবে দেখ।'

—'না। কোনো কথা ভেবে দেখতেই আমি আর রাজি নই।'

—'ভেবে দেখো, আজ রাতে—'

—'রাতে কী আবার?'

—'কী রকম দারুণ শীত পড়বে।'

—'পড়ুক।'

—'পাখিটার খাঁচাটাকে তুমি কেন কম্বল দিয়ে মুড়ে রাখতে।'

—'তারা কি রাখবে না?'

—'তাদের কত পাখি। ভুলেও তো যেতে পারে। যেখানে এত প্রাণ নিয়ে কারবার, সেখানে সব সময় সকলের প্রতি ঠিক বিচার কি হয়?'

বিভা পোশাক পরতে যাচ্ছিল। কিন্তু চুপ করে দাঁড়াল। সোফায় এসে বসল আবার। বললে—'কেন আমার সঙ্গে এ রকম খেলা কর তুমি?'

—'খেলা করলাম।'

—'জানই তো এরকম কথা শুনলে আমার কষ্ট হয়।'

—'তা তোমার হয়। কিন্তু আমি কী করব? আমার অপরাধ কোথায়?'

—'কেন, মনে করিয়ে দিতে যাও আমাকে?'

—'বিপদ।'

—'আজ রাতে শীত পড়বে-পাখিটা কম্বল না-ও পেতে পারে। সারারাত শীতে কষ্ট পেতে পারে। নিজের বিচার কল্পনাতে এ সব কথা তো আমি বুঝেও দেখি নি, কোনোদিন মনের ভেতর উঠত কিনা তাও সন্দেহ। কেনই-বা সব খুলে দেখাতে গেলে? এ রকম আঘাত করা তোমার কি উচিত?'

—'তাই তো।

—'তা হলে বসো।'

—'কেন?'

—'দাঁড়িয়ে থাকার তো কোনো মানে নেই।'

—'বেরিয়ে যাব না?'

—'কোথায়?'

—'দু-পা যেদিকে চালায়—'

—'চিড়িয়াখানায় যাওয়া আজ আর হবে না।'

—'নাই-বা হল।'

—'কোনোদিনও হবে না।'

—'বেশ কথা।'

—'তাহলে বসতে আপত্তি কি?'

—'আমি ভাবছিলাম বাসায় যাব।'

—'বসো।'

মোক্ষদা আবার সোফায় বসল।

বিভা—'বাস্তবিক তোমাকে বকেছিলাম?'

—'কই?'

—'কিন্তু তোমাকে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত।'

—'কেন?'

—'তোমার হাতটা আমাকে দাও।'

ডান হাত বাড়িয়ে দিলে। বিভা মোক্ষদার হাতটা তার হাতের ভেতর নিয়ে বললে—'এই পাখিটার তুমি কত উপকারী বন্ধু যে এও তা বুঝেছে বোধ করি, দেখো।'

—'উপকারী বন্ধু?'

—'তোমার হাত এত ঠাণ্ডা কেন?'

—'তোমারটা বেশ গরম তো।'

—'ঠিক কথাই বলেছ। কম্বল না-ও দিতে পারত।' মোক্ষদার হাতটা ছেড়ে দিল বিভা। বললে—'এখন শীতও খুব বেশি। সারারাত পাখিটার কী কষ্ট হত, ভেবে দেখো তো।'

মোক্ষদা কোনো জবাব দিল না।

বিভা—'উঠলে যে?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'না, আমি একটা কথা ভাবছিলাম।'

—'কী?'

—'এ পাখিটাকে ছেড়ে দিলেও তো হয়।'

—'কোথায় ছেড়ে দেবে?'

—'এই জানালা দিয়ে—'

—'তাহলে হয়তো পাশের বাড়িতে গিয়ে পড়বে, বিড়ালে খেয়ে ফেলবে।'

—'চলো, তাহলে জঙ্গলে ছেড়ে দিই।'

—'জঙ্গল কোথায়?'

—'টালিগঞ্জের ওদিকে।'

বিভা ভাবছিল।

মোক্ষদা—'হ্যাঁ, সেটাই এর পক্ষে সবচেয়ে তৃপ্তির জিনিস হবে। এই যে চিৎকার, এ শুধু আকাশে উড়ে ফিরবার জন্য।'

কাকাতুয়াটার কাছে এগিয়ে গিয়ে মোক্ষদা—'এই দেখো, কেমন নিজের বুকটা কামড়ে জখম করছে।'

—সত্যিই পাখিটার এ-রকম আত্মনির্যাতনের প্রতিকার আমিও করতে পারব না। চিড়িয়াখানার লোকেরাও করতে পারবে না।'

—'একে যদি এক্ষুণি ছেড়ে না দেওয়া যায় তাহলে দুদিন পরে তুমিই হয়তো তোমার বাবার সঙ্গে গিয়ে আলিপুরে দিয়ে আসবে। সেটা কি ঠিক জিনিস হবে?'

বিভা মাথা নেড়ে বললে—'তার চেয়ে ছেড়ে দেওয়াই ভাল।'

—'যে সংসর্গের কথা বলছিলাম, স্বাধীন অবস্থায়ই তা ঢের বেশি ভোগ করতে পারবে। ডিম পাড়তে পারবে। নীড় তৈরি করবে। সন্তানের সাধ মেটাবে। তার-পর নীল আকাশ রোদ জ্যোৎস্না তো আছেই।'

বিভা খুব উৎফুল্ল হয়ে উঠে বললে, 'দাঁড়াও, আমি মোটরটা তৈরি করতে বলি,' ফিরে এসে বললে—'চলো।'

চলছিল। 'হাঁটতে-হাঁটতে বিভা—'সুদর্শনকে সঙ্গে নেয়া যাক।'

—'কেন?'

—'একজন চাকর সঙ্গে থাকা ভাল।'

—'এটুকু চাকরের কাজ আমিও কি করে নিতে পারব না?'

—'সুদর্শনকে ডাকা যাক।

—'শোনো বিভা।'

—'বলো।'

—'তুমিই তো বলেছিলে কলকাতার ফুটপাতে সারারাত হাঁটতে পার, যদি তোমার বাবা সঙ্গে থাকে।'

বিভা ঘাড় হেঁট করে একটু লজ্জিত হয়ে দাঁড়াল।

মোক্ষদা—'এখনকার প্রস্তাবটাও তোমার ঠিক তেমনি।'

—'কিছু মনে করো না।'

—'মনে করি শুধু এই-যে সাহস তোমার আছে, কিন্তু সাহসটা খরচ করতে ভয় পাও। আচ্ছা বেশ। জমিয়ে রেখো। আমি চললাম।'

—'শোনো।'

—'আবার ডাকলে?'

—'আমার অপরাধ ক্ষমা করো।'

মোক্ষদা একটু হেসে বললে—'বলিহারি তোমার, এ দু'মিনিটের মৌখিক পরীক্ষাটুকু বেশ পাকা মাস্টারের মতই করে নিলে। বেশ বেশ।'

দু'জনে নিচে নেমে গেলে।

এদের অনুসরণ করতে হয়। আমি একটা ট্যাক্সি করলাম। ট্যাক্সি করেছিলাম সে প্রায় বার বছর আগে। সেও আমার কাকার জন্য। কিন্তু আজ আবার করতে হচ্ছে তো। সমস্ত মাসের হাতখরচের পয়সা ড্রয়ার থেকে গুছিয়ে নিয়ে কেরায়া করে যখন বসেছি তখন বিভাদের গাড়ি আস্তে আস্তে চলছিল। ট্যাক্সি ড্রাইভারকে বললাম—'টালিগঞ্জে যেতে হবে, এই মোটরটার পেছনে—পেছনে।'

একটা পাড়াগাঁর মত জায়গায় গিয়ে ট্যাক্সি থামল। চারদিকে বাঁশের, আশ-শেওড়া—ভাঁটের বনজঙ্গল, সুপুরি-নারকেলের সার। দু-তিনটে কুঁড়ে ঘর। খানিকটা দূরে একটা একতলা দালান। ট্যাক্সি থেকে যখন নেমেছি কাকাতুয়াটাকে ছেড়ে দেওয়াও হয়েছে। বিভা উড়িয়ে দিলে।

কাকাতুয়াটা উড়ে গিয়ে একটা ছোট নারকেল গাছের ওপর বসল। তাকিয়ে দেখলাম বিভার বড় ফুর্তি। বললে—'এ আমার ডায়রিতে লিখে রাখব।'

মোক্ষদা—'লিখো।'

—'কী শুভ মুহূর্ত-না বলো দেখি।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'খুব তো।'

—'একটা চড়াই তো ছেড়ে দিতে পারা যেত, কিন্তু তার ভেতর কি এত চরিতার্থতা?'

—'তা হয় না।'

—'অবিশ্যি প্রাণীই তো সব।'

—'তা ঠিক।'

—'কিন্তু এই কাকাতুয়াটাকে আমার মনে হত যেমন একজন দেবতা, কে যেন অভিশাপ দিলে, রূপান্তরিত হল, ম্রিয়মাণ হয়ে খাঁচার জীবন চালাতে লাগল।'

—'এ কল্পনা তোমার খুব সুন্দর।'

—'কিন্তু এ রকম হওয়া সম্ভবও তো?'

—'সেই সেকালে শোনা যেত।'

—'আচ্ছা, কাছে তো কোথাও কাকাতুয়া নেই, ও কী করে ওর ঘর চিনবে?'

—'ঘর আপাতত নেই, বানাতে হবে।'

—'কোথায়?'

—'হিমালয়ের দিকে এগুলো থাকে নাকি? ঠিক বলতে পারি না। হয়তো সুমাত্রায় জাভায় বোর্নিওতে।'

—'টেরিটিবাজারের লোকটি বলেছিল, সিঙ্গাপুরের কথা।'

—'তাও হতে পারে।'

—'অদ্দুর কী করে যাবে?'

—'কেমন সুন্দর দুটো ডানা রয়েছে তো!'

—'কিন্তু উড়ছে না কেন?'

—'অনেক দিনের অভ্যাস নেই কি না।'

—'তাছাড়া এ যে ছাড়া পেয়েছে আমার মনে হয় তাও ভাল করে বুঝতে পারে নি।'

একজন ভদ্রলোক এগিয়ে এলেন। মোক্ষদার দিকে আপাদমস্তক তাকিয়ে বললে—'আপনারা এখানে কী চান?'

—'কিছু না।'

—'কিছু না কী রকম? আমার মৌজায় ঢুকলেন কাকে বলে?'

—'আপনার মৌজা?'

—'ভেবেছেন সাহেবি পোশাক পরেছেন বলে ব্রাহ্মণের বাগানবাড়িতেও ঢুকতে পারা যায়, না বলে কয়ে? তা এটা ফিরিঙ্গি পাড়াও নয়, কলকাতাও নয়। এমন দশ-বিশটা সাহেব সেক্রেটারিও আছে আমার।'

মোক্ষদা—'বেশ আমরা চলে যাচ্ছি। আমাদের যা দরকার তা হয়ে গেছে। বিভা তুমি আরো থাকতে চাও নাকি?'

বিভা কাকাতুয়াটার দিকে একবার সতৃষ্ণভাবে তাকিয়ে বললে—'থাক, উড়ে তো যাবেই, কিন্তু দেখে গেলে পারতাম।'

মোক্ষদা—'তাহলে দেখো।'

ভদ্রলোকটিকে মোক্ষদা বললে—'আমরা একটা কাকাতুয়া নিয়ে এসেছিলাম, জঙ্গলে উড়িয়ে দেবার জন্যে।'

—'কাকাতুয়া জঙ্গলে উড়িয়ে দেবার জন্য? এ কি লোটন পায়রা নাকি যে উড়িয়ে লুটিয়ে খেলবার জিনিস? খপ করে একটা মিথ্যেকথা বলে ফেললেন।' লোকটির চিৎকার হা হা করে কয়েকজন ছোকরা ছুটে এল।

ভদ্রলোক—'কার কাকাতুয়া মশায়!'

—'আমার কাকাতুয়া।'

—'আপনার কাকাতুয়া? শুনেছ গোবর্ধন, ঐ নারকোল গাছের কাকাতুয়াটা নাকি এই সাহেবের। উড়িয়ে দিতে এসেছিলেন।

গোবর্ধন বললে—"পাগল না ছাগল। যা যা কেলো, গাছে চড়ে কাকাতুয়াটাকে পেড়ে নিয়ে যা।'

—'আচ্ছা বেএক্তার করলে দেখছি। আমার মৌজায় ঢুকে আমারই পাখিকে বাপ ডাকা।'

—'আবার সাহেবি পোশাক পরে এসেছে।'

—'বলে দিয়েছি, অমন দশ-বিশটা সাহেব আমার জুতো বুরুশ করে দেয়।'

—'সঙ্গে আবার একটা মদ্রাজি ছুঁড়ি এনেছে।'

মোক্ষদা—'কাকাতুয়াটাকে আবার বাসায় নিয়ে যাবে বিভা? বলো তো ওটাকে আবার ধরে নিয়ে আসি।'

বিভা—'বড্ড ভুল জায়গায় ছাড়া হয়েছিল।'

—'বেশ তো, ঠিক করে আবার ছাড়ি, না হয় পেড়ে বাসায় নিয়ে যাই, শিগগির যে উড়বে বলে মনে হয় না।'

এমনি সময় কেলোর একটা মস্ত বড় ইটের আঘাতে কাকাতুয়াটার ঝপ করে মাটিতে পড়ে এক-আধ মিনিট ধড়ফড় করে মরে গেল।

ভদ্রলোক—'গোবর্ধন, একটা কাঁচি নিয়ে এসো তো। আর হাড়মাস তুমি এই নারকেল গাছের সঙ্গে বাঁধো। হারামজাদার দুটো কানই আমি কেটে দেব।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গোবর্ধন মজা পেয়ে কাঁচি আনতে গেল।

—'আহা আপনার নিজের ছেলে, সামান্য একটা কাকাতুয়ার জন্য?'

—'সামান্য কাকাতুয়া! বাঁধো তুমি রাস্কেলকে। ডিসিলভা সাহেবের কাছে এই কাকাতুয়া বেচে আমি দুশ টাকা পেতাম।'

—'একটা বুড়ো কাকাতুয়া তো!'

—'ও কান আমি কাটবই।'

—'আপনার মত মহাজনের কাছে দুশ টাকা কি একটা টাকা হুজুর?'

—'না, না, কান কেটে তবে কথাবার্তা বলব তোমার সঙ্গে।'

তাকিয়ে দেখি মোক্ষদা ও বিভা কাকাতুয়াটার কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

ভদ্রলোক—'আপনারা কী চান?'

—'এটাকে নিয়ে যাব।'

—'তা পঞ্চাশ টাকার কমে হবে না।'

—'এটা তো আমাদেরই জিনিস।'

—'উকিল লাগান গিয়ে।'

মোক্ষদা কাকাতুয়াটাকে তুলে ধরল।

ভদ্রলোক—'মিছিমিছি ভদ্রলোকের ছেলে হয়ে মার খেতে চান!'

আশেপাশের গাছে গাছে অনেকগুলো শকুন এসে বসেছিল। মোক্ষদা কাকাতুয়াটাকে সেই শকুনগুলোর দিকে লক্ষ্য করে ছুঁড়ে ফেলে দিল। একটা বিরাট কাড়াকাড়ি পড়ে গেল।

বিভা হাঁটতে-হাঁটতে বললে—'কি যে ব্যাপার।'

আস্তে আস্তে তাদের পিছে-পিছে হাঁটছিলাম আমি।

—'কেই-বা জানত এরকম হবে?'

—'মরত তো একদিন।'

—'কিন্তু এ রকমভাবে মরা?'

—'শকুনগুলোর কথা ভাবছ বোধ করি। ওরা মাংস ছাড়া খায় না। মাছ খাবে না।'

বিভা নিস্তব্ধ হয়ে রইল।

মোক্ষদা—'কিন্তু কাকাতুয়াটার তো এখন কোনো বোধ নেই আর, তার কাছে তুমিও যা, শকুনও তা।'

বিভা খানিকক্ষণ চুপ করে বললে—'যাক, সবথেকে বড় স্বাধীনতা পেয়েছে।'

—'হ্যাঁ। কোনো রকম ঝকমারিই নেই এখন আর।'

একটু চুপ থেকে বিভা—'তুমি হয়তো গোড়ার থেকেই ভেবেছিলে যে পাখিটা এই রকম করে মরবে।'

—'আমি? না, তা ভাবি নি অবিশ্যি।'

—'আচ্ছা, ভদ্রলোক আমাকে মদ্রাজি বললেন কেন?'

—'মেয়েমানুষদের সম্বন্ধে তার ধারণা স্পষ্ট নয় হয়তো।'

—'আমি কি মদ্রাজি মেয়েদের মত দেখতে?'

—'আমার তো তা মনে হয় না।'

—'না, ঠিক করে বলো।'

—'কী জানি, মদ্রাজি যুবতীদের আমি ভাল করে দেখি নি।'

—'আমি দেখেছি, কিন্তু আমার ভাল লাগে না তাদের।'

—'কেন?'

—'হয়তো তাদের বেণী বাঁধবার বা কাপড় পরবার ধরনটা পছন্দ হয় না। কিন্তু মুখ তো ভাল। নাক চোখ ঠিকঠাক, কিন্তু তবুও কেন যেন মনে ধরে না আমার।'

মোক্ষদা কোনো জবাব দিল না।

বিভা—'কেন বলো তো?'

মোক্ষদা একটু হেসে—'ঐ ভদ্রলোক তোমাকে মদ্রাজি বলেছে বলে হয়তো।'

বিভা হেসে বললে—'আচ্ছা এ রকম ভদ্রলোকও থাকে?'

—'দেখলে তো রয়েছে।'

—'ছেলেটার কান কেটে দেবে?'

—'না। মনে হয় না। এদের রাগ খুব সহজে পড়ে যায়। আমাদের মারতেও তো এল না।'

—'অবিশ্যি মদ্রাজি মেয়েরা খুব বুদ্ধিমতী।'

—'নিশ্চয়ই।'

—'মানুষ হিসেবেও তারা যে-কোনো মানুষের মতই।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'খুব।'

—'আমি শুধু তাদের সৌন্দর্যের বিশেষত্বের কথা বলছিলাম।'

—'তা বুঝেছি।'

—'ইহুদি মেয়েদের দেখেছ?'

—'হ্যাঁ, আমিও দেখেছি।'

বিভা একটু থেমে—'তাদের রূপ তোমার কেমন লাগে?'

—'বেশ তো।'

—'পার্সিদের?'

—'তারাও খুব সুন্দর।'

—'আচ্ছা, কলকাতায় আর্মানি বলে এক জাত আছে?'

—'আছে।'

—'তাদের কথা প্রায়ই শুনি।

—'দেখ নি?'

—'না।'

—'আমিও বড় একটা দেখি নি।' তাকিয়ে দেখলাম বিভা কাঁদছে। মোক্ষদা—'চোখে জল এসে পড়ল তোমার, কাকাতুয়াটার দুঃখে?'

—না না, ও মরে ভালই হয়েছে। বেঁচে থেকে কষ্ট পাচ্ছিল মোক্ষদা।'

—'চলো, এবার তো উঠি। লোকটা তালেবর। কিন্তু মেয়েদের জানে না, চেনে না।'

দিন দুই পরে।

একদিন সকালে উঠে দেখলাম বিভার বাবা একজন পার্সি যুবকের সঙ্গে তার মেয়ের ঘরে ঢুকে বললেন—'এই যে আমার মেয়ে, এই বিভা। আপনি বাঙালি মেয়েদের সঙ্গে কথা বলতে চাইছিলেন—'এর সঙ্গে আলাপ করুন। বিভা, ইনি, এর নাম রুস্তমজি, ইনি পার্সি হলেও বেশ ভাল বাংলা বলতে পারেন। দেখো-না আলাপ করে।' বলেই চলে গেলেন।

—'আপনি বসুন রুস্তমজি।'

—'এই সোফায়?'

—'নিশ্চয়ই।'

—'আপনার কাজের খুব ক্ষতি করলাম।'

—'মোটেই না, আপনি বাংলা শিখলেন কী করে?'

—'সে অনেকদিন হল শিখেছি।'

—'কলকাতায় আছেন?'

—'হ্যাঁ।'

—'বম্বের পার্সিরা বাংলা জানেন না?'

—'খুব কম।'

—'বাস্তবিক পার্সিরা ভারি চমৎকার জাত।

—'কোন হিসেবে?'

—'সব দিক দিয়েই।'

রুস্তমজি সুন্দর হাসতে লাগল।

বিভা—'বাস্তবিক আমি অনেকদিন ভেবেছি যে পার্সিদের মতন এমন নীরব গুণী জাত ভারতবর্ষে আর-একটাও নেই।'

—'অনেকে এই কথা বলে বটে।'

—'ঠিকই বলে।'

—'কিন্তু আমার খানিকটা সন্দেহ আছে।'

—'সে আপনার বিনয়।'

—'তা নয়।'

বিভা বাধা দিয়ে বললে—'আমরা হিন্দুরা বা মুসলমানরা যদি আপনাদের মত হতে পারতাম তা হলে আমাদের দেশের ঢের লাভ হত।'

রুস্তমজি অবিশ্বাস করে হাসতে লাগল।

বিভা—'যাক, আপনাদের আদর্শ তো আমাদের সামনে আছে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রুস্তমজি তার ছড়ি রাখতে রাখতে বললে—'সেইটে বড্ড ভুল।' বিভা একটু বিস্মিত হয়ে যুবকটির দিকে তাকাল। রুস্তমজি তার হ্যাট খুলে সোফার ওপর রাখল। দিব্যি একমাথা কাল চুল বেরিয়ে পড়ল, এক কিনার দিয়ে পরিপাটি টেরি। বেশ দামি স্যুট, ছেলেটির বয়সও অল্প, পঁচিশ-ছাব্বিশ হবে। বেশ সুন্দর সুগঠিত পুরুষদের চেহারা। বিভার খুব ভাল লাগছিল বোধ করি। রুস্তমজি তার চুলের নিটোল পালিশের ওপর ধীরে ধীরে একবার হাত বুলিয়ে নিয়ে বললে—'রতন টাটার নাম শোনেন নি বোধ করি?'

—'কেন শুনব না।'

—'আপনার একালের মানুষ কিনা। তাছাড়া পার্সিদের খবর কেই-বা রাখে?'

—'বা রে, খুব শুনেছি।'

—'আপনার অবিশ্যি শিক্ষাদীক্ষা ঢের আছে, কিন্তু অনেক বাঙালিই তার নামও জানে না।'

—'স্যার রতনের বিষয় মোটামুটি খুব বেশি আমিও জানি না রুস্তমজি।'

—'তার জীবনের একটা কথা বলছি।'

—'বলুন।'

—'বিলেতের দরিদ্রতা ও বেকার সমস্যা সম্বন্ধে ভাল করে অনুশীলন করে দেখবার জন্য অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটিকে তিনি পাঁচ হাজার টাকা দিয়েছিলেন এক সময়।'

—'ও'।

—'রতন সম্বন্ধে এই একটা কথা আপনাকে বলতে চাচ্ছিলাম। আর-কিছু না।' বিভা ঘাড় হেঁট করে রইল।

রুস্তমজি—'জিনিসটাকে কেমন মনে হয় আপনার?'

—'ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না।'

—'সত্যি ভারি মজার।' রুস্তমজি হাসতে লাগল। বললে—'বিলেতের দরিদ্রতা আর আনএমপ্লয়মেন্ট-এর দাম পাঁচ হাজার পাউন্ড, বুঝলেন?' গলার আওয়াজের ভেতর খানিকটা বিদ্রূপ এই ছেলেটির। বিভা কোনো কথা বললে না।

রুস্তমজি—'এটা অবিশ্যি ইতিহাসের পাতায় ছাপা হয়ে থাকবে। কিন্তু আমরা পার্সিরা আমাদের প্রাইভেট জীবনেও এমনি অনেক অবাস্তবতার প্রমাণ দেই।' বলে খুব মিষ্টিভাবে একটু হাসল।

বললে—'টাকা আছে কিন্তু টাকা দিয়ে যে কী করে উঠব বুঝতে পারি না। অবিশ্যি টাকার একটা উদ্দেশ্য ছিল। তিনি বিলেত থেকে মার্কহ্যাম সায়েবকে আনিয়া পার্সি ইনস্টিটিউসনগুলোও স্টাডি করে দেখবার ব্যবস্থা করে নিয়েছিলেন। যাক গে—'

—'আপনি পার্সি তো?'

—'কেন, সন্দেহ হয় আপনার?'

—'এমন নিখুঁত বাংলা বলতে পারেন।'

—'আপনি যদি বম্বেতে পঁচিশ বছর থাকতেন তাহলে চমৎকার গুজরাটি শিখে যেতেন।' বলে ছেলেটি মিষ্টি করে হাসল আবার। তাকিয়ে দেখলাম বিভার খুব ভাল লাগছে।

রুস্তমজি—'আরো শুনুন।' বিভা চোখ তুলে ছেলেটির দিকে তাকাল।

রুস্তমজি—'বম্বেতে আমাদের দুটো স্কুল আছে। জামশেদজি জিজিভাই আর জিজিভাই স্কুল। বেশ কথা। কিন্তু দুঃখের বিষয় দুটো স্কুলেরই সেই এক কোর্স, এক সিলেবাস। কোনো বিচিত্রতা নেই।'

বিভা চুপ করে ছিল।

রুস্তম—'এর ভেতর একটাকে ইন্ডাস্ট্রিয়াল স্কুল করে দিলেই হত।'

—'আবার ইন্ডাস্ট্রির কথা?'

—'কেন খারাপ লাগছে?'

—'পৃথিবী তো এই নিয়েই আছে।'

ছেলেটি হাসতে লাগল।

বিভা—'ব্যবসার কথা শুনতে আমার একটুও ভাল লাগে না।'

—'কিন্তু দরকার যে।'

—'সমস্ত পৃথিবীটাই এই দরকারটাকেই শুধু মাথায় তুলে নিয়েছে যেন। জীবনে আরো যে কত জিনিসের দরকার ভুলে যায়। যেখানেই যাই, যে বই খুলি, যে কাগজ দেখি, যার সঙ্গে কথা বলি কেবল ইন্ডাস্ট্রি টারিফ, প্রোডাকশন।'

—'আপনারা অবিশ্যি আর্ট ভালবাসেন।'

—'বাঙালি আর্টের জাত।'

—'কিন্তু তাতে জাতির উন্নতি হবে কি?'

—'মিঃ রুস্তম, উন্নতি-অবনতির কথা শুনতে চাই না। যে-জাতের যে-রকম প্রতিভা তার সেদিকেই চলা উচিত। না হলে বিড়ম্বনার আর শেষ থাকে না। উন্নতির নাম যদি হয় লাখ-লাখ টাকার ব্যবসা চালনা, এই শুধু, তা হলে সে রকম উন্নতি আমাদের জাতের কোনোদি ও যেন না হয়।'

—'আমার এস. নাইডুকে মনে পড়ছে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'বেশ।' বিভা কোনো উত্তর দিল না।

—'তিনিও তো বাঙালি?'

—'হ্যাঁ।'

—'আগে ভাবতাম মাদ্রাজি।'

—'নাইডু বলে?'

—'কিন্তু এ রকম কবিতা বা আর্ট মাদ্রাজিদের ভেতর হয় না?'

রুস্তমজি একটু থেমে—'আপনিও একদিন তার মতন হবেন বোধ করি।' বিভা একটু হেসে—'প্রথম চেহারা আমাদের দু'জনের একটুও মেলে না।' দু'জনেই হাসতে লাগল। তার কথা এখানেই শেষ হল।

—'আপনি যাই মনে করুন না কেন আমার যা বলবার তা আমি বলব।'

—'তাই তো বলা নিয়ম। নইলে কথা হবে কী করে?'

—'দেখুন, আমরা ব্যবসায়ের জাত।'

—'সে-কথা আমি জানি না।'

—'আমি বলছি আপনাকে আমাদের প্রতিভা ব্যবসায়েই।'

—'পার্সিদের তো অনেক পুরনো একটা ইতিহাস আছে।'

—'তা আছে বই কি।'

—'সেখানে তো দেখতে পাই তারা কবিতা কলাশিল্পের জন্য রয়েছিল বেঁচে।'

—'আপনি ইরানের কথা বলছেন?'

—'ইরানকে বাদ দিতে চান?'

ছেলেটি একটু গম্ভীর ও বিমর্ষ হয়ে বললে—'না না।'

—'আপনাদের গালিচার থেকে শুরু করে হাফেজ সাদী রুমির সঙ্গে সম্পর্ক কতটুকু, বিধাতাই জানেন।'

ছেলেটি হাসল।

—'আর ওমর খৈয়াম এমন ব্যবসাদারই ছিলেন যে সামান্য একটা জিনিসের [জন্যে] সমরখন্দ বিকিয়ে দিতে চাইলেন।'

ছেলেটি এবার খুব মজা পেয়ে হাসতে লাগল। বললে—'আপনি সবই জানেন দেখছি।'

—'ক্রিয়েটিভ আর্টের নোকর ছিল বলেই জানতে হয়েছে।'

—'কিন্তু সে এক যুগ চলে গিয়েছে, সে আর ফিরে আসবে?' বলে ছেলেটি কার্পেটের ওপর ছড়ি দিয়ে গোটা দুই খোঁচা দিল।

—'আপনারা ফিরিয়ে আনতে পারবেন না?'

—'না। প্রাণের ভেতর কবিতা এত কম বোধ করি!'

—'আপনি?'

—'আমরা সকলেই।

—'মানে বম্বেতে?'

—'হ্যাঁ।'

—'কিন্তু ইরানে?'

—'সে-খবর আমি ঠিক বলতে পারি না।' ছেলেটি বললে—'আর একটা বিশেষত্ব হচ্ছে আমাদের এই ক্রিয়েটিভ আর্টকে যে উপেক্ষা করছি সে কথা মনেও জাগে না কোনোদিন। যদিও বা জাগে, ভাবি, এ ভালই করছি। বললে,—

'কেউ যদি আমাদের জাতের এ অভাব দেখতে আসে পুরনো গৌরবের দোহাই দিয়েই চুপচাপ পড়ে থাকি। থাক আমি আপনার সঙ্গে আর্টের কথা বলতে পারব না। কিছু জানি না যে।'

—'আপনাদের প্রতিভা তা হলে এবার ঘুরে গেল?'

—'হ্যাঁ।'

—'ব্যবসার দিকে।'

—'হ্যাঁ, তাই আমাদের আজকের আর্ট।'

—'আমার বাবাও ব্যবসা নিয়ে আছেন, কী পরিতৃপ্তি পান জানি না।'

—'যার যা খেয়াল তাই নিয়েই তার চরিতার্থতা।'

বিভা একটু বিস্মিত হয়ে—'আপনার মুখে 'চরিতার্থতা' শব্দটি শুনব বলে আশা করি নি।'

—'কেন?'

—'এ খুব দামি বাঙালি শব্দ।'

—'বললামই তো পঁচিশ বছর ধরে বাংলা বলছি।'

—'বাংলা বইও পড়েন নিশ্চয়।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'হ্যাঁ।'

—'কার? ঠাকুর স্কুলের?'

—'হ্যাঁ হ্যাঁ।'

—'তাই হবে।'

—'রেডিওতে বাংলা গান শুনি।'

—'বেশ।'

—'বাংলা থিয়েটারেও তো যাই।'

বিভা ভয় পেয়ে উঠল।

রুস্তমজি—'চমকালেন যে!'

—'বাংলা থিয়েটারে গিয়ে আপনার ভাষার সৌন্দর্যটুকু মাটি হয়ে যাক।'

—'সত্যি!'

—'কোনো নাটক নেই সাহিত্য নেই কিছু নেই সেখানে।'

—'তা তো আমি জানতাম না!'

—'ভাল বাংলা বলতে হলে দুটো জিনিস করবেন না।'

—'কী।'

—'বাংলা খবরের কাগজ পড়বেন না।'

রুস্তমজি হাসতে লাগল।

—'আর থিয়েটারে যাবেন না।'

—'অবিশ্যি একটু আমোদের জন্য যাই।'

—'কিন্তু আমোদ আপনার ভাষাকে একেবারে বিগড়ে ফেলবে।'

—'আপনিও যান না বুঝি থিয়েটারে?'

—'যাবার খুব ইচ্ছা, কিন্তু প্রতীক্ষা করছি।'

—'কীসের জন্য?'

—'কবে সুসময় আসে।'

—'মানে ভাল বই?'

—'মানে বেশ মূল্যবান আর্ট হয় কবে, আশা করি শিগগিরই হবে।'

—'আশা করি।'

—'তখন বয়স যদি পিসিমার মত হয় তাহলেও গিয়ে দেখে আসব।' রুস্তমজি হাসছিল।

বিভা—'যা দেখছি, দিদিমার মত বয়স না হতে সে দিন আসবে না।'

—'আপনিই লিখুন না একখানা বই।'

—'থিয়েটারের জন্য?'

—'হ্যাঁ।'

—'তাহলে নিজেকেই ধিক্কার দিতে হবে যে! এটুকু আত্মগ্লানির হাত থেকে এখনো বেঁচে আছি। তাও এক এক সময় মনে হয় বই না লিখে থিয়েটারে অভিনয় করতে নামলে হত। কিন্তু রুচি ছিল আমার বই লেখার দিকে। শক্তি হয়তো অভিনয়েই ফুটত। কাজেই কিছু হল না।' বলে বিভা চুপ করল।

রুস্তমজি—'এসব আর্টের কথা আমাকে বলে নিজেই হতাশ হচ্ছেন শুধু।'

—'কেন?'

—'অভিনয়ও বুঝি না, বইও বুঝি না, এক জিনিসের ইন্ডাস্ট্রিয়াল দিক বুঝি কিন্তু থিয়েটারের ইন্ডাস্ট্রিয়াল দিকও আমার কাছে অন্ধকার।'

—'বায়োস্কোপের?'

—'তাও।'

—'পার্সিদের ভেতর তো বড় বড় পিকচার হাউসের মালিক আছেন।'

—'কিন্তু জানি না ফিল্মের বড় বড় ডিরেক্টর আছেন কি না। ফিল্মের ব্যবসায় স্টার আর ডিরেক্টরদের তো লস। যাক, আর্টের কথা থাক।'

—'কিন্তু আর্টের কথা বলছিলেন না তো আপনি।'

—'কী বলছিলাম?'

—'আর্টের সম্পর্কে যে ব্যবসাটুকু তারই হিসেব তো দিচ্ছিলেন।'

—'মানুষ আমরা হিসেব-নিকেশেরই; সেই ধরনের কথাই বলি আবার।'

—'বলুন।'

—'পার্সিদের প্রশংসা করছিলেন আপনি। আমি দেখাচ্ছি আমরা প্রশংসার কত কম যোগ্য।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'আমার কাছে নিজেদের জাতকে অযোগ্য প্রমাণ করে আপনার কী লাভ? আপনার ব্যক্তিগত লাভই-বা কি?'

—'লাভ এই, আমাদের দু'জনের কথাবার্তার ভেতর বেশ খানিকটা আন্তরিকতা জমে উঠবে।'

বিভা ঘাড় হেঁট করল—'সেটা কি বড় লাভ? আন্তরিকতা জমাতে গিয়ে নিজেদের জাতকে কি নিন্দা করতে হয়?'

—'যেখানে তারা অযোগ্য তা নিঃসঙ্কোচে দেখাতে হয় না? সে সব চেপে রাখলে আমার সম্বন্ধে কী রকম ধারণা হত আপনার?'

—'কিন্তু নিজের জাতকে না হয় রেহাই দিতেন। নিঃসঙ্কোচের আন্তরিক কথা তো অন্য অনেক বিষয় নিয়েও চলে।'

—'ক্রমে ক্রমে চলবে।'

বিভা যেন সময় বুঝে চুপ করল।

রুস্তমজি—'কলকাতায় ধরুন পার্সিদের সংখ্যা কত কম, কিন্তু তবুও এখানে আমাদের দুটো অগ্নিমন্দির আছে। দুটো রাখবার কী দরকার? এগুলোর পেছনে খরচও কি কম!'

—'আপনাদের সেই আগুনের পুজো এখনো চলে আসছে?'

—'হ্যাঁ।'

—'ভারি চমৎকার।'

রুস্তমজি-'ঠাট্টা করছেন হয়তো।'

—'না না, এ আমার খুব আন্তরিক কথা মিঃ রুস্তমজি।' বিভা একটু থেমে বললে—'বাস্তবিক মানুষ যখন প্রথম জন্মেছিল তখন আগুন অরুণ এই সব নিজিসই তার কাছে সবচেয়ে বেশি আশীর্বাদের মতন মনে হয়েছিল।' বললে—'আশীর্বাদের মতনই কি শুধু? খু বিস্ময়ের জিনিসও নয় কি রুস্তমজি? ধরুন, একটা পাহাড়ের ওপর আরণি জোগাড় করে আগুন জ্বালিয়ে দেয়া হয়েছে, তার ভেতর ঘি ঢালা হচ্ছে, সেই কোন এক ভোরের জগতে, কেমন এক ভোরের বেলা।'

—'কিন্তু আমরা ঢের অগ্রসর হয়েছি।'

—'হ্যাঁ, আগুনের চেয়ে ঢের খারাপ জিনসকে পুজা করতে শিখেছি আমরা।'

রুস্তমজি একটু হেসে বললে—'তা যাই হোক।'

—'ভগবানকে কজনে পুজো করি আমরা?'

—'তা করি না অবিশ্যি।'

—'একটা জিনিসকেও তো আমরা সকলে মিলে পুজো করি আজকাল।'

—'টাকাকে? কী বলেন?'

—'বলেই তো ফেললেন দেখছি।'

—'খুবই সোজা বলা।'

—'মনের ভেতর সব সময়েই বোধ করি এর জন্য একটা জায়গা রয়েছে?'

—'শুধু জায়গা?'

—'তবে?'

—আসন।' রুস্তমজি হাসতে লাগল।

বিভা—'সেই জন্যই আমার মনে হয় পৃথিবীর সব জাত মিলে একটা ধর্মমন্দির গড়া যাক, এই টাকাকে কেন্দ্র করে।'

—'একটা ওয়ালর্ড ব্যাঙ্ক গোছের?'

—'আজকালকার দিনে একটা ওয়ালর্ড ব্যাঙ্ক ছাড়া আর কিছু হবে না।' রুস্তমজি একটু চুপ করে থেকে বললে—'আমি যা বলছিলাম, দেখুন দুটো তো ফায়ার টেম্পল আছে কলকাতার শহরে, কিন্তু পার্সিদের জন্য এমন একটা প্রাইমারি স্কুল নেই এখানে, যেখানে গিয়ে পার্সি ছেলেমেয়েরা তাদের ধর্মের গোড়ার মূল সূত্রগুলো শিকতে পারে।'

—'আপনাদের মধ্যে পুরোহিতদের খুব প্রভাব।'

—'হ্যাঁ, অনেকটা আপনাদের ব্রাহ্মণদের মত।'

—'শুনেছি তাদের নাকি খুব প্রতিভা আছে?'

—'হ্যাঁ, শিক্ষাদীক্ষায়ও তারা অনেকই খুব উন্নত।'

—'তাদের ভেতর থেকে এদেশের নেতাও তো অনেকে জন্মেছে?'

—'দাদাভাই নৌরজি, ফিরোজসা মেটা, জামসেদজি। 'উদবাদে"র নাম শুনেছেন?'

বিভা ভুরু কুঁচকে একটু হেসে বললে—'অবশ্যি কোনো মানুষ নয়?'

—'না।'

—'বম্বেতে একটা জায়গা তো।'

—'ঠিকই বলেছেন। বাঙালিরা অবিশ্যি অনেকে এর নামও শোনে নি। কিন্তু আপনাদের বেনারস আর গয়া যেমন।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com

—'এতটা আমি জানতাম না।'

—'খুব কম লোকেই জানে।'

—'উদবাদা হচ্ছে বুঝি আপনাদের কাশী?'

—'হ্যাঁ। কিন্তু দেখুন আপনাদের বাড়িতে কত শাস্ত্রচর্চা হয়, হিন্দু ধর্মের ব্যাখ্যা হয়, সংস্কারের চর্চা হয়, কিন্তু উদবাদায় পার্সি ফার্স্ট বুক শেখাবার জন্য দুটো সেমিনারির মতন আছে অবিশ্যি। কিন্তু সে সেমিনারি দুটোর একটি শিক্ষকও আবেস্তা জানে না।' ছেলেটি গম্ভীর হয়ে বিভার দিকে তাকাল। বললে—'আপনি কল্পনা করতে পারেন বেনারসে কোনো ব্রাহ্মণ সংস্কৃত জানে না। বললে—'ব্রাহ্মণ কেন, সেখানে মুটেও হয়তো সংস্কৃত জানে।'

—'কোথায়? বানারসীতে?'

—'তবে কি?'

—'অতটা অবিশ্যি নয় মিঃ রুস্তমজি। তবে উদবাদায় কেউই আবেস্তা জানে না বুঝি?'

—'না, পেহলবি অব্দি জানে না।'

—'এ দুটো তো আপনাদের পুরনো ভাষা।'

—'হ্যাঁ, শাস্ত্রের ভাষা, অথচ নেগলেকটেড। কলকাতায় বাংলাদেশের কত পাড়াগাঁয় কত লোক আছে ব্রাহ্মণ নয়, অথচ বেশ সংস্কৃত জানে।'

—'তা আছে অবিশ্যি।'

—'কোন কোনো মুসলমানও তো জানে সংস্কৃত!

—'শুনেছি।'

—'তাছাড়া দেখুন বাঙালি মুসলমানদের তো সব কিছু আরবি-ফারসির মতে নয়, কিন্তু তবুও তাদের ভেতর ঢের ঢের লোক ফারসি জানে, আরবি জানে, এই সব ভাষায় ইসলামের শাস্ত্র স্টাডি করতে পারে।' একটু থেমে ছেলেটি বললে—'কিছুদিন আগেও কোনো লাইব্রেরি ছিল না উদবাদায়। মেয়েদের জন্য সেলাই—ফোঁড়াই শিখবার ব্যবস্থা ছিল না। ছেলেদের খেলা স্পোর্টের জন্য জিমখানা ছিল না। ম্যাজিক লণ্ঠনের এগজিবিশন ছিল না। পার্সিদের স্বদেশী মেলা ছিল না।' ছেলেটি ছড়ি দিয়ে কার্পেটে একটা খোঁচা দিয়ে বললে—'কল্পনা করতে পারেন, বেনারসে এসব নেই?' বললে—'কলকাতায় কত জায়গায়ই তো রয়েছে।' একটু কেশে বললে—'কিন্তু আমাদের উদবাদার অবস্থা এই রকম।'

কথা শুনতে-শুনতে বিভার শ্রদ্ধা বাড়ে। ছেলেটির এ-রকম পরিষ্কার অকুণ্ঠিত গলা ও আন্তরিকতা তাকে আকৃষ্ট করে রাখে। ছেলেটি বেশ গুরুতর বিষয় নিয়ে কথাবার্তা বলছে বটে। বিভার ভাল লাগল। বললে—'আপনাদের পার্সিদের ভেতর তো ঢের চ্যারিটি আছে।'

—'আছে, কিন্তু আমার মনে হয় সেও আর সদ্ব্যবহার হচ্ছে না। তাছাড়া চ্যারিটি,' ছেলেটি অবিশ্বাসের সঙ্গে মাথা নেড়ে জানলার দিকে তাকাল।

—'চ্যারিটি আপনার ভাল লাগে না?' কিন্তু তবুও চ্যারিটির দরকার। খুবই দরকার। আমার মনে হয় ভারতবর্ষে আপনাদের মধ্যেই সে-জিনিসটা সবচেয়ে বেশি আছে।'

—'তা থাক। কিন্তু সেটা আমি বিশেষ অহঙ্কারের জিনিস মনে করি না। এই যে আমাদের চ্যারিটির বেশির ভাগ দিয়েই তো হয় শুধু [ধর্মশালায়]।'

—'এ সব বেশ ভাল কথা মিঃ রুস্তমজি। কিন্তু চ্যারিটির একটা আলাদা উদ্দেশ্য থাকে কি না। সেটা হচ্ছে দুঃস্থদের দুঃখ দূর করা।'

—'বুঝলাম, কিন্তু তাতে কতকগুলো অলস লোকেরই তো সৃষ্টি হয়।'

—'সেটা অবিশ্যি অপরাধের, কিন্তু আপনি যে-সমস্ত স্কিমের কথা বলছেন এগুলো গভমেন্ট বা ইউনিভার্সিটির বিবেচনার জিনিস, চ্যারিটির সঙ্গে এগুলোর সংস্রব আছে?'

বিভা'—'অলস লোক, অলস লোকের তৈরি হচ্ছে নাকি আপনাদের ভেতর?'

—'খুব।'

—'এই চ্যারিটির জন্য?'

—'তা ছাড়া আর কী?'

—'অবিশ্যি আমি জানি না কিন্তু।'

—'চ্যারিটির দরকার আছে বটে, কিন্তু এর নানা রকম গ্লানি ও অপরাধের দিকও যথেষ্ট। আপনারা তা বুঝতে পারবেন না। কোটি কোটি দীন দরিদ্র লোক আপনাদের ভেতর। টাকাও একদম নেই। কিন্তু আমরা খুব ছোট্ট সম্প্রদায় কি—না। অনেক টাকাকড়িও রয়েছে। কাজেই ঢের গাফলতি, ঢের কুঁড়েমি, কর্তব্য-হীনতা, পাপ চোখে এসে পড়ে।' বললে—'আপনাদের কলকাতায় কালীমন্দির কটা আছে শুনি? অথচ আপনাদের সমস্যা আমাদের চেয়ে যে কত বেশি তার কোনো ইয়ত্তাও নেই। ৫০০টা থাকলেও ক্ষতি ছিল না, কিন্তু আছে কি? একটু থেমে বললে—'যদি আপনাদের ভেতর একদল লোক ক্রমাগত তৈরি করার তালে থাকে তাহলে ব্যথা লাগে নাকি?'

—'সত্যি বড্ড বিশ্রি অপব্যয়।'

—'সেইজন্যই বলছিলাম।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'জনসাধারণের জন্য কয়েকটা মন্দির থাকলেই হল, কিন্তু যারা জীবনটাকে বুঝতে পেরেছে মিঃ রুস্তমজি তাদের একটা মন্দিরেরও দরকার নেই।'

—'না, তা, নেই।'

—'ভোরের বেলা এই পুবের জানালাটা খোলা থাকে। তাকিয়ে দেখি মেঘের রং একেবারে সোনা হয়ে গেছে। কত রোদ। কী আনন্দই—না পাখিদের। আর সরল শিশুর চোখের মত নীল আকাশের গায় পায়রাদের সাদা-সাদা ডানাই তো কী সুন্দর। এই সব ছেড়ে কোন মন্দিরে যাব বলুন। কীই-বা শিখব সেখানে গিয়ে, কার কাছেই-বা।'

—'কাজেই ১০০টা অগ্নি মন্দিরের অপ্রাসঙ্গিকতা বুঝলেন তো?'

বিভা নিজের ভাবে ছিল। রুস্তমজির কথা তার কানেও গেল না বোধ করি। ছেলেটি বললে—'গরিব পার্সিদের জন্য শস্তায় বাড়ি তৈরি করে দেয়া হয়, এগুলোরও তো কোনো মূল্য নেই। দুদিন পরে যাবে নষ্ট হয়ে, ভেঙে। তার চেয়ে বেশ সুন্দর মজবুত বাড়ি তৈরি করলেই তো ভাল, যাতে দেখবার জিনিস হয়ে দাঁড়ায়। সে সব দিকে লক্ষ্য রাখলেও মন্দ কি? পার্সিরা এতদিন ভারতবর্ষে রইল কিন্তু তবুও তাদের মত একটা জিনিস রেখে যেতে পারল না; কবরও তো কত সুন্দর। আমাদের দেখে লোকে ভয় পায়। একবার দেখলে দ্বিতীয়বার মনে থাকে না', বললে—'এ সব জিনিসের কোনো মনে আছে?' ঘাড়টা ঘুরিয়ে বললে—'সেই জন্যই আমি এই সবের কথা বলছিলাম। তারপর কালচার, আর্কিটেকচার।'

বিভা একটু হেসে বললে—'আস্তে আস্তে হবে। এত তো নিন্দে করলেন নিজেদের, তবুও আমি জানি আপনারও জাত খুব মূল্যবান। ক্রমে-ক্রমে সবই করতে পারবেন।'

—'লোকের মনের থেকে একটা ধারণা কিছুতেই যায় না যে আমরা মূল্যবান জিনিস।'

—'কী করে যাবে, ভিতরে বাইরে সব দিকেই তো আপনাদের অনেকখানি সর্বাঙ্গীণতা দেখি।'

—'সে-সব পঞ্চাশ বছর-একশ বছর আগের কথা, তখন অবিশ্য আমাদের সম্বন্ধে মানুষেরা বিমুগ্ধ হয়ে যা ভাবে, আমরা অনেক পরিমাণে তাই-ই ছিলাম,' বললে—'কিন্তু এখন সে সব সফলতা চলে গেছে। ব্যবসায় আমাদের প্রাধান্য নেই, না আছে শিক্ষায় দীক্ষায়।' বললে—'তারপর, আমরা আজকাল শিক্ষার যতটুকুই বা ধার ধারি সেটুকুও ব্যবসায়ের সুবিধা হবে বলেই। কালচারের সঙ্গে আমাদের কোনো সংশ্রব নেই। জগদীশ বোস বা রমণের মত একজন লোক আমাদের ভেতর নেই, কোনোদিন ছিল কি? এই তো রাধারমণের কথা কতদিন ভাবি, কিন্তু পার্সিদের ভেতর এরকম একজন মনীষী কোনোদিন জন্মাবে? রবিবাবু তো স্বপ্নের জিনিস!' একটু হেসে বললে—'তারপর গোঁড়ামিও ঢের, ম্যালেরিয়া হবে, তবুও বাড়ির কুয়ো বন্ধ করব না, একটা আধুনিক ধরনের কাজের জন্য আমাদের সহানুভূতি নেই। ভাল করে কাজ করতে দেয় না, না জানি কী করে বসে, কোথায় আমাদের ধর্মে সংসারে আঘাত দেয়?'

বিভা—'এরকম করে যদি আপনি বলতে থাকেন তাহলে আমাকে বড্ড অপমান করা হয়।'

—'কেন?'

—'এর চেয়ে ঢের বেশি গলদ, পদে-পদে কলঙ্ক আমাদের ভেতর অসংখ্য পরিমাণে আছে, আপনি তা কল্পনাও করতে পারবেন না হয়তো শুনলে শিহরিত হয়ে উঠবেন। কিন্তু নিজেদের সম্বন্ধে এত কথা যখন বললেন তখন—'আমারও তো উচিত আপনাকে সব খুলে বলা?'

—'বলুন।'

—'খুব সরলভাবেই তো বললেন। কিন্তু তবুও আমি পারব না।'

—'কেন?'

—'আপনাদের চেয়ে আমরা ঢের কম মূল্যবান যে!'

—'আমরা যে কী তা তো দেখালামই।'

—'কিন্তু আমাদের তুলনায় এ তো স্বর্গ।'

—'অবাক হয়ে যাই আমাদের সম্বন্ধে লোকের ধারণা কিছুতেই বলদায় না কেন?'

—'এই তো আপনার সঙ্গে পরিচয় হল, আপনাদের সম্বন্ধে আগে যে-ধারণা ছিল আমার, কোথাও তাতে একটুও আঘাত পেলাম না তো।'

—'আচ্ছা, ওঠা যাক।'

কিন্তু বসল।

তারপর কী যেন ভেবে উঠে পড়ল ছেলেটি।

কিন্তু পরদিনই আবার এল।

বললে—'সকালটা আপনার এখানে কাটাতে বেশ লাগে।' বললে—'আপনার কোনো ক্ষতি করি না?'

—'আপনি, আসেন তো নটার সময়, এই সময়ই আমি মানুষের সঙ্গে কথাবার্তা বলি।'

—'কটার সময় ওঠেন?'

—'পাঁচটা।'

—'খুব সকালে তো,' বললে—'শীতের ভেতর উঠতে পারেন?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'উঠে পড়ি।'

—'আপনাদের জন্য এক বাক্স চকোলেট আর দু'টিন টফি এনেছি,' এগিয়ে দিয়ে বললে—'নিশ্চয়ই ভালবাসেন আপনি?'

বিভা শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করে—'হ্যাঁ, ছোটবেলায় খুব ভালবাসতাম।'

পাঁচ-সাতদিন ছেলেটি ক্রমাগত এল। বিভাকে বই দিলে, বাইনোকুলার দিলে, ছবি দিলে, বায়োস্কোপের নতুন রেকর্ড দিলে, আরো নানা রকম খুঁটিনাটি জিনিস দিলে, সে-সবের নামও আমি জানি না। পরিবর্তে বিভা কিছু দিলে না। আশ্চর্য হয়ে ভাবলাম, এও কেমন? কিন্তু ছেলেটির দেখলাম দিয়েই পরিতৃপ্তি? নেওয়ার কোনো আশঙ্কা নেই। কিছু যে পাচ্ছে না সেজন্য মনের ভেতর কোনো আঘাত নেই। এর পর ছেলেটিকে খুব ভাল লাগল আমার। আমার নিজের জীবনের অনেক কথা মনে পড়ল। আমার কিশোরবেলায় আমার ব্যবহার ঠিক এ রকমই ছিল। বেশ হত, আজো যদি তা অক্ষুণ্ন থাকত। কিন্তু জীবন তা দিলে না যে।

একদিন সকালবেলা ছেলেটি এসে বললে, 'আমাদের পরিচয় তাহলে খুব জমল।'

—'হ্যাঁ।'

—'বাস্তবিক আপনার এখানে এল—'ছেলেটি চুপ করল।

বিভা কোনো কথা বলল না।'

—'আপনার সঙ্গে মিলে ঢের ভাল বাংলা শিখে গেছি আমি।'

—'প্রথম থেকেই তো খুব সুন্দর বাংলা বলতে পরতেন।'

—'কিন্তু আমার বন্ধুরা বলে যে আমার বাংলা অ্যাকসেন্ট আনকালচার্ড বাঙালিদের মত।'

—'বাংলায় কোনো অ্যাকসেন্ট নেই।'

—'নেই?'

—'মাঝে-মাঝে গানের মত একটা রেশ আছে।'

—'ভাষাটা বেশ সুন্দর।'

—'আপনাদের আবেস্তাও তো বেশ।'

—'কিন্তু বাংলায় যত কবিতা গান ছবি রয়েছে—'

—'বলেন, কী, আপনাদের ফার্সিতেও তো কত!'

—'ও ইরান সে তো ঢের আগে ছেড়ে দিয়েছি আমরা।'

—'কিন্তু সেখান থেকে তো এসেছেন।'

—'তা তো বটেই।'

—'সে গৌরব তো আপনাদেরই গৌরব।'

এ সব কথা বলতে বা শুনতে ছেলেটির ভাল লাগছিল না। কার্পেটের ওপর ছড়ি দিয়ে আঁখ কাটতে-কাটতে সে খুনসুড়ি করছিল। মুখ তুলে বললে—'চলুন-না একদিন আমাদের পাড়ায়?'

—'কীসের জন্য?'

—'আমাদের বাড়িটা দেখে আসবেন।'

—'তা যাব একদিন।'

—'বলুন কবে?'

—'ঠিক বলতে পারি না।'

—'যাবেন তো?'

—'হ্যাঁ, যাবার তো ইচ্ছা; তবে বাবাকে মত করাতে পারলে হয়।'

—'ও তাঁর সঙ্গে যেতে চান?'

—'তিনিই নিয়ে যান আমাকে।'

—'আপনি একা বেরন না কোথাও?'

—'বেরুতে আপত্তি নেই, কিন্তু আপনাদের বাড়ি তিনিও না হয় দেখলেন।'

—'কে? আপনার বাবা?'

—'হ্যাঁ।'

—'তিনি দেখেছেন অবিশ্যি।'

—'সে তো একা একা গিয়ে।'

—'তবু দেখেছেন তো।'

—'এবার আমার সঙ্গে না-হয় যাবেন।'

ছেলেটি একটু দমে গেল।

বিভা বুঝেছে। কিন্তু চুপ করে রইল।

ছেলেটি বললে—'তাহলে বাবাকে মত করাতে হবে?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'হ্যাঁ।'

একটু চুপ করে বললে—'আচ্ছা করাবেন একদিন।'

—'তাই করাব।'

—'আশা করি অমত হবে না!'

—'আপনাদের মত মানুষেদের বাসায় যেতে অমত কেন?'

—'ধরুন, আপনাকে নিয়ে?'

—অবিশ্যি ও রকম ধরনের গোঁড়ামি আমাদের নেই।'

ছেলেটি খানিক চুপ করে থেকে বললে—'থাকি বাবা, মা আর আমি।'

—'আপনার কোনো ভাইবোন নেই বুঝি?'

—'বোনের বিয়ে হয়ে গেছে। পার্কস্ট্রিটের বাড়িটা আমাদের বেশ খোলা-মেলা জায়গায়।'

—'বেশ ভাল।'

—'আপনি যে পুবের আকাশ এত ভালবাসেন—'চমৎকার দেখা যায়। কারণ পূর্ব দিকটা অবাধ খোলা কি না।'

বিভা কোনো জবাব দিল না।

—'বাড়িটা আমরা বছর তিনেক হল তৈরি করছি। এমন চমৎকার তৈরি। কাজেই শুধু পুবই নয় দক্ষিণে পশ্চিমে যে-কোনো দিকের যে-কোনো জানলার কাছে গিয়ে আপনি দাঁড়াবেন, প্রাণটা এমন খুলে যাবে!' বললে—'দেখবেন আকাশ, চিল, পায়রা, ময়দান, গাছ-তারপর কলকাতার যা কিছু শোভা আছে।'

ছেলেটি থামল।

—'অবিশ্যি কলকাতার শোভা আপনি পছন্দ করেন না?'

—'কই পাড়াগাঁয়ও তো পালিয়ে যাচ্ছি না, শোভা খুঁজবার জন্য!'

—'নিচের তলায় অফিস আর দোকান', ছেলেটি বললে—'আমাদেরই অফিস, খুব মস্ত বড় আর ওপরের দুটো তলায়ই আমরা থাকি। প্রায় বিশটা কামরা আছে। হলের মত বড়-বড়।'

—'তিনজন মানুষের জন্য?'

ছেলেটি একটু হেসে বললে—'অতিথি মাঝে-মাঝে আসে। তাদের জন্য দুটো কামরা আলাদা পড়ে আছে।' একটু হেসে বললে—'আমার বেডরুমটা পুবের দিকে।' বিভার দিকে তাকিয়ে বললে—'হলের মতন বড়।

দু'জনেই চুপচাপ।

ছেলেটি বললে—'আমার বেডরুমের পাশের হলটাকে বানিয়েছি লাইব্রেরি। বাবার খুব আপত্তি ছিল। তিনি চেয়েছিলেন ওটা গেস্টদের জন্যই রেখে দিতে। কিন্তু আমি বললাম একটা লাইব্রেরি না হলে কিছুতেই চলে না।'

—'সে লাইব্রেরিতে বই আছে তো মিঃ রুস্তমজি?'

—'হাজার পাঁচেক বই যোগাড় করেছি।'

—'কী রকম ধরনের?'

—'আপনি অবিশ্যি ঢের খাপ্পা।'

—'অবিশ্যি লাইব্রেরিটা আমার নয়।'

—'এখন থেকে লিটারেচারের বই আনব ভাবছি।'

—'নভেল-কবিতা আপনি পড়েন?'

—'এখন থেকে পড়ব ভাবছি।'

—'কীসের জন্যই—বা?'

—'দেখলাম তো আপনি এসব বেশ পড়েন।'

বিভা একটু হাসল।

রুস্তমজি—'দু'জনের ভেতর ঘনিষ্ঠতা জমাতে হলে এক রকম ধরনের চিন্তা করতে হয়।'

—'আপনার অভ্যাস চট করে বদলাতে পারবেন না।'

—'খুব পারব।'

—'কিন্তু প্রয়োজন নেই।'

—'আছে।'

—'বাস্তবিক নেই।'

—'আপনার সংস্পর্শেই আমার থাকার দরকার।'

বিভা চুপ করল।

রুস্তমজি—'সাধারণ বাঙালি মেয়েদের মত নন তো আপনি।'

—'কেন তারা কী রকম?'

—'জানি না, কিন্তু তাদের কাছে গিয়ে আমি এত সময় নষ্ট করতাম না।'

—'আমার কাছেও সময় নষ্ট করছেন শুধু।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'মোটেই না।'

—'কী লাভ হল আপনার?'

—'আপনাকে আমার খুব ভাল লাগে।'

—'কোন হিসেবে?'

—'জানেনই তো আপনি খুব সুন্দর।'

বিভার খুব খানিকটা আরক্ত হয়ে উঠল।

রুস্তমজি—'সুন্দর জিনিসকে আমরা খুব যত্ন করে রাখি।'

—'আপনারা পার্সিরা?'

—'হ্যাঁ।'

—'তা অবিশ্যি আমি বিশ্বাস করি।'

—'একটা চমৎকার কার্পেটই হোক বা একজন সুন্দর মেয়েমানুষই হোক, এ সব আমাদের খুব শ্রদ্ধার জিনিস।'

—'খুব আশার কথা।'

—'বাঙালিরা ফেলে নষ্ট করে।'

—'কাকে?'

—'সুন্দরকে।'

—'কিন্তু বাঙালিদের ঘরেই তো আছি; নষ্ট হয়ে গেছি কি?'

এমনি সময় বিভার বাবা ঢুকলেন।

পরদিন রুস্তমজি যখন ঢুকেছিল আমি তখন ছিলাম না। খানিকক্ষণ পরে জানালার কাছে আমার ডেক চেয়ারটা নিয়ে বসে দেখি রুস্তমজি একটু কেমন গম্ভীর হয়ে মেঝের ওপর পায়চারি করছে। বিভা আছে একটা সোফায় বসে।

বিভার টেবিলের কাছে দাঁড়িয়ে রুস্তমজি—'টবে ওগুলো কী ফুল? বেশ সুন্দর তো।'

—'নেবেন?'

—'এটা কার ফটো?'

—'আমার।'

—'ছোটবেলার বুঝি?'

—'হ্যাঁ।

অনেকক্ষণ ফটোটার দিকে তাকিয়ে রইল। পরে বিভার মুখোমুখি সোফায় এসে বসে বললে—'ভগবান আমাকে যে আপনার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন এর একটা উদ্দেশ্য আছে।'

বিভা আস্তে-আস্তে উঠে চলে গেল।

পরদিন সন্ধ্যার সময় দেখলাম বিভা আছে বসে, রুস্তমজি মেয়ের খুব কাছাকাছি একটা কুশনে বসেছে। শুনলাম বলছে,—'আপনাকে না হলে আমার কিছুতেই চলে না।'

—'কিন্তু আমার তো হলে।'

—'এ রকম কথা আপনি কেন বলেন?'

—'যা ঠিক তাই তো বলছি।'

—আমার মনে বেদনা দিতেই কি আপনার ভাল লাগে?'

—'কিন্তু কোনো ভুল ধারণা আপনার মনে ঢুকিয়ে দেয়া কি আমার উচিত?'

—'আপনাকে আমি কত ভালবাসি তা আপনি কল্পনা করতে পারবেন না।'

—'যারা ভালবাসে তারা ঐ রকমই বাসে।'

—'কাউকে কোনোদিন আমি এই রকম ভালবাসি নি।'

—'আপনার হৃদয়ের প্রেম খুব গভীর।'

—'তা স্বীকার করেন?'

—'চোখের সামনে এ কদিন করেই তো দেখছি।'

—'দিন রাত আমি যা যাতনা পাচ্ছি!'

—'কিন্তু কী করে আপনাকে আমি সান্ত্বনা দেব বলুন?'

—'বলুন, আমাকে আপনি ভালবাসেন?'

—'কী করে তা বলি?'

—'ভালবাসেন না?'

বিভা চুপ করে রইল।

রুস্তমজি—'মনে করবেন না, পথে-পথে মেয়েদের সঙ্গে আমি ভালবাসা করে বেড়াই।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'এ নিয়ে একবারও আমি ভাবতে যাই নি রুস্তমজি।'

—'অনেক মেয়ে আছে পুরুষদের ওপর তাদের সন্দেহ।'

—'কিন্তু আমার কাছে এ জিনিস একেবারে অপ্রাসঙ্গিক।'

—'আমি যে আর-কোনোদিন কোনো নারীকে ভালবাসি নি এর একটা মর্যাদা নেই।'

—'অনেকে তো প্রেমের পর প্রেম করে বেড়ায়।'

—'সেই কি ভাল?'

—'কেউ-বা একটি প্রেম নিয়ে থাকে।'

—'তাই কি উচিত নয়?'

—'কিন্তু যে-নারীকে আপনি ভালবেসেছেন জীবনের কর্তব্য—অকর্তব্য আপনি কতদূর পালন করছেন সেই দেখেই তো সে আপনাকে ভালবাসতে যাবে না।'

—'তবে কী?'

—'খুব দায়িত্বহীন একটা লোককেও তো সে ভালবাসতে পারে।'

—'পারে?'

—'একজন অসচ্চরিত্র মানুষকেও।'

—'নারীরা এই রকমই বলে।'

—'নারীরা নয়, ভালবাসা জিনিসটাই হচ্ছে বিচিত্র, এর কোনো নিয়মপদ্ধতি নেই?'

—'তাই কি?'

—'দেখুন-না কেন, পার্সি সমাজে তো কত মেয়ে ছিল, বলছেন কাউকে কোনোদিন ভালবাসেন নি। আমাকে এসে বললেন, "দিন রাত যাতনা পাচ্ছি" বিস্ময়ের জিনিস নয়?'

—'শুধু কথাই কি বলব আমরা?'

—'অবিশ্যি আমি চুপ করতে পারি।'

—'আপনি বিস্তব্ধ হলে আমার কষ্ট লাগে।'

—'কী করব বলুন?'

—'চলুন আমরা পৃথিবীর একদিকে চলে যাই।'

—'কেন মিছিমিছি যে বেদনা পেতে যাবেন!'

—'আপনাকে নিয়ে একটা কুঁড়ে ঘরে থাকলেও আমরা জীবন সার্থক হবে।'

—'কিন্তু আমার জীবন?'

—'ব্যথা দিতে এত ভালবাসেন আপনি?'

—'চাই তো সান্ত্বনা দিতে। কিন্তু পথ যে খুঁজে পাই না।'

—'সান্ত্বনা আমি চাই না। মেয়েমানুষের সান্ত্বনা দিয়ে কী হবে আমার!'

—'একটু আস্তে, পাশের ঘরে বাবা আছেন।'

—'আমি চাই ভালবাসা।'

—'একদিন তো পাবেন।'

—'কিন্তু কার কাছ থেকে।'

—'যদি বিধাতার মত বড় হতাম তবে তো বলে দিতে পারতাম।'

—'কিন্তু বিধাতার চেয়ে বড় আপনি।'

—'আমি?'

—'আমার জীবন আপনার হাতে, বলুন, বলে দিন বিভা! বলে, তুমি আমায় ভালবাস?'

বিভা অবিশ্যি কিছু বললে না।

ছেলেটি সোফার ওপর কাত হয়ে চোখ বুজে রইল।

বিভা—'একদিন যেদিন আজকের দিনের কথা আপনার কাছে স্মৃতিমাত্র হয়ে রইবে।'

—'কেন এ রকম বলেন আপনি?'

—'খুব তুচ্ছ স্মৃতিও বটে।'

ছেলেটি ধীরে-ধীরে উঠে বসল।

—'সেদিন বুঝবেন যে কত বড় ভুলের পথে চলেছিলেন।'

ছেলেটির চোখ জলে ভরে উঠল। বললে—'সে-রকম অমানুষ কোনদিনও যেন না হই আমি।'

—'প্রথম যৌবনের একটা সৌন্দর্য কী জানেন?'

ছেলেটি কোনো উত্তর দিল না।

বিভা—'এর সবচেয়ে গভীর সৌন্দর্য হচ্ছে যে এই এর আয়ু তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে যায়। মায়ের কোলে যে শিশু তার চরম পরিণতি হচ্ছে গিয়ে এই প্রথম যৌবন। তারপর এরা সব শেষ হয়ে যায়। স্বাভাবিক সাংসারিক মানুষের জীবন শুরু হয়।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছেলেটি এর-কথার কোনো জবাব না দিলে বললে—'ভুলের পথ যে বলে-ছিলেন, আপনি কি মনে করেন আপনাকে বিয়ে করলে পার্সি সমাজে আমার জায়গা হবে না?'

—'না, তা নয়।'

—'তবে কী?'

—'তা খুবই জায়গা হতে পারে। বিশেষত আজকালকার দিনে।'

—'তবে সার্থকতার আর জায়গা রইল কী?'

বিভা ব্যথিত হয়ে চুপ করে রইল।

ছেলেটি বললে—'আপনি যে কোনো অ্যাটর্নির নাম করুন, আপনাদের নিজের অ্যাটর্নিই দিন, আমার বাবার তিন লাখ টাকা আর যা কিছু সম্পত্তি আছে সমস্তই আমি আপনার ও আমার নামে তিনদিনের ভেতরেই পাকা উইলে তৈরি করে এনে দিচ্ছি।'

—'কাকে?'

—'আপনাকে।'

বিভা বিক্ষুব্ধ হয়ে ছেলেটির দিকে তাকাল।

রুস্তমজি—'তাহলে আপনার বাবাকে।'

—'না, দরকার নেই।'

—'তাহলে আপনাকে।'

বিভা মাথা নাড়ল।

ছেলেটি বললে—'আচ্ছা বেশ, তাহলে সমস্ত টাকাকড়ি সম্পত্তি আপনার নামেই শুধু লিখিয়ে আনব।'

বিভা অত্যন্ত করুণ চোখ তুলে ছেলের দিকে তাকাল।

রুস্তমজি—'আমার বাবাকে নিয়ে আসব।'

—'কোথায়?'

—'আপনাদের এই বাসায়।'

—'কেন?'

—'আপনাদের অ্যাটর্নির কাছে।'

—'আপনার বাবা খুব বুড়ো মানুষ?'

—'হ্যাঁ।'

—'মাথার চুল পেকে গেছে বোধ করছিলাম।'

—'তা গেছে তো।'

—'তাঁকে এইখানে নিয়ে আসতে চান?'

—'তা তিনি আমার কথা শুনবেন, তাঁকে দিয়ে আমি সব করিয়ে নিতে পারি।'

—'না, এসব কিছু করাতে হবে না আপনার।'

—'আপনি কী চান?'

—'আমাদের দু'জনের সম্পর্কে?'

—'হ্যাঁ।'

—'ভগবানের কাছে থেকে একটা জিনিস ভিক্ষা করছি।'

—'কী ভিক্ষা?'

—'আমার হৃদয় প্রেমে ভরে উঠুক।'

—'কার জন্য?'

—'মোক্ষদা বলে একটি যুবক ছিল, ভালবাসে, কিন্তু ভালবেসে আপনার মত এত বিফল হয়ে পড়ে না, খুব বেদনা বোধ করে। কিন্তু ব্যথাকে পদে পদে জয় করবার আশ্চর্য শক্তি আছে তার। জীবনের মূলসূত্রও তার আমাদের চেয়ে আলাদা।'

—'ও, তাহলে এই ছেলেটিকে আপনি ভালবাসেন?'

—'না।'

—'ভগবানের কাছে থেকে ভালবাসা ভিক্ষা এর জন্য?'

—'এ রকম ভিক্ষার কথা শুনলেও ইনি আমাকে উপহাস করতেন।'

—'কেন?'

—'ইনি ভগবানকে মানেন না।'

—'এমন লোকও থাকে?'

—'আছে তো।'

—'কোনো ধর্মও নেই বোধ করি?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'মোক্ষদাবাবুর?'

—'হ্যাঁ।'

—'সে খুব রহস্যের জগতের মানুষ। আমরা তাকে বুঝতে পারি না।'

—'ভগবানকে বাদ দিয়ে ধর্ম কী রকম?'

—'সে আলোচনা ভগবান নিজেই মোক্ষদাবাবুদের সঙ্গে হয়তো বিশেষ শ্রদ্ধা ও আগ্রহের সঙ্গে করবেন, আমাদের সঙ্গে নয়।'

রুস্তমজি খানিকটা করুণ হয়ে বললেন—'এর জন্যই আপনার প্রাণে প্রেমের ভিক্ষা করছেন?'

—'বললামই তো ভিক্ষাকে ইনি ঠাট্টা করে উড়িয়ে দেবেন।'

—'তবে কার জন্য?'

—'আপনার জন্য।'

রুস্তমজি উৎফুল্ল হয়ে উঠে বললে—'এই দশ দিনের মধ্যে আজ একটা গভীর আশার কথা শুনলাম। এ নিয়ে সমস্ত জীবন বেঁচে থাকতে পারব আমি! বাস্তবিক কী আনন্দের কথা। সত্যি, আমার জন্য জীবনে আপনার প্রেম ভিক্ষা করছেন?'

—'তাছাড়া কী আর করব? আর সবই তো আপনি অগ্রাহ্য করেছেন?'

—'নিশ্চয়! মেয়েমানুষের কাছ থেকে সান্ত্বনা নিতে যাবে কে?'

—'হৃদয়ে তাহলে প্রেম আসুক।'

—'আমার জন্য?'

—'আপনার জন্যই।'

—'বার বার জিজ্ঞেস করছি, কিছু মনে করলেন না?'

—'না, দেখছিই তো ভালবাসার বেদনা আপনাকে অস্থির করে তুলেছে।'

—'সেইজন্য এই দয়া?'

—'কিন্তু আমার দয়া তো আপনি গ্রহণ করবেন না।'

—'আপনার কাছ থেকে প্রেম না পেলে বাকি সমস্ত আমার কাছে মূল্যহীন।'

—'প্রেম তাহলে জন্ম নিক।'

—'কোথায়?'

—'আমার প্রাণে।'

—'কার জন্য?'

গলা খাকরে ছেলেটি বললে—'আমি জানি, শেষ পর্যন্ত বড়-বড় প্রেমিকারাও পরস্পরের কাছ থেকে সুখ আর টাকাকড়ি চায়। প্রেমের চেয়েও টাকাকড়ির সুখকে ঢের প্রেমিক আশীর্বাদের জিনিস মনে করে।'

—'তা আমি জানি।'

—'তবে আর কেন? টাকাকড়ি তো আমার অনেক রয়েছে।'

—'শুধু প্রেমের চেয়েই নয়। শান্তির চেয়েও একদিন আকাঙ্ক্ষার সুখ বেশি কাম্য হতে পারে, সব নারীর পক্ষে। আমার পক্ষেও আমি স্বীকার করি বটে।'

—'সে আকাঙ্ক্ষা ও সুখ আমার কাছে থাকলে আপনি প্রতিনিয়তই তৃপ্ত করতে পারবেন।'

—'একদিন হয়তো খুব আগ্রহের সঙ্গে এই রকম তৃপ্তিই চাইব।'

—'সব স্ত্রীকেই তো চাইতে দেখি; হয়তো তারা যৌবনের বড় বড় প্রণয়িনী ছিল, প্রেমের ধ্যানই খুব বেশি করে করত।'

—'আমাকেও সেই ধারণা করতে দিন। অন্তত প্রেমের আবহাওয়া নিয়ে দাম্পত্যটা শুরু করি। তারপর দিন কেটে গেলে কী হবে না হবে সে ভাবনা এখন ভাবতে যাই কেন?'

—'আ, সে বড় আশীর্বাদের দিন হবে।'

ছেলেটি সোফার গায় মাথা কাত করে চোখ বুজল। খানিকক্ষণ পরে বিভার দিকে তাকিয়ে বললে,—'হৃদয়ে আসে নি কি?'

—'প্রেম?'

—'হ্যাঁ।'

—'তাহলে কেন আর ভিক্ষে করতে যেতাম?'

—'কিন্তু কবে আসবে?'

—অনেকক্ষণ পরে বললে—'আমাকে অপেক্ষা করতে বলেন!'

—'কদ্দিন অপেক্ষা করবেন?'

—'এক বছর দু'বছর।'

—বিভা একটু হাসল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'কিন্তু প্রেম আপনি কোথায় পাচ্ছেন?'

—'কেন আমি কি কোনো পুরুষকে ভালবাসতে পারব না?'

অনেকক্ষণ পরে বললে—'আমার কল্যাণই এত চাচ্ছেন তখন আমাকে না ভালবেসে বিয়ে করলেই পারেন।'

—'সেটা কি সুখের হবে সাহেব?'

—'শেষ পর্যন্ত গিয়ে স্বামী-স্ত্রী সুখীই হয়।'

—'কিন্তু উদাসীনতা দিয়ে যে-সম্বন্ধের সূচনা তার ভবিষ্যৎ কি সুবিধার?'

—'কিন্তু অনেক দিনের সংসর্গে পরস্পরের প্রতি একটা গভীর মমতা জন্মায়।'

—'উদাসীনতা কেটে যায়?'

—'নিশ্চয় যায়?'

—'কিন্তু অতৃপ্তি থাকবে।'

—'কেনই-বা থাকবে?'

—'প্রেম চরিতার্থ হল না বলে।'

—'একজনের তো হল?'

—'কিন্তু আর-একজন কী করবে?'

—'সে নারী, মায়ামমতাই তাকে রক্ষা করবে। মায়ামমতা নিয়েই তাদের জীবন।'

বিভা চুপ করে রইল।

—'সন্তানের দল এসে যখন তাকে পাকাপাকি মা করে তুলবে তখন সে হয়তো প্রেমপ্রণয়কে ঠাট্টাও করবে।'

—'এ রকম মা অনেককেই হতে হয় অবিশ্যি।'

—'তবে আর দ্বিধা করছেন কেন?'

—'কিন্তু অন্য কারুর সঙ্গে প্রেমের সার্থকতা নিয়েও তো শুরু করতে পারি।' ছেলেটি চুপ করল।

রুস্তমজি—'জীবনের দাম তাতে মোটামুটি বাড়বেই।'

—'তা কী করে বলি! কোনোদিনও তো না আসতে পারে।'

—'না, না, তা হবে না।'

—'না হলেই ভাল।'

—'ভাল বলছেন? তাহলেই তো আমাকে ভালবাসেন।'

—'না, তা নয়। আপনার কল্যাণ চাই বলে বলছি।'

—'আমার মত এমন আকুলতা আপনার জন্য যদি কেউ দেখাতে আসতে তাহলে তারও এ রকম কল্যাণ চাইতেন?'

—'হ্যাঁ।'

—'সে পথের ভিখিরি হলেও?'

—'পথের ভিখিরি হলেও।'

ছেলেটি যথেষ্ট দমে গেল।

ছেলেটি উঠে বসে বললে—'আট-দশ বছর?'

—'যদি মৃত্যু পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়?'

—'তাও তো পারি।'

—'কিন্তু বুড়ো বয়সে আপনাকে পেয়ে কী লাভ?'

—'আপনাকে পেয়ে সব সময়ই আমার লাভ।'

—'কিন্তু মাঝখান থেকে জীবনটা তো আপনার নষ্ট হয়ে যাবে।'

—'তা আমি মনে করি না।'

—'আপনার মতন ছেলেরা এই রকম সুন্দর স্বপ্ন দেখে।'

—'আর আপনার মতন মেয়েরা?'

—'যখন ভালবাসি, দেখি।'

—'এখন দেখছেন না?'

—'না, এ জাতীয় স্বপ্ন এখন বিগত জীবনের জিনিস।'

—'একদিন ভালবেসেছিলেন তাহলে?'

—'হ্যাঁ।'

—'কাকে?'

—'একে একে অনেককে।'

—'অনেককে?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'আশ্চর্য হলেন?'

—'আমি অন্য কথা ভাবছিলাম।'

—'কী?'

—'এই বুঝি প্রথম ভালবাসতে যাচ্ছিলেন?'

—'আপনাকে?'

—'হ্যাঁ।'

—'যদি ভালবাসতে পারি তাহলে এই আর-একটা প্রেমের স্মৃতি যুক্ত হবে।'

—'অনেককার স্মৃতিগুলোর সঙ্গে? বাঙালি মেয়েরা কি এই রকম?'

—'পৃথিবীর সব ছেলেমেয়েরাই ভালবাসায় সায় দিতে পারে।'

—'কিন্তু বার বার ভালবাসে।'

—'হ্যাঁ। বার বার বিচ্ছেদের ব্যথাও পায়। এমনি করে আমাদের জীবন তৈরি হয়।'

—'জীবনের সম্বন্ধে এই বুঝি আপনার ধারণা?'

—'আপনার অভিমত কী রকম?'

—'আমি একবারই ভালবাসি।'

—'কিন্তু জীবনটা তো আপনার শেষ হয় নি।'

—'কিন্তু শেষ পর্যন্তও এই একটি প্রেমই থাকবে।'

—'এ খুব জোর করে বলছেন।'

—'জীবনে এটুকু জোর যদি না থাকে।'

—'তবেই তো জিনিসটা জোরজবরদস্তির ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল।'

—'আমি তা মনে করি না। এ চরিত্রের জোর।'

—'সে তো বড়ি গিলতে যে জোর লাগে, এ তাই। প্রেমকি বড়ির মত তেতো মনে করবেন না।'

—'আমি তা মনে করি না।'

—'কিন্তু যারা ভালবাসা দিয়ে শুরু করেছিল সেই সব নরনারীর নেজেদের, পরস্পরের) সম্পর্কও অনেক সময় তেমনি তিক্ত হয়ে ওঠে।'

ছেলেটি কিছু বললে না।

বিভা—'অন্তত নীরস নিরর্থক শূন্য জিনিস হয়ে দাঁড়ায়।'

—'মানুষ তাহলে বিয়ে করে কেন?'

—'অবিশ্যি একটা কর্তব্যের জগৎ আছে। সমাজের জীবন সৃষ্টিকে চালাতে হবে। গড়ে তুলতে হবে। সমাজের খাতিরে মানুষ তাই একদিন প্রেমের অভি-সারকে বাদ দেয়।'

—'এই সব মনে করে আপনি নিরাশ হয়ে পড়েন না?'

—'নিরাম হবার কী আছে?'

—'জীবনটাকে সুন্দর মনে হয়?'

—'নরনারীর প্রেমই তো শুধু জীবনটাকে বিচিত্র সুন্দর করে তুলছে নায়।'

—'তবে?'

—'চারদিককার জীবনের স্রোত আছে, কাজ আছে, বই আছে, গাছপালা আকাশ রয়েছে। একটি দিনের পর আর-একটি দিনের জন্ম রয়েছে-[...] আছেন।'

—'টেবিলের ওপর ভূমিষ্ঠ হল?'

—'হ্যাঁ।'

—'ভারি চমৎকার।'

—'শিগগিরই কৃষ্ণচূড়া ফুটবে।'

—'খুব সম্ভব ইংরেজিতে গোল্ড মোহর বলে।'

—'এই শীতেই কি ফোটে?'

—'না, শীত শেষ হয়ে গেলে।'

—'আজ বড্ড শীত পড়েছে।'

—'খুব।'

—'কুর্চি নামটা ভারি সুন্দর।'

—'বেশ তো।'

—'আপনার জানালার কাপাটে একটা চড়াই এসে বসেছে।'

—'রোদে বেশ ভাল লাগছে পাখিটার।'

—'ঠোঁটে একটা কুটো রয়েছে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'হয়তো কোথাও গিয়ে বাসা বাঁধবার মতলব।'

—'ভারি দুষ্টু পাখি।'

—'চড়াই?'

—'টেবিলে লিখছি এমন সময় কাগজপত্রের ওপর তোষকে খানিকটা ধুলো বালি ছিটিয়ে গেল।'

—'সেটুকু ময়লা এক ফুঁয়েই তো উড়ে যায়।'

—'তা যায় বটে।'

—'রুস্তমজি বললে-'মাঝে মাঝে ডিম ভাঙে আমার হ্যাটের ওপর।'

—'এরকমও হয়েছে?'

—'হ্যাঁ।'

—'কিন্তু তাতে আপনার চেয়ে পাখিটারই তো কষ্ট হল বেশি।'

—'কেন?'

—'তার গেল সন্তানই নষ্ট হয়ে। আপনার হ্যাটের একটা কিনার শুধু নোংরা হল।'

বিভা চুপ করল।

রুস্তমজি—'শালেই মেয়েদের সবচেয়ে বেশি সুন্দর দেখায়। আপনি বরাবরই শাল গায় দেন?'

—'এই শীতকালে দিই।'

—'মেমসাহেবি যে করেন না এ খুব ভাল।'

দু'জনেই চুপচাপ।

ছেলেটি ছটফট করছিল। কিছুক্ষণ পরে বললে—'কিন্তু কথা বলুন।'

—'বলছিই তো।'

—'না, ও-রকম কথা নয়।'

—'তবে?'

—'বলুন আমাকে ভালবাসেন।'

বিভা চুপ করে রইল।

—'নিশ্চয়ই বাসেন। নিশ্চয়ই। নিশ্চয়ই বাসেন, আর কিছু আমি মনে করতে পারি না। তাহলে আমি মরে যাব। তোমাকে ছাড়া আমার একদণ্ডও চলবে না। এক মুহূর্তও না।'

বিভা উঠে চলে গেল।

'ছেলেটি খানিকক্ষণ অপেক্ষা করল। কিন্তু বিভা ফিরল না আর।'

দিন দুই পরে।

কলকাতার শীত এবার বেশ চলেছে। সমস্ত পৌষ মাসটা বেশ ঠাণ্ডায় ঠাণ্ডায় কেটে যাচ্ছে।

দুপুরবেলা পায়ে একজোড়া ছেঁড়া মোজা আর গায় একটা কম্বল জড়িয়ে জানালার পাশে ডেক চেয়ারে বসেছিলাম। শব্দ শুনে পাশের বাড়ির দিকে তাকালাম। দেখলাম, ধীরে ধীরে দরজা সরিয়ে একটি যুবক ঢুকল। গায়ে টুইডের সুট, মাথায় ফেল্টহ্যাট, হাতে একটা স্টেথোস্কোপ।

এ সেই ডাক্তার ছোঁড়াটি-সকালবেলা আসে না, রাতেও না, আসে দুপুর-বেলা। বিভার কাছে মাঝে-মাঝে একে অনেকটা সময় কাটিয়ে যেতে দেখি। বিভার স্বাস্থ্য অটুট, তার কোনো অসুখ নেই, ডাক্তারের প্রয়োজন নেই। এ ছেলেটির সঙ্গে কোনো রকম ডাক্তারি কথা হয় না কোনোদিন। হয় কি? আমি তো শুনি নি।

—'ডাক্তারবাবু!'

—'না, একথা বললে আমি ঘরে ঢুকব না।'

—'তবে, ডাক্তার সাহেব?'

—'তাহলে তো সিভিল সার্জন হয়ে গেলাম মিস রায়, আমরা।...। নেমক কোনোদিন খাব কি? কী দরকার? ও হীন ভীরুদের পথ। জীবনে যদি সাথে থাকে তাহলে কাঁটা পথে চলে না মানুষ। জংলা পথ কেটে। আ। দেখেছেন চড়াইটা?'

—'কোথায়?'

—'আপনারই জানলায় তো?'

—'শীতে বড্ড কাঁপছে!'

—'এ ওর নিজেরই দোষ।'

-'কেন?'

—'সমস্ত আকাশ ভরা রোদ তো রয়েছে, এই ছায়ায় এসে বসবার কীই-বা দরকার ছিল।'

—'হয়তো কোনো খাবারের লোভে এসেছিল।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'ডালমুট খাচ্ছিলেন বুঝি?'

—'কে আমি?'

—'তা বেশ; শীতের দুপুরে বসে বসে ডালমুট খাওয়া বেশ—'

—'ডাক্তারেরা বোধহয় এই-ই করে?'

—'না, এটা হল মেয়েদের খাসদখলের নিজস্ব জিনিস। ডালমুট, ঝালচানা, সমস্ত নুন মরিচ, লেবুর জিনিস,' ছেলেটি বললে—'বলুন, ভালবাসেন কি না?'

—'ভালবাসি বই কি।'

—'মেয়েদের সম্বন্ধে ডাক্তারদের অভিজ্ঞতা এই রকম গভীর!'

—'একটা কথা বেশ মনে করিয়ে দিয়েছেন আপনি।'

—'কী?'

—'দুপুরবেলা তো অনেক সময়ই চুপচাপ বসে থাকি।'

ডাক্তার গলা খাঁকরে বললে—'আচ্ছা।

—'প্রায়ই দেখি, আশেপাশে কার্পেটের ওপর জানালায় টেবিলে কার্নিশে এই চুড়াইগুলো খুনসুড়ি করছে।'

—'খুনসুড়ি শব্দটা বড্ড দুষ্প্রাপ্য মিস রায়। মেয়েরা প্রায়ই ব্যবহার করে না, কাজেই, এমন চমৎকার শোনায় তাদের মুখে! আপনি নিশ্চয়ই কোনো বাংলা গজলে শব্দটা পেয়েছেন?'

—'না না।'

—'তবে?'

—'কবে কোত্থেকে পেয়েছি মনেও নেই।'

বিভা—'যা বলছিলাম, এই চড়াইগুলির করুণ নিরপরাধ আসা যাওয়া দেখে বড্ড ভাল লাগে। কিন্তু প্রায়ই ভুলে যাই ওদের কোনো খাবার দেওয়ারও দরকার।'

—'খাবার এরা বিস্তর পাচ্ছে।'

—'কোথায়?'

—'আমি এক সময় অবাক হয়ে ভাবি কলকাতায় যত খাবার জিনিসের অপচয় হয় সেই অনুপাতে ইঁদুর বা চড়াই নেই এ শহরে।'

বিভা হেসে উঠল।

—'কিন্তু চড়াই আর ইঁদুর ছাড়া প্রার্থী তো আরো ঢের আছে, কত ভিখিরিরা, কুকুর, বেড়াল।'

—'ষাঁড়, কাক, চিল-তা জানি আমি। কিন্তু কতকগুলো বিশেষ জায়গায় মানুষের অন্তঃপুরের খুব আনাচে-কানাচে ইঁদুর আর চড়াই ছাড়া আর-কেউ ঢুকতে পারে না।'

—'স্টেথোস্কোপ হাতে অনেকে ঢুকে পড়ে অবিশ্যি।' ডাক্তার একটু হেসে বললে—'এতক্ষণ তো দাঁড়িয়ে রইলাম, একটু বসতেও বললেন না।'

—'বসুন।'

—'সেধেই বসলাম; ডাক্তারদের সঙ্গে কেউ ভদ্রতা করা উপযুক্ত মনে করেন না। উঠলেন যে!'

—'দেরাজে একটা কেক ছিল।'

—'আমাকে দেবেন?'

—'এই চড়াইটাকে একটু ভেঙে দিচ্ছি।'

চড়াইটার দিকে এক টুকরো কেক ছুঁড়ে ফেলতেই সে উড়ে গেল। ডাক্তার—'এ রকম বেকুব প্রাণীর জন্যও আপনার এত দরদ!' একটু হেসে বললে—'মেয়েদের এই রকমই হয়।'

স্টেথোস্কোপ পকেটে রেখে বললে—'দিন কেকটা আমাকে।'

—'আপনি খাবেন?'

—'সাধারণত খাই না, বিশেষত কেকটা যে-রকম ছানছেন, হাত স্টেরিলাইজডও তো নয়। নখও কাটেন নি। আমাদের ডাক্তারদের এই সব জিনিসে বড্ড আঘাত লাগে। কিন্তু তবুও কেক খাবার রুচি এ সব বিবেচনাকে অগ্রাহ্য করে-করে অপরাজেয় হয়ে উঠল।'

বিভা একটু হেসে—'নিন।'

—'একটু ভদ্রতা করেও দিলেন না তো।'

—'কেন, আপনার গায় ছুঁড়ে ফেলি নি তো; অভদ্রতা বরং চড়াইটার সঙ্গে করেছিলাম।'

—'কিন্তু আমি তো চড়াই নই। আমাকে একটা ডিশে করে দিতে হয়।'

—'ডিশ কোথায়? নেই তো এখানে!'

—'কিন্তু খানশামা তো আছে।'

—'সে কোথায়? রান্নাঘরে।'

—'তাকে ডাকতে হয়।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'আবার গিয়ে ডাকব—'

—'তাহলে নিজে গিয়ে একটা ডিশ নিয়ে আসতে হয়।'

ডাক্তার উঠলেন!—[বিভা উঠল!]

—'যাচ্ছি।'

—'কোথায়?'

—'ডিশ আনতে।'

—'কিন্তু কেক তো আমি মেরে ফেলেছি প্রায়।'

—'কিন্তু কেক কি আমাদের বাড়িতে নেই?'

—'আমি একটাই চেয়েছিলাম শুধু, বেশি তো চাই নি।'

—'কিন্তু আমি তো দিতে পারি।'

—'কিন্তু আমি না নিতে পারি তো।'

—'কেন নেবেন না?'

—'কেনই বা নেব?'

—'কেন, ডিশে করে এনে দিচ্ছি।'

—'সঙ্গে এক পেয়ালা কফিও আনবেন হয়তো।'

—'বেশ বেশ।'

—'কিংবা এক বোতল লেমনেড।'

—'যা চান আপনি'।

—'কিন্তু আমি আর-কিছুই চাই না মিস রায়।'

বিভা বসল।

ডাক্তার—'শুধু এক গেলাস জল চাই।'

বিভা উঠে দাঁড়াল। বললে—'জল তো এখানেই আছে।'

—'কিংবা টালা ওয়াটার ওয়ার্কসে, যেখানেই থাকুক, আপনি এক গেলাস আমাকে গড়িয়ে এনে দিলেই খুব খুশি হব।'

বিভা ঘরের এক কোণে ছোট্ট একটা তেপয়ের ওপর কালো কুঁজোটার থেকে এক গ্লাস জল ঢেলে এনে দিল ছেলেটিকে।

জল খেয়ে রুমাল দিয়ে মুখ মুছে ডাক্তার,—'এজন্যই বলেছিলাম।'

—'কী রকম?'

—'আপনার কাছ থেকে পেলাম লোকসানে খাওয়া একটা কেক। সঙ্গে একটু সমবেদনা পর্যন্ত না। অন্য কেউ হয়তো কতকগুলো বোবা টাকা দিয়ে দিত। বদলে ভাল টাকা চাইলে মনে মনে পাড়ত গাল', রুমালটা পকেটে রেখে বললে,—

'এই রকম।'

—'বোবা টাকাও দেয়?'

—'তাই দেওয়াই নিয়ম।'

—'বাজিয়ে নেন না?'

—'সেটা অভদ্রতা।'

—'ডাক্তারবাবুর?'

—'না, গোড়ার থেকেই সম্ভাষণটা ঠিক করে নেওয়া উচিত, ডাক্তারবাবুও না, সাহেবও না।'

—'তবে?'

—'ব্যানার্জি।'

—'শুধু ব্যানার্জি?'

—'খুব, খুব।'

—'মিঃ ব্যানার্জি!'

—'কী দরকার আর মিস্টারের।'

—'এমনি ব্যানার্জিটা বড্ড অভদ্র হয়।'

—'আমি তা মনে করি না। কিন্তু আপনি যদি আজ্ঞা করেন।'

—'কিন্তু আমি তা মনে করি।'

—'তাহলে ভেবে নেবেন যে মানুষদের কাছ থেকে অভদ্রতা পাওয়া আমাদের দস্তুর।'

—'কিন্তু তাই বলে আমিই-বা আপনার সঙ্গে অভদ্র ব্যবহার করতে যাব কেন?'

—'এ ঘরে ঢুকেছি অব্দি আপনি আমার সঙ্গে খুব অসামাজিক ব্যবহার করছেন!'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'প্রথমত আপনার ঘরে এলাম তো, বসতেই বললেন না।'

—'আমি ভেবেছিলাম বাবাকে দেখে বাসায় ফিরে যাবার পথে একটু এসে দাঁড়ালেন বুঝি?'

ডাক্তার একটু ঢোক গিলে বললে—কিন্তু তবু তো এসে দাঁড়িয়ে ছিলাম তো।'

—'অতটা খেয়াল হয় নি।'

—'কিন্তু দাঁড়িয়েছিলামও অনেকক্ষণ।'

—'ভুল হয়ে গেছে।'

—'কিংবা হয়তো ভেবেছিলেন ডাক্তাররা ও-রকম দাঁড়িয়েই থাকে। তারা বসতে বলবার মানুষ তো নয় বাবা।'

—'না, আমি তা মনে করি না।'

—'আপনি কী মনে করেন না-করেন তা দিয়ে আমি কী করব? একজন ভদ্র মহিলার খাস কামরায় বিস্তর দোলা খাটিয়ে থাকলেও মনের ভেতর আমার ইচ্ছা ছিল, তার নির্দেশ পাওয়া মাত্রই বসব। যেমন সচরাচর হয়, তেমনি আশা করেছিলাম যে সে নির্দেশ মুহূর্তের ভিতরেই পাব কিন্তু অনেকক্ষণ দাঁড়িয়েও পাওয়া গেল না। কাজেই মানুষের আত্মরক্ষার স্বাভাবিক টানে প্রবৃত্তিকে খাটিয়ে বিনা অনুমতিতে নিজেই বললাম।'

—'লেকচারটা খুব মস্ত বড়।'

—'কিন্তু খুব মূল্যবান।'

—'হয়তো সাহেবদের কাছে।'

—'আমরাও তো দিনের পর দিন সাহেব হয়ে যাচ্ছি।'

—'আমি অন্তত না।'

—'যদি বাঙালি থাকতেন, চড়াইটাকে খানিকটা মুড়িচিঁড়ে ছড়িয়ে দিতেন। ড্রয়ারের থেকে কেক বের করতে যেতেন না।'

বিভা হাসতে লাগল।

ডাক্তার—'হাসছেন কি! বসতে বললেন না, তবুও বসলাম, এটা আমি বাঙালির মতোই কাজ করেছি; কোনো সাহেব এ-রকম করত না।'

—'সে জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।'

—'এটা আপনার সাহেবি ঢং হল; কোনো খাঁটি বাঙালি ভটচাজ্জি পণ্ডিত বা তার গিন্নি বা মেয়ে আপনার মতন এমন সৌখিন ধন্যবাদ জানাতে যেতেন না।'

—'কিন্তু আমরা ভটচাজ্জি পণ্ডিত নই।'

—'তা তো ননই। তার গিন্নিও নন। হবার আশাও নেই কোনোদিন।'

—'তবুও বাঙালি।'

—'একটা শাল গায় দিয়েছেন বলে?'

বিভা একটু হেসে বললে,—'না, তা নয়।'

—'এ শালের কৃপায় আপনাকে বরং খানিকটা কাশ্মীরি পণ্ডিতানীর মতন দেখাচ্ছে।'

—'সে তো খুব গৌরবের কথা।'

—'কিন্তু তবুও তো বিদেশীয় জিনিস।'

—'কাশ্মীরের পণ্ডিত তো ভারতের লোকই।'

—'পণ্ডিত নয়, পণ্ডিতানী'।

—'সেও তো ভারতবর্ষের নারী।'

—'কিন্তু তবুও বাঙালি নারী নয় তো।'

—'বাঙালি নারীরা কি শাল গায় দেয় না?'

—'বিস্তর দেয়।'

—'তবে?'

—'কিন্তু এরকম কাশ্মীরের শাল নয়', 'ডাক্তার গলা খাকরে নিয়ে বললে—'ভটচাজ্জির স্ত্রীকে গিয়ে দেখুন পাড়াগাঁয়, হয়তো গেরুয়া রঙের খদ্দরের শাল গায় নিয়েছে একটা, কিংবা শুধু শাড়ির খুঁট বুকে জড়িয়ে শীত কাটাচ্ছে।'

—'বেশ ভাল।'

—'কিন্তু খাঁটি বাঙালি, নিছক স্বদেশী হওয়া বড্ড দুষ্কর। আমরা কেউ তা পারব না।'

—'কিন্তু এও আমরা বিশ্বাস করি যে তারই নিছক স্বদেশী।'

—'তবে কি আপনারা আর আমরা।'

—'যাদের কথা বলবেন তারা অনেকটা মোগল যুগের ধারাই বয়ে চলেছে।' ডাক্তার স্টেথোস্কোপটা পকেটের থেকে বের করে সোফার ওপর রাখল। বিভা—'কিন্তু দেশের প্রাণ যুগের পর যুগ বদলে চলেছে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ডাক্তার—'ঢের নীরস তর্কের অবতারণা করা হল। অন্য সময় বিচার করা যাবে। আপনার কাছে যে সাহেবটি আসত তাকে আজকাল আর দেখছি না কেন?'

—'সাহেব কে আসত আবার?'

—'অবিশ্যি বলতে পারেন যে-যে-কটিতে আমরা আসি আপনার কাছে, দু-চারজন বাদে আর-সকলেই কিছু কম সাহেব নয়।'

বিভা কোনো উত্তর দিল না।

ডাক্তার—'আমাদের সাহেবি শুধু পোশাকে, প্রাণে আপনিও দেশী, আমিও দেশী।'

—'আমার কথা যদি বলেন পোশাকের সায়েবিয়ানা আমি কোনোদিন পছন্দ করি না। এবং নিজেও তার ত্রিসীমানায়ও থাকি না।'

—'কিন্তু পুরুষদের অনেক সময় দায়ে পড়ে পছন্দ করতে হয়।'

—'বাবা তো কোনোদিন হ্যাটকোট পারলেন না।'

—'সেকালের মানুষদের চোগাচাপকনাই ছিল দস্তুর।'

—'যাক গে।'

—'যাক।'

ডাক্তার স্টেথোস্কোপটা সোফার থেকে নাড়তে-নাড়তে বললে—'কিন্তু একটি খাঁটি সাহেব আসতে আপনার কাছে।'

বিভা একটু ভেবে—'মোক্ষদাবাবুর কথা বলছেন আপনি?'

—'না, কোনো বাবুটাবু নয়।'

—'তবে?'

—'হয়ত কোনো অ্যাংলো ইন্ডিয়ান!'

—'না, এমন কেউ আসত না তো।'

—'তাহলে পশ্চিমের কোনো লাল টালা হবে বোধ করি!'

—'আমার কাছে? কবেই-বা দেখলেন আপনি?'

—'খুব কয়েকদিন ঘুরতে দেখেছি, দিন নেই রাত নেই,' ডাক্তার ভুরু দুটো খানিকটা কুঁচকে বললে—'দিল্লি বা লাহোরের ওদিকের কোনো বামুনের ছেলে হতে পারে। কিংবা রাজপুত, কিংবা দিল্লিওয়ালি, মুসলমানের ছেলে।'

—'ও, রুস্তমজির কথা বলছেন? তিনি তো পার্সি।'

—'পার্সি নাকি ছেলেটি?'

—'হ্যাঁ।'

—'কিন্তু সেই পার্সি টুপি পরে নি তো।'

—'না ফেল্ট হ্যাট পরত।'

—'আপনার সঙ্গে এত দেখা!'

—'তা হয়েছিল।'

—'কী করেই-বা হয়!'

—'আপনার সঙ্গেই-বা কী করে হল?'

—'বাঙালি পাড়ায় বাঙালি ডাক্তারের গতিবিধি তো খুব স্বাভাবিক। পার্সির গতিবিধি তেমনি অস্বাভাবিক।'

—'তাই বলতে যাচ্ছিলাম, ছেলেটি ডাক্তার?'

—'না।'

—'তাও নয়?'

স্টেথোস্কোপটা শূন্যে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ডাক্তার—'তা হবেই বা কী করে? মেডিকেল কলেজে পার্সি ছেলে কই, বড় একটা দেখি না তো। জাতব্যবসা ছেড়ে অন্য কোনো দিকে বড় একটা মাড়ায় না ওরা। তা ভেবেছিলাম, ডাক্তার বুঝি। কিংবা ব্যারিস্টার, কিংবা ইঞ্জিনিয়ার। আপনার বাবার যা শখ। একটা নেপালি কাকাতুয়া কিনেছিলেন না তিনি কদিন আগে? ভেবেছিলাম, এই ছেলেটিকেও ওরঙ্গাবাদ থেকে জোটালেন বুঝি! আপনাদের এখানেই থাকত?'

—'কে, রুস্তমজি?'

—'হ্যাঁ।'

—'না, পার্কস্ট্রিটে নিজেদের বাসা আছে।'

—'কিন্তু দিনরাত দেখতাম যে।'

—'আসত খুব।'

—'পার্কস্ট্রিটে বাসা?'

—'হ্যাঁ।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'ব্যবসা করে বুঝি?'

—'হ্যাঁ।'

একটু চুপ করে থেকে ডাক্তার—'তা আজকাল আর সাহেবকে দেখছি না যে?'

—'তা আমি কী করে বলব?'

—'বেশ তো উঁচুদরের সাহেব।'

বিভা কোনো জবাব দিল না।

—'ইংরেজিতে কথা বলতেন?'

—'বাংলায়।'

—'বাংলাও শিখে গিয়েছে বুঝি?'

—'বেশ বলতে পারে।'

—'গরজে, মানুষ অনেকদূর এগিয়ে যায়।'

বিভা চুপ করে রইল। একটু পরে মুখ তুলে বললে—'আপনি পার্সি শিখতে পারবেন।'

—'আপাতত দরকার নেই।'

—'সকলেই চুপচাপ।

ডাক্তার—'একবার জার্মান শিখতে আরম্ভ করেছিলাম।'

—'তারপর?'

—'ছিলাম এডিনবরায়। কিন্তু স্কচের চেয়েও জার্মানের প্রতি হল আসক্তি।'

—'কেন?'

—'কারণটা নাই-বা শুনলেন।'

বিভা ঘাড় হেঁট করল।

—'যাদের-যাদের টাকা আছে এবং নিজেদের সাধারণ শক্তি আছে, সংস্কার নেই, তাদের অনেক রকম সার্থকতা হয় কিনা,' একটু চুপ থেকে বললে—'আপনি যে চুপ?'

—'কী বলব?'

—'আমার কথাটা সত্যি নয়?'

—'আপনি জানেন।'

—'খুবই সত্যি।'

—'অবিশ্যি আমার জীবনের অভিজ্ঞতা অন্য রকম।'

—'মনে আপনার সংস্কার যে ঢের।'

—'কোনো মিথ্যা সংস্কার নেই।'

—'কিন্তু ভগবানে তো বিশ্বাস করেন?'

—'সেটা কি মিথ্যা সংস্কার?'

—'আমরা তাই মনে করি।'

—'এটা বোধ হয় আপনাদের গৌরবের জিনিস?

—'কোনো কিছু নিয়ে গৌরব করবারও প্রবৃত্তি নেই। এ সংস্কার থেকেও মুক্ত। কিন্তু অনেক গভীরভাবে ভেবে দেখেছি, ভগবান নেই।'

বিভা একটু হেসে—'আপনার গভীর ভাবনা জয়যুক্ত হোক।'

—'কিন্তু আপনি ত বিশ্বাস করেন, ভগবান আছেন?'

—'এ রকম সংস্কার নিয়ে যাত্রা করেছি বটে।'

—'যাত্রার শেষে একটা সংস্কার থাকবে?'

—'অন্তত চাই, যেন থাকে।'

—'সর্বশক্তিমান সব জায়গায়ই আছেন, সকলে মঙ্গল করছেন এই রকম?'

—'হ্যাঁ, এই রকম, এখনো এইই মনে হয়।'

—'তাহলে চিরকালই এই রকম মনে হবে।'

—'আমিও তাই আশা করি।'

—'সে আশা আপনার ঠিকই। আপনার এই বয়সেই মানুষের হতাশা ও অবিশ্বাস শুরু হয় কি না। এ বয়সেও যদি সরল বিশ্বাস অটুট থাকে, তাহলে বুড়ো বয়সে আরো তা গেড়ে বসবে, স্টেথোস্কোপটা নেড়ে—'কেন জানেন?'

বিভা স্টেথোস্কোপটার দিকে তাকাল।

ডাক্তার—'যে মানুষ জীবনটাকে খুব নিরর্থক বলে জানে যৌবনে সেও সাধলালসার ভেতর ডুবে সবই ভুলে থাকে। কিন্তু বুড়ো বয়সে তাকেও প্রার্থনা করতে হয়। জীবনটা সহসা আলোর জিনিস হয়ে চোখে দেখা দিল বলে নয়। কিন্তু দাঁত গেছে ভেঙে, চোখে হয়েছে ক্যাটারেক্ট, শরীরের সমস্ত জায়গাই নানা রকম ভয়াবহ লোকসান হয়ে গেছে বলে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'জীবনটা আমাদের শরীর নিয়েই শুধু?'

—'তাই তো বললাম এতক্ষণ, একদিন যদি ফুটপাতের পাশে গলিত কুষ্ঠের ব্যারাম নিয়ে বসে থাকেন তাহলেই বুঝতে পারবেন।'

বিভা অনেকক্ষণ চুপ করে রইল। ডাক্তারও।

ডাক্তার—'পৃথিবীর জীবনে রক্তমাংসই প্রধান।'

—'তাও আমি মনে করি না।'

—'যদি মনে না করেন আপনি?'

—'কুষ্ঠ রুগীরাও তো ভগবানের জয়গান করে নি।'

—'বলেছিই তো বুড়ো বয়সে আমাদের সকলকেই প্রার্থনা করতে হয়।' ডাক্তার স্টেথোস্কোপটা সোফার ওপর একপাশে ঠেলে রেখে দিল, বললে—'যা বললাম, শরীরের সব দিকে সমস্ত রকম লোকসানই এমন হয় তখন ভগবান ছাড়া কে আর পারে বলুন? তার প্রতি যদি নাও বিশ্বাস থাকে তবু তাকে তৈরি করে নিতে হয়।'

কার্পেটের ওপর বাঁ পায়ের জুতোটা একটু ঘষে বললে—'তাকে তৈরি করে নেই, মনের ভেতর বিশেষ কোনো অনুভূতি নেই, তবুও খানিকটা ভাবাবেগ তৈরি করি? এই সব সম্বল নিয়ে পড়ে থাকি। না হলে উপায় নেই যে।' বললে—'কিন্তু আবার যদি কোনো ব্যবস্থায় সেই পঁচিশ-ত্রিশ-চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর বয়সের জীবনে ফিরে যেতে পারি তাহলে এক মুহূর্তেই প্রার্থনা অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। ভাবাবেগকে করি ঠাট্টা, ভগবান যে মিথ্যা তাকে সেই মিথ্যা বলেই জানি।'

—'এ সব কাদের জীবনের কথা বলছেন?'

—'আমাদের সকলের জীবনেরই।'

—'আপনি কি মনে করেন সকলেই এই রকম?'

—'কারুর-বা মনের অন্ধতা গুবরেপোকার মত। কিংবা সে যদি সুন্দর জীব হয়, প্রজাপতি হত। তারা অবিশ্যি জীবনটাকে আমাদের মত করে ভাবে না।'

—'থাক।'

—'বলছিলেন, জীবনের অভিজ্ঞতা আপনার অন্য রকম?'

—'হ্যাঁ।'

—'বলেছিলাম মনে আপনার ঢের সংস্কার আছে।'

—'হ্যাঁ।'

—'ভগবান না হয় বিশ্বাস করলেন, কিন্তু পৃথিবীর এই সমাজ ধর্মনীতি সবই কি আপনার শ্রদ্ধার জিনিস।'

আমাদের মত অতটা অবজ্ঞার নয়।'

—'পুরোপুরি শ্রদ্ধারও নয়?'

—'না, তাও নয়।'

—'উৎকট সুনীতিকে কৃপা করেন তো?'

—'কৃপারও একটা সীমা রাখি।'

—'নারীরা তা রাখে।'

—'কিন্তু সুনীতিকে শ্রদ্ধা করতে গিয়ে অনেক পুরুষকেই তো দেখেছি সমস্ত শোভন সীমা ডিঙিয়ে যাচ্ছেন।'

—'আমার মনে হয় তাদের ভিতরে নারীস্বভাব বেশি।'

—'নারীরাই কি সবচেয়ে বেশি সশ্রদ্ধা হয়?'

—'আমার তাই মনে হয়।'

—'আমি নিজে নারী বলে নারীর জাতকে সব বিষয়েই যে খুব অস্বাভাবিক-ভাবে শ্রদ্ধা করব তা মনে করবেন না।'

ডাক্তার কোনো জবাব দিল না।

বিভা বললে—'কিন্তু ধর্মের ইতিহাস যদি দেখেন'—

—'আমি কোনো ইতিহাসের ধার ধারি না।'

—'তবে?'

—'ঘরেবাইরে নারীদের সঙ্গে যে আমার পরিচয় তার থেকেই এ বিচারটুকু,' ডাক্তার চুপ করল।

বিভাও কোনো কথা বললে না।

ডাক্তার—'কিন্তু তবুও এ বিচার আমার ভুল নয়, এ তো আমার মনে হয়।' বিভা—'থাক, এ রকম কথা নিয়ে আলোচনা করে আর দরকার নেই।'

—'আমারও তাই মত।'

—'জীবন সম্বন্ধে ধারণা করতে গিয়ে পুরুষ ও নারী যদি ভিন্ন স্বভাবের জীবও হয়, তাহলে এ কথা ঠিক যে এমন অনেক নারী-পুরুষ রয়েছে যারা নিছক নারী বা পুরুষ নয়, কিন্তু বিশেষভাবে ব্যক্তিগত মানুষ।'

—'তা আমি জানি।'

—'নারীদের ভেতর এদের সংখ্যা হয়তো কম।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'আমার তাই মনে হয়।'

—'সেই জন্যই নারীদের মধ্যে নীতি ধর্মান্ধতা এত বেশি।'

—'হ্যাঁ।'

—'আমি তা দেখেছি।'

—'আপনার নিজেরও ঢের সংস্কার আছে, কিন্তু আশাপ্রদ সুন্দর সংস্কারগুলো' যেমন ভগবান আছেন, মঙ্গল আছেন। বিষম কাঠখোট্টা সংস্কার, যেমন ঐ পুড়িয়ে ফেলতে হবে, ঐ মানুষটার মুখ দেখব না, অমন গান শুনলে জাত যাবে, এ লোকগুলো জানোয়ার ও অধম,-এই রকম সব সংস্কার আপনার মনে কিছু নেই। কাজেই আপনার কাছে আমি বসি, ভাল লাগে। কিন্তু এমন অনেক নারী এবং বিস্তর পুরুষও রয়েছে এই রকম সব বিজাতীয় সংস্কার যাদের জীবনটাকে বীভৎস করে তুলেছে।'

ডাক্তার স্টেথোস্কোপ ঘোরাতে-ঘোরাতে বললে—'সবচেয়ে চমৎকার এই তারা মনে করে যে তারাই বুঝি দেবতার বেশি আদরের জিনিস। জীবনের সবচেয়ে বড় আশীর্বাদের কাজ করছে।' বলেই ডাক্তার হো হো করে হেসে উঠল।

বিভা চুপ করে ছিল।

ডাক্তার—'বলছিলাম, জার্মান শিখছিলাম।'

—'কতদূর শিখেছিলাম?'

—'জার্মান বুঝতে পারা যায়। কিছু-কিছু কথা চালাতে পারা যায় এই অব্দি।'

—'ডাকতারি বই পড়াবার জন্য?'

—'মোটেই না।'

—'তবে?'

—'শুনতে চান?'

—একটু বিব্রত হয়ে ডাক্তার থামল।

—'বলবার কোনো দরকার নেই আপনার, ডাক্তার।'

—'ধারণা করে নিয়েছেন হয়তো?'

বিভা কোনো কথা বললে না।

—'শুনুন একজন মেয়েকে ভালবেসেছিলাম।'

—'জার্মানিতে গিয়েছিলেন?'

—'না, মেয়েটি স্কটল্যান্ডে এসেছিল।'

—'বার্লিন থেকে?'

—'না, হিডেনবুর্গ থেকে।'

দু'জনেই চুপ করল।

ডাক্তার কিছুক্ষণ নিস্তব্ধভাবে কার্পেটের দিকে তাকিয়ে শেষে বললো-'কোনো কৌতূহল নেই আপনার?'

বিভা—'তা অবিশ্যি বলি না আমি। যা কোনোদিন ঘটে না এমন অনেক ভালবাসার গল্পও মন দিয়ে পড়ি।'

—'মেয়েটি দেখতে বড্ড কুৎসিত ছিল।'

—'এই হিডেনবুর্গের মেয়েটি?'

—'হ্যাঁ।'

—'তবুও ভালবাসা হল?'

—'বয়স বিশ বছর মাত্র যে, স্বাস্থ্য ভারি নিটোল আর রং পাকা আপেলের মত কিনা। আপনার মুখ চোখ্ লাল হয়ে গেল যে!'

বিভা মাথা হেঁট করে মুখ ফিরিয়ে রইল।

—'কোথাও আঘাত দিয়েছি নিশ্চয়ই আপনাকে?'

বিভা—'থাক এ গল্প।'

ডাক্তার—'অবিশ্যি ছেলেদের কাছে বলা অভ্যাস কিনা এ সব গল্প আমার, বিশেষত ডাক্তার ছেলেদের কাছে, সব সময় খেয়াল থাকে না।'

অনেকক্ষণ পরে বিভা বললে—'ও, আপনি উঠে যান নি এখনো।'

—'না, তো। আপনার কথা শুনবার জন্যে বসে আছি। আমার ভালবাসার গল্পটা কেমন লাগল আপনার?'

—'ওটা তো মোটা জিনিস।'

—'কিন্তু ওকেই আমরা প্রেম-প্রণয় বলি।'

—'আপনারা মানে?'

—'আমরা পুরুষরা।'

—'আপনারা মেডিকেল কলেজের পুরুষেরা।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'তাদের সংখ্যাই-বা কম কী?'

—'তাদের ভেতরও সকলে যে এ রকম ভাবে তা আমার মনে হয় না। যাক গে।'

ডাক্তারের দিকে তাকিয়ে বিভা—'আপনার তো এত বিচার, এত বিবেচনা আছে, কিন্তু এ সামান্য অনুভূতিটুকু নেই!'

ছেলেটি স্টেথোস্কোপটা নাড়তে-নাড়তে হাসছিল।

বিভা—'আমি অবাক হয়ে যাই আপনার এ ধরনের কথা শুনে।'

ছেলেটি হাসছিল।

বিভা—'বাস্তবিক ডাক্তারবাবু, আমি বুঝতেই পারি না যে নিজেকে উচ্ছৃঙ্খলভাবে প্রচার করবার জন্যই এ কথাটা আপনি বললেন, না, এ আপনার সত্যিই মনের কথা?'

—'নিতান্তই স্বাভাবিক কথা ছাড়া আর কী?'

—'না জানি আপনাদের অন্তর কি রকম!'

অন্তর বলে কোনো জিনিসই নেই আমাদের।'

—'কেন?'

—'বেশি-বেশি শরীরের সংস্পর্শে থেকে।'

—'এ আপনার বাহাদুরির কথা, এ আমি বিশ্বাস করি না।'

—'কিন্তু গল্পটা শুনবে না?'

—'না, শুনতে চাই না।'

—'কেন?'

—'আপনাদের ডাক্তারমহলের এ-সব গল্প নিয়ে যত খুশি হাসিতামাশা করুন গিয়ে, আমার একটুও আগ্রহ নেই এ-সব গল্প শুনবার জন্য।'

—'কিন্তু অনেক মেয়েদের কাছেও তো বলেছি।'

—'এই গল্প?'

—'হ্যাঁ, এর সাঙ্গপাঙ্গ।'

বিভা অত্যন্ত পীড়িত হয়ে—'সে মেয়েদের হাত থেকে ভগবান আপনাকে রক্ষা করুন। আমার জাতকেও।'

—'নিজেকে রক্ষা করতে পারবেন কিন্তু জাত তো তার স্বাভাবিক পথে যাবে।'

—'স্বাভাবিক পথে মানে?'

—'যে-পথে সাধারণ সংসারের মানুষ যায়।'

—'আপনার এই পথে।'

—'সাধ-আহ্লাদের পথে।'

—'সাধের সম্বন্ধে আমার ধারণা অন্য রকম।'

—'তাদের ধারণা অন্য রকম আবার।'

—'বেশ। কিন্তু আমাকে তাদের পংক্তিতে ফেলবেন না।'

—'কিন্তু তারা তো আপনার জাতের, জাতকে, রক্ষা করতে চাচ্ছিলেন যে!'

—'আপনার কথা শুনলে বড্ড অবসন্ন হয়ে পড়তে হয়।'

—'কিন্ত এসব সত্যি কথা।'

—'বাঙালি নারীদের কাছে আপনার এই গল্প করে-করে বেড়ান আপনি? আর তারা তা বরদাস্ত করে?'

—'অনেকেই তো।'

বিভা অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে বললে-'থাক।'

ডাক্তার—'শুধু কি বরদাস্ত-শুনে ফুর্তি পায়!'

—'না জানি তারা কোথায় শিক্ষা-দীক্ষা পেয়েছিল।'

—'এই বাংলায়ই তো।'

—'কিন্তু জীবনে এ রকম ধরনের মেয়েদের সংস্পর্শে আমি কোনোদিন আসি নি, এই সৌভাগ্য'

—'অনেক এসেছেন, কিন্তু খুঁটে দেখতে যান নি।'

বিভা অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে নিস্তব্ধ হল।

ডাক্তার-'হিডেনবুর্গের মেয়েটির গল্পটা শেষ করছি?'

—'কোনো দরকার নেই।'

—'সে অবিশ্যি আমাকে যা ভালবাসত তার ভেতর ভুয়ো কবিত্ব ছিল ঢের।' বিভা সোফায় মাথা রেখে চুপ করে রইল।

ডাক্তার—'আপনি তো বলবেন তার ভালবাসাই হচ্ছে প্রেম, আমারটা আকাঙ্ক্ষা মাত্র।'

—'এ গল্পের পাট নিয়ে আপনাকে বসতে বলি নি তো?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'একদিন অবিশ্যি বুঝতে পারবেন যে ভালবাসা বলে কোনো জিনিস নেই। সবই আকাঙ্ক্ষা, তৃপ্তি আর অতৃপ্তি।'

—'মোক্ষদাবাবুও এমন কথা বলেন না।'

—'মোক্ষদাবাবুই বা কে?'

—'তিক্ততা তারও আপনার চেয়ে একটুও কম নয় কিন্তু।'

—'তিক্ততা আমার একটুও নেই।'

—'কিন্তু ভালবাসাকে তিনি মর্যাদা দেন।'

—'কোনো ভবঘুরে কবি নিশ্চয়ই।'

—'কে, মোক্ষদাবাবু?'

—'তবে আর কী? ভালবাসাকে প্রাণ ভরে শ্রদ্ধা করে, অথচ জীবন সম্বন্ধে তিক্ত, এর চেয়ে মূর্খ পৃথিবীতে আর আছে?'

—'সুন্দর জিনিসকে যারা শ্রদ্ধা করে তারা হল মূর্খ, আর পাঁকের ভেতর যে সব কেঁচো থাকে তারা হল প্রাণী! জীবন সম্বন্ধে প্রত্যেকেরই অবিশ্যি একটা স্বাধীন মতামতের অধিকার আছে।'

বাধা দিয়ে ডাক্তার—'প্রেমের কবিতাটুকুই যে সুন্দর জিনিস আর যাকে আপনি স্থূল বলছেন, সেই সাধ-আকাঙ্ক্ষা, কুৎসিত এ-কথা আনকে কে বললে? বিধাতাও তো বলেন না। আপনি, আমি, আমাদের সৃষ্টির ভেতর কতটুকু প্রেম ছিল হিসাব করে যদি দেখেন।' একটু কেশে বললে—'কিন্তু জন্ম নিতে গিয়ে পূর্বপুরুষদের এক খনা কাম-কামনা বাতিল করতে পারলাম না। আপনিও না। পেরেছিলেন?'

বিভা অত্যন্ত আহত হয়ে মুখ ফেরাল।

ডাক্তার—'জীবনটা খুব সরস। আমি এর ভেতর কোথাও একটুও তিক্ততা দেখি না।'

বিভা কিছুক্ষণ পরে নিজেকে সামলে নিয়ে বললে—'বেশ তো, কিন্তু?'

—'কেউ না, কেউই না, অন্তত আমাদের...না। বা রাধাকৃষ্ণদের কখনো কেউ না।'

—'পৃথিবীর সকলের মঙ্গল হচ্ছে তাহলে কী করে?'

—'কে বলে মঙ্গল হচ্ছে?'

—'মঙ্গল না হলে নিজের জীবনটাকে এত সরস মনে করবেন কী উপায়ে?'

—'খুব সহজে, ব্যাঙ্কে লাখ টাকা আছে, সুদ পাচ্ছি। বালিগঞ্জে দিব্যি বাড়ি আছে। বিলেতি ডিগ্রি নিয়ে এলাম, প্র্যাকটিসে পশার জমাচ্ছি। শরীরে অসুস্থতা নেই, কোনোরকম উৎকট আদর্শ দিয়ে জীবনটাকে মাটি করবার সম্ভাবনা নেই, চেহারা সুন্দর, মেয়েরা আমাকে ভালবাসে, আড্ডা জমাবার শক্তি আছে, কারো পরোয়া রাখি না। খোলাখুলিই সব বললাম আপনাকে। আপনাকে খুব শ্রদ্ধা করি বলে, বলুন বিরসতা কোথায়?'

—'না, বিরসতা নেই অবিশ্যি।'

বিভা একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল।

—'আমাকে হয়তো কৃপার পাত্র মনে করেন।'

—'কে? আমি?'

—'দেখেছি অনেকে করে।'

—'মেয়েরা?'

—'না, মেয়েমহলে আমার ঢের পসার। ঢের প্রেমের চিঠি পাই, ছিঁড়ে, ফেলি।'

—'তাহলে দেখছি তারাই কৃপার পাত্র।'

—'কিন্তু এই মোক্ষদাচরণের মত লোক, এরা আমাকে কৃপার পাত্র মনে করে।'

—'মোক্ষদাকে চেনেন।'

—'না, কিন্তু অনেক সময় আড্ডা মজলিসে এদের মতন একজন ভদ্রলোক এসে পড়েন।'

—'তারপর?'

—'এদের আমি দু-চোখে; দেখতে পারি না।'

—'কেন?'

—'কেমন খেয়ালি, অবান্তর, জীবনটাকে ভোগ করবার খুবই ইচ্ছা আছে, কিন্তু উপায় নেই বলে কবি বা তত্ত্বজ্ঞ সেজে বসেছেন।'

—'উপায় নেই?'

—'কী করেই-বা থাকে।'

—'কেন?'

—'কারুর-বা টাকা নেই।'

—'মানে বাপের টাকা ছিল না?'

—'বাপের টাকাও কি কম জিনিস?'

—'অবিশ্যি না।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'কারুর-বা চেহারা নেই, মেয়েরা মুখ ফিরিয়ে থাকে।'

—'আপনার ধারণা জীবনটাকে ভোগ করতে হলে মেয়েরা সব সময়ই আশেপাশে থাকবে?'

—'কেনই-বা থাকবে না বলুন।'

—'আমাকে তাহলে খুব মূল্যবান মনে করেন।'

—'হ্যাঁ, সবচেয়ে বেশি মূল্যবান আপনারাই।'

—'কিন্তু অনেকে তো আমাদের উপেক্ষা করে।'

—'বুড়োরাও করে না।'

—'যুবকারাও তো করে।'

—'এ আমাকে বিশ্বাস করতে বলেন?'

—'দেখলাম তো।'

—'সে কতকগুলো রোগীসোগী অসচ্ছল জীবন রয়েছে পৃথিবীতে, দায়ে পড়ে যাদের অনেক কঠিন মর্মান্তিক পথে চলতে হয়। চলে অবিশ্যি অনেকে, চলে-চলে মুষড়ে পড়ে থাকে। কিন্তু তাদের মধ্যেই কেউ-কেউ বেশ অপরাজেয়ভাবে চলে। সুন্দর পরিকল্পনা করে।'

—'মর্মান্তিক পথে কোথায়? জীবনটাকে অন্য নানা রকমভাবে আস্বাদ করে।'

—'সে-সব গবেটদের কথা বাদ দিন।'

—'আচ্ছা বাদ দিলাম,' খানিকক্ষণ পরে একটু কৌতুকের সঙ্গে হেসে বিভা,

—'কিন্তু টাকা আপনার কাছে বেশি মূল্যবান, না নারী?'

—'মেয়েরা অনেক জিজ্ঞেসা করে আমাকে।'

—'আমিও তো করলাম।'

—'উত্তর শুনে আঘাত পায় অনেকে; কিন্তু তুবও ডাক্তার মানুষ, চাষার মত জাবাব দেওয়াই রীতি।'

—'উচিতও?'

—'মেয়েদের আর-একটা বিশেষত্ব, তাদের আঘাত করতে পারলেই তারা সচেতন হয়ে ওঠে, বেদনার ভেতর দিয়ে যে-ঘনিষ্ঠতা জমে ওঠে তা অপূর্ব।'

—'কিন্তু আমার প্রশ্নটার উত্তর দিলেন না তো।'

—'সবচেয়ে বেশি মূল্যবান টাকাও নারীও। দুধও খাব, তামাকও খাব।' বিভা তেমনি কৌতুকের সঙ্গে হেসে বললে—'সবচেয়ে বেশি মূল্যবান আর কী-কী জিনিস এ রকম আছে আপনার জীবনে?'

—'এ দুটি শুধু।'

—'আর-কিছু না? দুধ আর তামাক ছাড়া?'

ডাক্তার মাথা নাড়ল।

বিভা আবার পরিহাস কৌতুকে হেসে উঠে বললে—'আমি ভেবেছিলাম সবচেয়ে বেশি মূল্যবান আরো আট-দশটি জিনিস আছে আপনার। মজলিশে যান, আড্ডা জামান, মাঝে-মাঝে হয়তো অবসাদ ও হতাশার মুহূর্ত আসে, একটা খাসা সুট, ছড়ি বা টাই-তখন এক কিনারের সোফা ও সিগারেটকেই বেশি মূল্যবান মনে হয়।'

—'মুহূর্তের খেয়াল নিয়ে তো জীবনের দামি জিনিসের বিচার করা চলে না। যখন একটা অপারেশন করতে চলেছি তখন ফরসেপই হয়তো সবচেয়ে মূল্যবান।'

—'তাই তো বটে।'

—'কিন্তু তাই বলে নারী ও টাকার যে চিরন্তন মূল্য তার কাছে একটা ফল-সেপের সার্থকতা কোথায়?'

—'তা ঠিক।'

—'তারপর বুড়ো বয়সে গিয়ে নারীরও কোনো মূল্য থাকে না।'

—'কেন?'

—'শরীরের সৌন্দর্য যখন নষ্ট, কোনো ইন্দ্রিয়ও যখন কাজ করতে পারে না। তখন কোন নারীরই-বা এমন আগ্রহ থাকবে আমার জন্যে?'

—'আপনার স্ত্রীর?'

—'আগ্রহের চেয়ে কর্তব্যবোধ থাকবে তার বেশি। যদি সে দায়িত্বহীন হয় অনেক কিছু করতে পারে। প্রায়ই দায়িত্বহীন হয়।'

—'বুড়োদেন স্ত্রীরা?'

—'দায়িত্ব তো খুব একটা সুখের জিনিস নয়, তাদের দোষও দিতে পারা যায় না। জীবনের স্বাভাবিক সুখ স্পৃহার নিয়মে চলবে তারা। চলবে না কেন? আমি আজীবনই তো চললাম। চলবেই তো। তখন একমাত্র টাকা থাকে বন্ধু।'

—'কী রকম?'

—'আপনারা যাকে অধম নোংরা বলেন কিন্তু মানুষেরা বলবে স্বর্গীয় এমন অনেক জিনিস টাকার বিনিময়ে সম্ভব হবে। বিগত জীবনের কোনো প্রেমিকা বা বর্তমান জীবনের স্ত্রী, এমন-কি সন্তানেরা চাকরেরা, অব্দি সে-রকম একান্ত ঐকান্তিক সাহায্য করতে পারবে না।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'শেষ পর্যন্ত তাহলে টাকাই টিকে থাকে।'

—'হ্যাঁ, তাই তো থাকে।'

ডাক্তার—'বরফ ভেঙে-ভেঙে সেই মেয়েটি আসত আমার কাছে।'

—'কোন মেয়ে?'

—'সেই হিডেনবুর্গের মেয়েটি।'

ডান পায়ের বুটটা বার দুই কার্পেটে ঘষে নিয়ে ডাক্তার-'দেখতাম তার সমস্ত শরীর শীতে কাঁপছে, র‍্যাকের থেকে আমার একটা ওভারকোট নিয়ে তাকে পরিয়ে দিতাম। চিমনির ধারে গিয়ে বসতাম দু'জনে, তারপর সোডা হুইস্কি ঢেলে ঢেলে দিয়ে তাকে চাঙা করে নিতাম—'তারপর'—'একটু চুপ থেকে ডাক্তার,—'তারপর কী হত আপনার জেনে কোনো দরকার নেই।' বলে বর্বরভাবে একটু হাসল।

বিভা এই অসভ্যতাকে উপেক্ষা করে গেল।

ডাক্তার—'কিন্তু একটা কথা আপনাকে বলি, এই যে নিদেন বুড়ো বয়সে সমস্ত টাকা হারিয়ে ফেলে আমি যদি জার্মানিতে সেই মেয়েটির কাছে যাই তাহলে সে দিদিমা আমাকে দেখে কাঁদবে না, হাসবে না, পুলিশে খবর দেবে?'

বিভা চুপ করে ছিল।

ডাক্তার—'আমিও সেই খুনখুনে ডাইনিকে দেখে কতখানি প্রেম বোধ করব? এই তো প্রেম।' একটু চুপ থেকে ডাক্তার বললে—'কিন্তু যদি দু-এক কোটি টাকা থাকে আমার তাহলে সতেরটি নাতি-নাতনির মধ্যেই বুড়ি আমার পায়ে পড়ে বলবে এমন দিনের অপেক্ষাই সে করেছিল, বিধাতা এতদিন পরে এ দুটো আত্মাকে যুক্ত করলেন আবার, গভীর মঙ্গল ইচ্ছা জয়যুক্ত হল। এইসব আর কী! আমরা দু'জনেই বুঝব যে কপটতা চূড়ান্তে চলেছে আর মোক্ষদা হয়তো বলবে প্রেম। টাকাকে অবিশ্যি আমরা এমনি আন্তরিকভাবে প্রেম করি, মানুষকে নয়।' ডাক্তার—'কিন্তু সেই হিডেনবুর্গের ছুঁড়িটা মরে গেছে।'

বিভা একটু ব্যথিত হয়ে বললে—'এরকম শব্দ ব্যবহার করবেন না ডাক্তারবাবু।'

—'কোন রকম শব্দ?'

—'হিডেনবুর্গের মেয়েটি বললেন যে মরে গেছে তার প্রতিও শ্রদ্ধা দেখান হত, আমার শিক্ষাসংস্কারের প্রতিও।'

—'আপনার সঙ্গে যে কথা বলছি প্রায়ই তা ভুলে যাই। অন্য মেয়েদের চেয়ে আপনি এত পৃথক!'

—'মেয়েটি মরে গেল!'

—'গেল তো?'

—'কীসে মরল?'

—'নিমোনিয়ায়।'

বিভা—'স্কটল্যান্ডে না জার্মানিতে গিয়ে?'

—'এডিনবরায়ই মরেছিল, এত হুইস্কি খাইয়েও বাঁচাতে পারলাম না।'

—'মানুষ কি হুইস্কিতে বাঁচে?'

—'হুইস্কি সে-দেশের খাবার।'

ডাক্তার—'ছ' মাসে তো আমাদের সংসর্গ, কিন্তু শেষ দিক দিয়ে দেখতাম কী শরীর কী হয়ে গেছে!'

'ছ' মাসের ভেতরেই।'

—'হবে না! অত্যাচার কি কম চলেছে!'

—'বড় মদ খাওয়া পড়ত?'

'মদ দিয়ে অত্যাচারটা শুরু হত, তারপর'—ডাক্তার হি হি করে হাসতে লাগল, বললে—'তারপরের খবর আপনাকে দিয়ে আর দরকার কী!' খিক খিক করে হেসে উঠল আবার, বললে,—'আমাদের দিনকার দিনের কথা শুনলে আপাদমস্তক কাঁটা দিয়ে উঠবে আনপার।'

কথাটাকে চাপা দিয়ে বিভা—'এডিনবরায় পড়িছিলেন তখন বুঝি?'

—'হ্যাঁ।'

—'পাসও তো করলেন না।'

—'করলাম তো।'

—'অনেকের পড়াশুনা এতে নষ্ট হয়ে যায়।'

—'আমার জমত।'

বিভা কোনো কথা বললে না।'

ডাক্তার—'বাবাকে জীবনে সবসময়ই ধন্যবাদ দেই, সেই সময়ে সবচেয়ে বেশি করে দিতাম।'

—'অনেক টাকা বুঝি পাঠাতেন আপনাকে?'

—'টাকার জন্যে নয় মিস রায়।'

—'তবে?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'এই শরীরটা আমাকে দিয়েছেন বলে, কি বাঁধন দেখেছেন, একটুও টসকায় না। মায়ের পেটের থেকে পড়ে অব্দি এই রকম। জীবনটাকে চষে খাবার মত এমন চমৎকার শরীর আমি খুব কমই দেখেছি। যদি আপনাদের কোনো বিধাতা থাকে এ তার বড় উপভোগ্য আশীর্বাদ।'

বিভা শুনছিল।

ডাক্তার—'দেখুন জার্মানির সেই হাড়ভাঙাটা মেয়েটাও যে অত্যাচারে গুঁড়ো হয়ে গেল, আমার একটা কেশও তা স্পর্শ করল না।' একটু চুপ হয়ে থেকে বললে,—'মেয়েটির মৃত্যুর পর অনেক সময় অবাক হয়ে এই কথাটাই ভাবতুম।'

—'এই কথাটাই শুধু?'

—'এই কথাটাই কি কম?'

—'সে যে মরে গেল সে জন্যে একটুও দুঃখবোধ'—

বাধা দিয়ে ডাক্তার—'তার চেয়ে ঢের বেশি সুন্দর, ঢের বেশি গুণী মেয়ে দিনরাত পৃথিবীতে মরছে।'

—'কিন্তু তবুও যার সঙ্গে এত বিশেষভাবে পরিচয়—'

—'তাকে বিদায় দেয়া সবচেয়ে সহজ।'

বিভা নিস্তব্ধ হয়ে রইল।

ডাক্তার—'তারপর একটি নার্স।'

—'থাক আর।'

—'শুনতে গিয়েও আমাদের অবসাদ বোধ হয়।'

—'জীবনকে জীবন বলে বুঝতে এখনো ঢের দেরি যে আপনার।'

—'আমার খুবই সৌভাগ্য এ ঘরে সাতটি আলমারি ভরা যত বই আছে সে সবের সমস্ত লেখকরাও আমারই মতন অন্ধকারে পড়ে আছে।'

—'লেখকদের কথা কেন তোলেন?'

—'অনেকেই তো খুব বড় বড় মনীষী এঁরা।'

—'কিন্তু তবুও মানুষ নয়।'

—'আচ্ছা কবিতার বইগুলোকে না নয় বাদই দিলাম।'

—'তত্ত্বের বইগুলোকেও।'

—'বেশ।'

—'তারপর কী আছে আপনার আলমারিতে?'

—'গল্প-উপ্যাসের বইও তো আছে।'

—'এসব লেখকদের মত আমার চেয়ে বিভিন্ন? জীবন সম্বন্ধে?'

—'তাই তো দেখছি।'

—'একটা কুক্কুটিকার আদর্শ খাড়া করেছে হয়তো?'

—'সব সময় অবিশ্যি তা করে না।'

—'একটা সাধারণ জীবনের গল্প স্বাভাবিকভাবে বলেছে? এর কোনো একটা বই?'

—'তাই বলাই তো এদের অনেকটা উদ্দেশ্য।'

—'কিন্তু বলেছে কিন?'

—'আমাদের তো মনে হয় বলেছে।'

—'তা বলা অসম্ভব।'

—'কেন?'

—'অন্তত ভয়ে।'

বিভা চুপ করল।

ডাক্তার—'কাজেই অনেক মিথ্যা সুন্দর কথা বলতে হয়েছে।' ডাক্তার—'একটা চুরুট জ্বালাব?'

—'জ্বালাতে পারেন।'

—'কোনো আপত্তি নেই?'

—'না।'

—'জীবন সম্বন্ধে কথা বলতে গিয়ে কখনো কোনো বইকে সাক্ষী মানবেন না,' চুরুট জ্বালাল। ডাক্তার—'বরং এ সব বইয়ে যে-সব লেখকেরা মনীষী বলে খ্যাতি পেয়েছেন তাঁদের দু-একজনকে কাছে ডেকে আলাপ করবেন?'

—তারপর?'

—'ঢের আঘাত পাবেন।'

—'কেন?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'বাধ্য হয়ে বইয়ের ভেতর যে-সমস্ত পরম বিশ্বাস, আশা আর চরম আদর্শ নিয়ে অভিনয় করছিল তারা, সে সব দেখবেন আপনার সঙ্গে দুদণ্ড আলাপ করতে গিয়েই পচা চুনকামের মত খসে পড়ছে।'

বিভা একটু আশ্চর্য হয়ে ডাক্তারের দিকে তাকাল।

ডাক্তার—'পড়বে না? তা পড়বেই তো খসে। মানুষ না? মানুষকে আমি ঢের বেশি চিনি!' চুরুটে একটান দিয়ে বললে—'বই লিখতে গিয়ে এঁদের উদ্দেশ্য কী করে সাহিত্যে উজ্জ্বল অমরতা পাওয়া যায়, ভবিষ্যদ্বংশীয়েরা এসে উচ্ছ্বাসের সঙ্গে বলবে, আমি অমুক কবির মত, অটুট প্রেমের গান কে আর গাইতে পেরেছে? মানুষের জীবনের সম্বন্ধে কী গভীর ভরসা দিয়ে গেছেন ইনি, এঁর সাহিত্য কেমন দৃঢ় পুরুষ মানুষের মতন, জীবনের জয়জয়কারে উজ্জ্বল, ব্যথা দারিদ্র্য মৃত্যুকে পরাজয় করে নরনারীর জন্য ইনি কি অমৃতলোকের সাহিত্য তৈরি করে গেলেন। এঁর কাব্যের ভেতর রক্তমাংসের ঘ্রাণ কোথাও নেই, প্রেমকে নিয়ে না আছে ঠাট্টা না আছে তিক্ততা, না আছে নোংরামি কিংবা হতাশা, তিক্ত দার্শনিকতার একটি বিন্দু অব্দি নেই কোথাও। আছে গভীর আন্তরিক অপরিমেয় অটুট প্রেমিক প্রাণ, ব্যক্তিগত জীবনের প্রেমকে ও-রকম উপলব্ধি করতে পেরে-ছিলেন বলেই কাব্যে এই অতুল অলোকসামান্য প্রেম সম্ভব হয়ে রইল অবিনশ্বর কবিতার ভাষায়-এই রকম সব। কিন্তু এমন অক্ষয় অমৃতলোকের পুত্রদের সঙ্গে দু-চার মিনিট কথা বললেই বুঝতে পারবেন ক্রমে-ক্রমে বোঁটকা গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে, সাঁ করে নেচে উঠেছে রামছাগলের দাড়ি, পালাবার কোনো পথও খুঁজে পাবেন না আপনি।' চুরুটটাও ডাক্তারের হাতে পুড়ে-পুড়ে যাচ্ছিল। খানিকটা ছাই ঝেড়ে ফেলে বললে—'কিন্তু কোনো প্রেসম্যানকে সামনে রাখবেন না। কিংবা প্রেস বা জনসাধারণের খবর দিতে পারে এমন লোককেও না।' চুরুটে এক টান দিয়ে বললে—' কোনো তৃতীয় লোককেই সামনে না রাখলেই ভাল। সুনাম নষ্ট হয়ে যাবার ভয় এদের ঢের। কিন্তু যখন বুঝবে যে নিরাপদ, তখন আপনাকেও বুঝিয়ে দেবে যে বাস্তবিক জীবন বলতে কী বোঝে তারা।'

—'অনেক কথাই তো বললেন।'

—'হ্যাঁ বললাম তো ঢের।'

—'সবই যে একেবারে মিথ্যা তা নয়।'

ডাক্তার চুরুট টানছিল।

বিভা—'যেমন ইতিহাসে, তেমনি সাহিত্যের ইতিহাসে এমন অনেক প্রেম বা প্রেমের কাব্য, সুন্দর পরিকল্পনা বা বিরাট মঙ্গলময় সফলতা আজও অবদি পূজো পেয়ে চলে আসছে, সে সবের কর্মকর্তারা অত্যন্ত জঘন্য জাতীয় মানুষ ছিলেন।'

—'হয়তো প্রেম সম্বন্ধে নানারকম অস্পষ্টতাই ছিল তাদের সাক্ষী।'

—'এর জীবন সব বিষয়েই অবজ্ঞার জিনিস ছিল।'

—'খুব দুর্বল ছিল, সন্দিগ্ধ ছিল, অকৃতজ্ঞ ছিল, মানুষের কাছ থেকে এ-সবের চেয়ে বেশি অপরাধ আর-কী আপনি আশা করতে পারেন?'

—'অপরাধ অবিশ্যি আরো অনেক রকম আছে। নামজাদা লেখকদের মধ্যেও অনেকে আছেন নানা রকম নিচে মর্মান্তিক স্বভাব, অপরাধের মানুষ হয়েও খুব উচ্চ অমৃতের খ্যাতি পেয়ে গেছেন, এই সবই আমি জানি।'

—'অনেকে নয়, সকলেই।'

—'তা নয়।'

—'কী বলছেন আপনি?'

—'এঁদের অনেকে আছেন আমাদের চেয়ে ঢের ভাল জীবন চালিয়ে গেছেন।'

—'কত কম জানেন আপনি?'

চুরুটের খানিকটা ধোঁয়া ছেড়ে ডাক্তার—'আমার চেয়ে ভাল জীবন কারো হয়তো ছিল, কিন্তু আমি কল্পনাই করতে পারি না কোনো লেখিকা বা লেখক তাঁদের বায়োগ্রাফিতে নয় কিন্তু গোপন বাস্তব জীবনে আপনার চেয়ে একটুও সংযত সচ্চরিত্র জীবন কাটিয়ে গেছে।'

—'এ আপনার গভীর অবিচার।'

—'কার প্রতি?'

—'এই লেখকদের প্রতি।'

—'আপনার প্রতি হয়ত খানিকটা। এদের সঙ্গে আপনার পরিষ্কার জীবনের তুলনা দিয়ে যাওয়াও ভুল।'

—'আপনার এ অন্যায় কথা কেউ কি শুনবে!'

—'যারা একটু উপলব্ধি করতে পারে তারাই এর সত্য বুঝবে।'

—'কী যে বলেন আপনি?'

—'আপনার স্বপ্ন অবিশ্যি আমি নষ্ট করব না।'

—'এ আপনার বড্ড ছেলেমানুষের মতন কথা।'

—'কী রকম?'

—'আপনি মনে-মনে ভাবেন যে, আমাদের স্বপ্ন বুঝি একদিনেই; গড়ে ওঠে, কিন্তু তা ভাঙতেও এক জীবন লাগে। এর পর, অন্যদের স্বপ্ন ভাঙবার মত দুঃসাধ্য চেষ্টা করতে যাবেন না আপনি। যে-সব মেয়েরা আপনাকে বলেছে যে আপনি তাদের অনেক স্বপ্নের থেকে অব্যাহতি দিয়েছেন এদ্দিন তারা অমাবস্যায় চুলছিল, আপনি তাদের হাতে পিদিম গেলাশ তুলে দিতেই সব জ্যোৎস্নায় ঝকমকে হয়ে গেল, ওসব কিন্তু নেশা, স্বপ্ন নেই, সত্য নেই, কিছুই নেই।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'আপনি আমাকে শেষ পর্যন্ত ডাকলেন। এই লাভটা তো আছে।'

পরদিন দুপুরবেলা ডাক্তার এল আবার।

জানালার কাছে বসে একটা খবরের কাগজ পড়ছিলাম।

ডাক্তার—'পাশের বাড়িটা আপনাদের একটা মেস?'

—'কী জানি, বলতে পারি না তো।'

—'একটুও জানেন না?'

—'বিশেষ কৌতূহল বোধ করি নি।'

—'আপনাদের প্রতিবেশীদের কোনো খবর রাখা দরকার মনে করেন না?'

—'নিজের মনেই তো বেশ রয়েছে তারা।'

—'আপনিও নিজের মনে আছেন বেশ। বেশ কথা, কিন্তু ব্যাপারটা কী জানেন,' বিভা ডাক্তারের দিকে তাকাল—'আমি কয়েকদিন থেকেই লক্ষ্য করে দেখছি, এটা একটা মেস।'

—'তা হতে পারে।'

—'আপনার মা আছেন, আপনি আছেন, এ বাড়িতে নানা রকম মেয়েরা আসে। বাড়ির পাশে এ রকম একটা মেস থাকা তো ভাল নয়।'

—'কেন, কী ক্ষতি?'

—'কোনো গ্লানি বোধ করেন নি?'

—'এই মেসটা রয়েছে সেজন্যে?'

—'মেসের ছেলেদের চেনেন না তো আপনি।'

—'তারা তো আমার কাছে পরিচয় দিতে আসে নি।'

—'এলে আশ্চর্য হতাম।'

—'আমি তো বেশ নিরিবিলি আছি।'

—'বোধ করি মেসটা খুব সবে বসেছে।'

—'তা হতে পারে।'

—'আগে এ বাসায় কারা ছিল?'

—'তা আমি জানি না।'

—'আমার মনে হয়, এখানে নতুন মেস স্টার্ট করা হয়েছে,' বলে ডাক্তার চুরুট জ্বালাল। খানিকক্ষণ টেনে বললে,—'কাজেই এখনো শিকারের সন্ধান পায় নি।'

—'কীসের শিকার?'

—'কথাটা হয়তো পরিষ্কার করে বুঝলেন না?'

—'না।'

—'কিন্তু এদ্দিন কলকাতায় আছেন বোঝা উচিত ছিল আপনার।'

—'বিভার কোনো জবাব ছিল না।'

ডাক্তার—'পৃথিবীর হতভাগ্য হচ্ছে এই মেসের ছেলেরা।'

—'কী রকম?'

—'কেউ-বা পনের টাকার কেরানি, তাই বিয়েও করতে পারে নি,' ডাক্তার চুরুটে এক টান দিয়ে বললে,—'কেউ-বা পঁচিশ টাকার কেরানি, তাই মাগকে নিয়ে বাসা করে থাকতে পারে না,' খানিকটা ছাই ঝেড়ে ফেললে,—'কেউ-বা টিকোতে টিকোতে পঞ্চাশ টাকায় গিয়ে উঠেছে। কিন্তু এর মধ্যে এত সব এড়ি-গেড়ি ছানাপোনা হয়ে গেছে পরিবার নিয়ে কলকাতায় থাকা একটা মর্মান্তিক ব্যাপার। এইসব লোকেরাই মেসে থাকে। শনিবার দিন বাড়ি যায়, কিন্তু সপ্তাহের বাকি কটা দিন এদের জীবনের রোমান্স হচ্ছে আশেপাশের বাড়ির মেয়েদের নিয়ে।'

—'অনেক কথাই তো জানেন দেখছি।'

—'একটা স্কুলের ছেলেও এ সব জানে,' চুরুটে এক টান দিয়ে ডাক্তার,—'নটার সময় ঘুম থেকে ওঠে।'

—'কারা?'

—'এই সব হতভাগারা।'

ডাক্তার আঙুল দিয়ে আমাদের মেসটা দেখিয়ে দিলে বোধকরি। আমি তাকাই নি, খবরের কাগজ পড়ছিলাম।

—'তারপর এক-আধঘণ্টা বাংলা খবরের কাগজ পড়ে। এরা খুব স্বদেশী, জানেন?'

—'সেটাই এদের দোষের হল?'

—'অথচ হতভাগ্যদের অর্ধেকই কাজ করে গভরমেন্ট অফিসে, না হয় বিলেতি মার্চেন্ট অফিসে।'

—'কী করবে, পরের টাকা ছিল না তো, যে স্বাধীন ব্যবসা নিয়ে বসবে।'

—'কিন্তু পেটের দায়ে যাকে বাপ ডাকলি তার সঙ্গে নেমোখারামি করে কী লাভ?'

—'বাংলা খবরের কাগজ পড়ে আর খদ্দর পরে বলেই বুঝি এদের নেমোখারামি?'

—'খদ্দর এরা পরে না।'

—'তবে?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'বেশ ফ্যান্সি বিলেতি শার্ট, চিনেবাড়ির ওপেন ব্রেস্ট কোট ছাড়া এদের রোচে না।'

—'তা হলে আর নেমোখারামি হল কোথায়?'

—'না, এটুকু এরা ঠিকই বজায় রেখেছে।'

চুরুটে একটা টান দিয়ে ডাক্তার—'কিন্তু এমন অসঙ্গতি এদের জীবনে যে সকালবেলা একঘণ্টা গড়িমসি করে করে ঐ যে বাংলা কাগজটি পড়বে তখন যদি এদের কথাবার্তা শোনেন তাহলে বুঝবেন, এক-একজন কী নিরেট স্বদেশ প্রেমিক।' ডাক্তার একটু হেসে বললে,—'সে-সব স্বদেশ প্রেমের মাশুল লাগে না কি না। মুখের কথা দিয়ে আরম্ভ হয়, মুখের কথাতেই যায় ফুরিয়ে। গায়ের কোনো জায়গায় একটি ফুঁ-ও লাগে না। হাজার-হাজার লোক জেলে যাচ্ছে সে জন্য এদের কী উৎসাহ। সে-গৌরব যেন এদেরই গৌরব। যেন এরাই কত আত্মত্যাগ করল। কত দুঃখকষ্টকে স্বীকার করে নিল। উচ্ছ্বাসের সঙ্গে বলে, মুভমেন্টটা তাহলে সফল হল, হবে না? বাঙালি ছেলেরা যে-কাজে হাত দেয়-বলে পরস্পরের পিঠ চাপড়ায়। চোখমুখও রাঙা হয়ে ওঠে বোধকরি। কিন্তু একবার যদি পুলিশে এসে মেসে হানা দেয় অমনি একটা সামান্য কনস্টবলকেও বাপ ডাকতে রাজি,' চুরুটের খানিকটা ছাই ঝেড়ে ফেলে ডাক্তার,—'সমস্ত সকালটা সিভিল ডিসঅবিডিয়েন্স ও দেশ-প্রেমের জন্য নিঃসঙ্কোচ নির্বিবাদ সহানুভূতি, তারপর সাবান গামছা নিয়ে নিশ্চিন্ত মনে খেয়েদেয়ে, বাঙালিও নয় সাহেবও নয়, দো-আঁশলা একটা পোশাক বিলেতি শার্ট, বিলেতি কোট, বিলেতি মাফলার, লরেঞ্জ মেয়ের বাড়ির চশমা তার পর দেশি বাস অগ্রাহ্য করে বিলেতি ট্রামে চড়ে যেখানে বড়-বড় ইংরেজ সাহেবরা বসে ডিভিডেন্ড গুণছে, সেই সব অফিসে হিসেব উদ্ধার করা এই সবের ভিতরেই এদের জীবনেরও পরিণাম। এক-এক সময় ঘৃণার চেয়ে দুঃখ হয় বেশি।'

দু'জনেই চুপ করে বসে ছিল।

—'কিন্তু তবুও যদি এইসব নিয়ে নিজেদের মনে পড়ে থাকত, চুরুট নিভে গিয়েছিল, জ্বালিয়ে নিয়ে ডাক্তার,—'কিন্তু বালাই বড় জ্বালা কিনা, বালাই বড় জ্বালা,' চুরুটে এক টান দিয়ে বললে,—'বিকেলে অফিস থেকে এসে চা-বিড়ি শেষ করে ছাদে চড়বেন, কিংবা জানলার ফাঁক দিয়ে উঁকিঝুঁকি দেবেন পাশের বাড়িতে কোথায় কোন মেয়েটাকে পোশাক-পরিচ্ছদের একটু অসঙ্গত অবস্থায় পাওয়া যায়।'

বিভা ঘাড় হেঁট করে ছিল।

ডাক্তার—'কিংবা সঙ্গত অবস্থায় পেলেও হয়। মেয়ে পেলেই বাছারা তৃপ্ত। তা পাশের বাড়ির ঝিই হোক আর বুড়ো গিন্নিই হোক' বলে চুরুটে এক টান দিল। বললে—'মাঝে-মাঝে নিজেরে খড়খড়ির ভেতর দিয়ে বায়নাকুলার দিয়ে দেখে।'

—'মেসের এত তত্ত্ব জানেনই-বা কী করে?'

—'আমি সব জানি।'

—'কোনোদিন মেসে ছিলেন না তো?'

—'তা নাই-বা থাকলাম। কলেজে পড়বার সময় মেসের আড্ডা মজলিসে গিয়েছি ঢের।'

ডাক্তার—'আপনি হয়তো টেরও পাচ্ছেন না, কিন্তু আপনাকে বায়নাকুলার দিয়ে এই মেসের অনেক ছেলেই কি দেখে নেয় নি।'

—'দেখুন।'

—'এতে আপনার কোনো গ্লানি বোধ হয় না?'

—'হয়তো বই পড়ছি, কিংবা লিখছি, চা খাচ্ছি, কিংবা সোফায় বসে ভাবছি এ অবস্থায় যদি আমাকে কেউ দেখে তাহলে আমার অপরাধ? এ রকম প্রশ্ন আমার কাছে বড্ড অপ্রাসঙ্গিক মনে হয়।'

—'কেন?'

—'পাশের বাড়ি যে একটা মেস, সে-মেসে যে ছেলেরা থাকে এদ্দিন বসে এ তো আমি টেরও পেলাম না।'

—'সে আপনার কৌতূহল খুব কম বলে।'

—'ওদের কৌতূহলও আমার চেয়ে একটু বেশি বলে মনে হয় না।'

—'কেন?'

—'যদি হত তাহলে নানা রকম ভাবেই আমাকে ইনটারেস্টেড করতে চেষ্টা করত।'

—'তা করে নি বুঝি?'

—'কই একদিনও তো,' বিভা মাথা নেড়ে বললে,—'না।'

—'তবুও জানালাটা বন্ধ করে রাখা উচিত।'

—'তা আমি দরকার মনে করি না।'

—'কতকগুলো জিনিস এরা বেশ নির্বিবাদে করতে পারে আপনি তা টের পাবেন না।'

—'ওদের নির্বিঘ্নে নিশ্চিন্তে জিনিস নিয়ে কেন আমি মাথা ঘামাতে যাব?'

—'কেউ যদি আপনার ফটো তোলে?'

—'তুলুক।'

—'হয়তো কত অসঙ্গত অবস্থায় কত সময় বসে থাকেন। সে-রকম সব ফটোর মর্যাদাই এদের কাছে সবচেয়ে বেশি। মানুষকে তো চেনেন না!'

—'সামান্য পঁচিশ-তিরিশ টাকার কেরানিদের ফটোর শখও এত?'

—'বললামই তো।' এ সবই হচ্ছে ওদের জীবনের দুর্মূল্য সরসতা।' ডাক্তার—'ভাবছেন ক্যামেরাই-বা জোগাড় করে কোত্থেকে?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'না, তা ভাবছিলাম না।'

—'নিজেদের মধ্যে চাঁদা তুলে চোরাবাজার থেকে একটা কিনে নিয়ে আসে। এরা কি কম বেল্লিক!'

বিভা কোনো উত্তর দিল না।'

—'আপনার একশ-সোয়াশটা ঘটনার ফটো কি এদের কাছে নেই?'

—'মেসের ছেলেদের সম্বন্ধে এ-রকম সব ধারণা বুঝি আপনার?'

—'যাকেই জিজ্ঞেস করবেন সেই বলবে এদের সম্বন্ধে একটা অন্যায্য কথাও আমি বলি নি।'

—'এরা আর কী করে।'

—'মেসের জানালার খড়খড়ির ভেতর বায়নাকুলার রেখে চারিদিকের মেয়েদের তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখে।'

—'একটা বায়নাকুলারের দামও তো কম নয়।'

—'কিন্তু এ হাড়হাভাতেরা তা বেশ যোগাড় করে নিতে জানে,' চুরুটে টান দিয়ে ডাক্তার—'হয়তো চুরি করে আনে।'

—'তারপর?'

—'মাঝে-মাঝে মেয়েদের অন্ধকার ঘরে টর্চ ফেলে।'

—'কেউ কোনোদিন আমার বেডরুমে ফেলে নি তো। কিংবা এই ঘরে যখন অন্ধকারের ভিতর বসে আছি,' বিভা মাথা নেড়ে বললে,—'না।'

—'আপনাকে তাহলে রেহাই দিয়েছে।'

—'আমার মনে হয় তাহলে বায়নাকুলার দিয়ে দেখে না।'

—'তা নয়, আমার মনে হয় টর্চ ফেলতে সাহস পায় নি। কিন্তু যেখানে সাহসের দরকার নেই অথচ ক্ষুধা ও লোভের খুব নিরিবিলি পরিতৃপ্তি হয় এই অভাগার দল ঝাড় বেঁধে সেই সব কাজই করে।'

—'তাহলে আপনি মনে করেন বায়নো দিয়ে দেখে?'

—'হ্যাঁ।'

—'আর ফটো তোলে?'

—'আকছার।'

—'বললেন তো লোভী তারা, কিন্তু মানুষকে দেখে বা তার ফটো তুলে যে লোভের সূচনা হয় তার একটা পরিণতি থাকবে তো।'

ডাক্তার চুরুটে টান দিল।

বিভা—'শুধু এইটুকু করেই লোভ তৃপ্ত থাকতে পারে না। এই দেখুন না মেসের জানলায় একটি ছেলে খবরের কাগজ পড়ছে, আমার মনে হয় অনেক দিন থেকেই সে এখানে আছে। দেখুন, আমি রাতদিন তার কতখানি কাছাকাছিই থাকি, ইচ্ছে করলে সে আমাকে শুনিয়ে এক-আধটা প্রেমের গান মাঝে-মাঝে গাইতে পারত না কি?'

—'হয়তো ছেলেটির গলা নেই।'

—'কিংবা শিস দিতে পারত।'

—'বাঙালি মেয়েরা শিসে আকৃষ্ট হয় না, সে সব বিলেতের কায়দা।'

—'কিংবা ডেকে কথা বলতে পারত।'

—'তদ্দুর সাহস কোনো বাঙালি ছেলেরই নেই।'

—'কিংবা চিঠি ছুঁড়ে ফেলতে পারত।'

—'সচরাচর সেই জিনিসটাই ঘটে। ভীরু আহম্মকদের একটা হচ্ছে একটা মাত্র আশার পথ।'

—'কিন্তু কেউ ফেলে নি তো ছুঁড়ে। কিংবা আমার ফটো তুলছে?'

—'কিন্তু বাস্তবিক যদি এ সব করে থাকে?' ডাক্তার—'আপনাকে আমি হাতেকলমে লিখে দিতে পারি, এ তারা রোজই করছে, রোজই করবে।'

—'আচ্ছা, সে আমি বুঝব।'

—'জানালাটা বন্ধ করবেন?'

—'না।'

—'কেন?'

—'আমি কোনো গ্লানি বোধ করি না।'

—'আমার বোন হলে'—

—'কী করতেন?'

—'তাকে এ ঘরে থাকতেও দিতাম না।'

—'কিন্তু আমি তো আপনার বোন নই।'

পরদিন দুপুরবেলা ডাক্তার এসে বললে—'সেই সাহেব আর আসে না?'

—'সাহেব কে আবার?'

—'রুস্তমজি না কী নাম তার।'

—'না, আসে নি তো।'

—'আপনি নিষেধ করে দিয়েছেন?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'আমি কেন নিষেধ করতে যাব?'

—'কিন্তু ভবিষ্যতে আর আসবে না বোধ করি।'

—'কে? রুস্তমজি?'

—'আসবে কি আর আপনার এখানে?'

—'সে তার নিজের খুশির ওপর নির্ভর করে।'

—'নিজের খুশি তো তাকে গত পনেরকুড়ি দিনরাত এই ঘরের দিকেই টেনেছে।'

বিভা চুপ করল।

ডাক্তার—'কিন্তু সে খুশি হঠাৎ তার থমকে গেল যে?'

বিভা কোনো জবাব দিল না।

ডাক্তার—'যাক রুস্তমজির সম্পর্কে তাহলে আমি নিশ্চিন্ত। ছেলেটির তরফ থেকে কোনো বাধাবিঘ্নের সম্ভাবনা নেই।'

বিভা ঘাড় কাত করে ছিল।

ডাক্তার—'একটা খুব ভারী কল আছে, আচ্ছা উঠি তা হলে।'

চলে গেল।

তিন-চার দিন পরে দুপুরবেলা একদিন ডাক্তার এসে বললে—'এ কয় দিন ভারি ব্যস্ত ছিলাম, আমাকে পাঁচ মিনিট সময় দেবেন?'

—'পাঁচ মিনিট শুধু?'

—'কিন্তু বসব পাঁচটি মিনিট।'

—'বসুন।'

—'না, আমি পায়চারি করে কথা বলছি।'

—'বড্ড ব্যস্ত দেখছি আপনাকে?'

—'না, এখন ব্যস্ত বড় নই। কিন্তু বড্ড নার্ভাস।'

—'কেন বলুন তো?'

—'আস্তে আস্তে বলছি।' ডাক্তার, 'আমার কথা অবিশ্যি পাঁচ মিনিটে ফুরুবে না।'

—'সমস্ত দুপুরই তো পড়ে আছে।'

—'এতটা সময় আমার জন্যে খরচ করতে পারবেন আপনি?'

—'আমাকে দিয়ে যদি আপনার কোনো কাজ থাকে?'

—'খুবই তো আছে?'

—'তা হলে আমার কুণ্ঠার কোনো তো কারণ নেই।'

—'এত দয়া আমার প্রতি আপনার?'

ডাক্তার খুব উৎফুল্ল হয়ে উঠল—'এত মমতা।'

—'নারীরা পরের কাজের জন্যেই বেঁচে থাকে।'

ডাক্তারের মুখ গম্ভীর হয়ে উঠল। বললে—'তা হলে ফুটপাতে নামুন না গিয়ে।'

—'কেন?'

—'সেখানে তো পরোপকারের ঢের জিনিস আছে।'

—'আপনি কি মনে করেছেন চিরকাল আমি এই সোফায়ই বসে থাকব?

—'পথে নামবারও ইচ্ছা আছে?'

—'ভবিষ্যৎ জীবনের সংকল্প আমার অনেক রকমের।'

ডাক্তার একটু চুপ থেকে বললে—'অনেক ত্যাগ করতে চান বোধ করি?' পাইপ জ্বালিয়ে বললে—'দেশে সমাজ মানুষ এই সব নিয়ে কাজে লেগে যাবেন? নিজের জীবনের ভবিষ্যতের পরিকল্পনা, আপনার কী করম?' খানিকটা ধোঁয়া ছেড়ে বললে—'বলুন, অনেক বড়-বড় কথা বলবেন তো?'

—'না, খুব ছোটখাট কাজ নিয়ে শুরু করতে চাই।'

-'কিন্তু পরিণতি হবে গিয়ে তো খুব হমৎ।'

—'কই, আপনার কী কাজ বলছিলেন না?'

—'এই যে পাইপ টানছি এর মিক্সচারটা ভারি চমৎকার।'

—'বিলেতি?'

—'আমরা ডাক্তার মানুষ, দেশী মিক্সচার খেয়ে লাঙস খারাপ করতে পারি না। তো। সব ব্যাপারেই পাকা জিনিস বেছে নেই।' সোফায় বসল। ডাক্তার—'চুপ করে রইলেন যে! কেন, ইন্ডিয়ার মিক্সচারটার কথা বললাম, ঠিক বলি নি?'

—'খেয়ে আপনি তৃপ্ত এই আমার পক্ষে যথেষ্ট।'

—'কিন্তু মিক্সচারটা বিলেতি যে।'

—'তা আপনি বুঝবেন।'

—'এ খুব অন্যায় উদাসীনতা আপনার।'

পাইপটা নামিয়ে ডাক্তার—'যাতে আমি বিদেশী ছেড়ে স্বদেশী ধরি সেই চেষ্টাই করা উচিত নয় কি আপনার?'

—'আপনার নিজের ব্যাপারটা আপনিই ভাল করে বুঝবেন।'

—'পুরুষেরা সব সময় বোঝে না।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'আপাতত মিক্সচারটা শেষ করে নিন।'

—'কেনই-বা?'

—'খুব ভাল লাগছে তো আপনার!'

—'কিন্তু এই জিনিসটা তো খুব অপরাধের।'

—'তাহলে নিভিয়ে ফেলুন।'

—'বলেন আপনি নেভাতে?'

—'যদি মনে করে থাকেন অপরাধের—'

—'কিন্তু আপনার এ অনুরোধের ভেতর না আছে কোনো ঐকান্তিকতা না আছে সর্বপ্রাণ সমর্পণ।'

বিভা হেসে উঠল।

—'বুঝতাম যদি এক মুহূর্তের জন্যও সে-রকম করে অনুরোধ করতে পেরেছেন আমাকে, তাহলে এই পাইপটা ছুঁড়ে ফেলে দিতাম।'

বিভা বিব্রত হয়ে তাকাল।

—'কিন্তু আমার জন্য আপনার হৃদয়ে এ সব জিনিস নেই।'

—'আস্তে-আস্তে, ডাক্তারবাবু!'

—'বলুন।'

কিন্তু বিভা চুপ করে রইল।

ডাক্তার—'জীবনে একে একে অনেককেই ভালবেসেছিলেন হয়তো?'

—'তা দিয়ে কী করবেন আপনি?'

—'আর কোনোই দরকার নেই, শুধু এইটুকুই বলি যে যখন তাদের ভাল-বাসতেন তখন তারা কেউ আপনার রুচিবিরুদ্ধ কোনো কাজ করলে আঘাত পেতেন?'

—'তা পেতাম।'

—'এইটুকুই শুধু বলতে চেয়েছিলাম।'

—'আমি যে আঘাত পেতাম তারাও তা বুঝত, কেনই-বা বুঝবে না? আমি নিঃসঙ্কোচে পাইপ টানছি বলে আপনি একটুও যে আঘাত পাচ্ছেন না। এ জিনিসও তো আমি বুঝি।'

—'অবিশ্যি।'

কিন্তু বিভা কি বলবে না বুঝতে পেরে থেমে রইল।

ডাক্তার—'আপনার রুচিবিরুদ্ধ অনেক কিছু কাজ কথা ইঙ্গিত আপনার সামনে করি আমি কিন্তু সমস্ত অপরাধের বোঝা বইবার ভার আপনি আমার কাঁধে ফেলেই যে খুব নিশ্চিন্ত তাও তো দেখি।'

বিভা ঘাড় হেঁট করে নখ খুঁটছিল।

ডাক্তার—'হয়তো ভাবছেন মনে-মনে ডাক্তারের বোঝা ডাক্তারই বইবে।' পাইপ টানতে-টানতে ডাক্তার—'অবিশ্যি নিজের বোঝা নিজে বইতেই আমি খুব ভালবাসি,' একটু থেমে বললে—'কিন্তু যখন দেখি একজন নারী ধীরে-ধীরে আমার কাছে এসে আমার মুখের থেকে পাইপটা আস্তে আস্তে তুলে নিয়ে বললে 'খেও না, এতে আমি বড় কষ্ট পাই, তখন তার ঐকান্তিকতা স্বীকার করি।'

এরপর ডাক্তার চুপচাপ পাইপ টানতে-টানতে বিভার দিকে তাকিয়ে রইল। বিভা মাথা হেঁট করে ছিল।

ডাক্তার—'একরকম দু'চারটি নারী আমার জন্যে কষ্ট পায়,' একটু থেমে বললে,—'সেই যে মেয়েটির গল্প বলতে যাচ্ছিলাম তাদের মধ্যে একটি মাত্র মেয়ে শুধু প্রথমেই আমার মুখ চেপে ধরে ছিল, তাকে আমি কিছুতেই বলতে পারি নি, আমি খুবই আশা করেছিলাম আপনি অন্তত গল্পটার প্রারম্ভে আমার মুখ চাপবেন না অবিশ্যি, কিন্তু ঘর থেকে উঠে চলে যাবেন কিন্তু অনেক দূর পর্যন্ত শুনলেন তো।'

একটু চুপচাপ।'

ডাক্তার—'আমার চরিত্রের দুর্গতির কথা ভেবে আপনি একটুও বেদনা অনুভব করেন না নিশ্চয়ই।'

—'আপনার চরিত্রের কোথায় দুর্গতি রয়েছে তা তো আমি জানি না।'

—'কিন্তু দু-একটি মেয়ে এ কথা ভেবে সব সময় খুব সশঙ্ক, তাদের রাতেও বোধ করি ঘুম হয় না,' ডাক্তার বললে—'আমার হিতাহিতের সম্বন্ধে তারা এই রকম ঐকান্তিক। একে হয়তো ভালবাসা বলে।'

—'তাই তো মনে হয়।'

—'সিঁড়ি ভাঙতে গিয়ে আছাড় খেয়ে বিছানায় পড়ে থাকলে এরা খুব সেবা করবে?'

বিভা একটু হেসে বললে—'তা আর বলতে!'

—'দেখতেও তো দুজনেই বেশ রূপসী।'

—'তা হলে আপনার ভাগ্য খুব ভাল।'

—'কিন্তু তাদের ভাগ্যও কি খারাপ?'

—'একজন হয়তো খানিকটা আঘাত পাবে, দু'জনকেই তো গ্রহণ করতে পারবেন না?'

—'খানিকটা নয়, খুব বিষম আঘাতই পাবেন। হয়তো মরেও যেতে পারেন।'

—'যখন এত নারী নিয়ে আপনার জীবন তখন মরতে চাইবে অবিশ্যি অনেকে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

—'আপনি অন্তত সে-দলের ভেতর একদম নন।'

ডাক্তার গভীর পর্যবেক্ষণের সঙ্গে বিভার দিকে তাকাল।

দু'জনেই চুপ।

ডাক্তার—'যদি সে-বৃত্তের এক কিনারেও থাকেন তা হলে সব অগ্রাহ্য করে আপনাকেই গ্রহণ করব। আজ পাকা কথার জন্যেই এসেছিলাম।'

বিভা হেসে উঠে বললে—'না, সে বৃত্ত কোনোদিন চোখেও দেখি নি আমি।' মিনিট পাঁচেক ডাক্তার চুপচাপ বসে রইল। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বললে,—'তাহলে নেমন্তন্নের চিঠি পাবেন। এর চেয়ে বেশি কিছু চাইলেন না তো আর।'

—'কাল দুপুরবেলা তাহলে আসবেন আশা করি।'

—'এখানে?'

—'হ্যাঁ'

—'কেনই-বা মিছেমিছি?'

—'কথাবার্তা বলব।'

—'আর জমবে না মিস রায়।'

মিনিট দশেক দু'জনে চুপ করে বসে রইল।

-'কিন্তু অনেক মজলিসেই তো ঘুরে বেড়ান।'

—'আজকাল আর তত বেড়াই না।'

—'কেন?'

—'ঢের কল।'

—'পৃথিবীতে অলস তাহলে আমি একাই শুধু?'

'কে? আপনি? কেন?'

—'সমস্ত দুপুরটা কার সঙ্গে কথাবার্তা বলব তাই ভাবি।'

—'কিন্তু সমস্ত জীবনটাই তো বলতে পারতেন আমার সঙ্গে।'

না, আমি শুধু দুপুরের কথা ভাবি।'

—'আচ্ছা তাই ভাবুন।'

ডাক্তার—'বই পড়ছিলেন দেখছি।'

—'হ্যাঁ।'

—'কী বই ওটা?'

—'একটা নভেল।'

—'কার লেখা?'

—'টলস্টয়ের।'

—'আবার সেকালের যুগে চলে গেলেন?'

—টলস্টয় বেশ লাগে আমার।'

—'তার মানে ঢের শ্রদ্ধা বিশ্বাসের মানুষ আপনি-'আনা কারেনিনা' বুঝি?'

—'না। "ওয়ার অ্যান্ড পিস"।'

—'পড়ি নি।'

—'আনা কারেনিনা' পড়েছিলেন?'

—'ছ-সাত বার।'

—'কেমন বই?'

—'বেশ, আপনার ভাল লাগে না?'

—'বেশ ভাল আর্ট।'

—'আর্ট হিসেবে আমি দেখি না।'

—'তবে!'

—'বেশ মূল্যবান বই বলে মনে হয়।'

—'কিন্তু ওর চেয়ে মূল্যবান বই এর আরো ঢের আছে। পড়বেন?'

—'আপনার আলমারিতেই আছে বুঝি?'

—'হ্যাঁ, দিচ্ছি খুলে।'

—'থাক।'

—'কেন, পড়ে দেখুন না।'

—'সেই কিশোর বয়স কি আর আছে?'

—'বয়স এতই-বা কি বেশি হল?'

—'কিন্তু তবুও সে-কিশোর আর নেই, একটা গভীর ক্ষতির জিনিস, কী বলেন?'

বিভা কোনো উত্তর দিল না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~